পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ

V.P.—2,000. 5-90

KADUMVARY NATAK

(A Tragi-Comedy)

BY

KEDAR NATH GANGULLY.

কাদম্বরী নাটক।

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীপাণ্ডবচরণ দে দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১১৩নং চিৎপুর রোড জেনারল প্রিণ্টিং প্রেসে

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৪ সাল।

বিজ্ঞাপন।

পাঠকগণ!

মহাত্মা তারাশঙ্কর বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত অনুবাদিত কাদম্বরী গ্রন্থ অবলম্বনে আমি এই নাটকখানি প্রচারিত করিয়াছি, এতদ্দ্বারা যে আমি আপনাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিব, এমন ভরসা করি না, কিন্তু তত্রাচ পাঠে ক্ষণকালের জন্যও পরিতোষ লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা।
১৩ই শ্রাবণ।
১২৮৪ সাল।

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

তারাপীড় … … …	উজ্জয়িনী রাজ।
চন্দ্রাপীড় … … …	ঐ কুমার।
শুকনাশ … … …	ঐ মন্ত্রী।
বৈশম্পায়ন … … …	শুকনাশের পুত্র।
কপিঞ্জল, মেঘনাদ … … …	অনুচরগণ।
কেয়ূরক … … …	গন্ধর্ব্ব দায়ক।
চিত্ররথ … … …	গন্ধর্ব্বরাজ।
তরিত্বক … … …	জনেক অনুচর।
হংস … … …	চিত্ররথ-ভ্রাতা।

পরিচারকগণ ইত্যাদি।

বিলাসবতী … … …	তারাপীড়ের মহিষী।
মনোরমা … … …	মন্ত্রী পত্নী।
কাদম্বরী … … …	চিত্ররথ দুহিতা।
মহাশ্বেতা … … …	হংস কুমারী।
মদলেখা … … …	কাদম্বরীর সখী।
পত্রলেখা … … …	চন্দ্রাপীড়ের সখী।
তরলীকা … … …	মহাশ্বেতার সখী।

অন্যান্য পরিচারিকাগণ।

দৃশ্য,—উজ্জয়িনী, হেমকুট ও অচ্ছোদ সরোবর সন্নিদ্ধ বন।

কাদম্বরী নাটক।

—ঃ০ঃ—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।

কৈলাসপর্ব্বত-সন্নিদ্ধ নীবিড় বন,—অচ্ছোদ সরোবরতীরস্থ,
অদূরে দেবাদিদেব শূলপাণীর মন্দির।

অশ্বারোহণে ধনুঃশরহস্তে চন্দ্রাপীড়ের বেগে প্রবেশ।

চন্দ্রা। (চতুর্দ্দিক অবলোকান্তে স্বগতঃ) হায়! একি? আমি কি মায়াবী কিন্নর-মিথুনের অনুসরণ করে অবশেষে এই বর্ত্ম্যশূন্য বীজন অরণ্যানী মধ্যে এসে পড়লেম? এক্ষণে আমার উপায় কি? সহচরগণের অজ্ঞাতসারে এরূপ অর্ব্বাচীনের ন্যায় কার্য্য করা ভাল হয়নি, অগণ্য হিংস্রক জন্তু সমাকীর্ণ অটবীমধ্যে কোথায় যে আশ্রয় পাই, তার তো কোন উপায় দেখি না,—(অশ্ব হইতে অবরোহন করিয়া)—যাহা হউক, যদ্যপিও আমি অপরিচিত স্থানে এসে পড়েছি, তত্রাচ এ স্থান নির্ণয় করা সর্ব্ব প্রকারে বিধেয়। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) আমি শ্রুত আছি, যে কৈলাসপর্ব্বত সন্নিদ্ধ এক নিবীড় বন আছে, এই তো সেই রজতপর্ব্বত প্রকাণ্ড শিখর ঊর্দ্ধ করিয়া আকাশমার্গ স্পর্শ করতে উদ্যত, এবং নিম্নভাগে এই বন—যাহা হউক এই তরুতলে উপবেশন করে শ্রান্তি দুর করি, তৎপরে যাহা বিহিত হয় করা যাবে,—(মৌনে স্থিতি)

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী পরজ-বাহার।—তাল আড়াঠেকা।

জয় শঙ্কর ভৈরব ভোলা।
শিঙ্গা ডম্বুর করে গলে হাড়মালা॥
বৃষভ বাহন, পতিত পাবন,
ললাটে শোভিত শশী, কি উজ্জ্বল ভালা।
লম্ব জটাযুট শিরে, তাহে বেড়া ফণা ফিরে,
সুরধনী ধর শিরে, বামে গিরিবালা॥
করপুটে নিবেদন, করে দাসী ত্রিলোচন,
দুঃখ কর নিবারণ, ঘুচাহ বিরহ জ্বালা॥

(সচকিতে) হাঃ! এই জনশূন্য অটবীমধ্যে স্ত্রীকণ্ঠ সংমিলিত বীণা-ঝঙ্কার কোথা হতে নির্গত হচ্ছে? স্বরহিল্লোলে যেন অমৃত উৎপাদিত হচ্ছে,—আহা কি রমণীয়! সঙ্গীতকারিণীকে তো কখন মানবী বলে বোধ হয় না, অবশ্য অমর সম্ভুতা, ঐ সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ লালসায় আমার সমস্ত দেহ মন যেন ঐ দিকেই ধাবিত হচ্ছে,—বসন্ত সাময়িক স্বভাবের এমন অর্চ্চিচনীয় শোভা শুদ্ধ আমার যেন তিক্তময় বোধ হচ্ছে,—সম্মুখে যে দেবমন্দির দৃষ্ট হচ্ছে, ওরতো দ্বার বন্ধ রয়েছে, তবে কোথা হতে ঐ সুধাময় স্বর আস্‌ছে? কি করি? এস্থানে থেকে তো আর স্থির হতে পারি না,—আমার অদৃষ্টে যাই থাক্ আমি তো এই মন্দিরমধ্যে যাই দেখি কেহ আমাকে দ্বার উদ্ঘাটন করে কি না? (মন্দির দ্বারে অগ্রসর হইয়া স্বগতঃ) একি! মন্দির মধ্যে কি প্রজ্জ্বলিতানল শূলপানির মন্দির বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে

নাকি ? কি আশ্চর্য্য ! আজ আমি স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় অসম্ভাবিত ও অনিশ্চিত কত বিষয় সন্দর্শন করছি, তা অবক্তব্য ! কিন্নর মিথুনের অনুসরণে এসে কত প্রকার ভয়ঙ্কর ও সুদৃশ্য পদার্থ দৃষ্টি করলেম, তা বলা যায় না। চুম্বুকাকর্ষণে লৌহপিণ্ডের ন্যায়, সঙ্গীত ধ্বনির অনুসরণ করে মন্দির দ্বারে উপস্থিত হয়ে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়ন গোচর হলো ? সঙ্গীতকারিণীর তাপসী বেশ, পাশুপত ব্রতধারিণী নিরহঙ্কারা অমানুষাকৃতি ! এমন হিংস্রক জন্তু সমাকীর্ণ জনশূন্য অটবী মধ্যে একাকিনী বিরাজমানা ! পৃথিবীমণ্ডলে কি চঞ্চলা সৌদামিনীর লীলা মানসে অভিসার সম্ভব ? নতুবা ঈদৃশ তেজ ও রূপরাশি কুত্রাপি এক স্থানে সংযত দেখা যায় না। যাহাই হোক, আমি যেমন পথ ভ্রমে এই স্থানে এসেছি, তেমনি যদ্যপি এই কামিনীরত্ন কোন রূপ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভাবে আমার দৃষ্টি পথের বহির্ভূতা না হন, চন্দ্রপ্রভাশিখরে বা গগণমণ্ডলে আরোহণ করে সহসা আপনার অমানুষিক লাবণ্য না লুক্কায়িত করেন, তাহা হইলে আমি, উনি কি অভিপ্রায়ে এরূপ তরুণ বয়ক্রমে ইন্দ্রিয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তপস্বিনী হয়েছেন, তার কারণ অবশ্যই জান্‌ব। যাহা হউক, আমি কখনই ওঁর নিকট গমন করে ওঁর তপস্যার কোন প্রতিবন্ধকতা প্রদান করবো না।—উপযাচক হয়ে কোন বিষয় জান্‌তে ঔৎসুক্য প্রকাশ কর্‌বো না। দেখি উনি আমাকে অপরিচিত ও আগন্তুক দেখে সম্ভাষণ করেন কি না,—

(মন্দিরাভ্যন্তর হইতে মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহা। আপনি কে মহাশয় ? ত্বরায় আত্ম পরিচয় প্রদান করে চরিতার্থ করুন,—কিম্বা যদ্যপি বহুদূর পরিভ্রমণান্তর ক্লান্ত হয়ে থাকেন, তা হলে অগ্রে এই শীলাতলে উপবেশন করে শ্রান্তি

দূর করুন, তৎপরে পরিচয় প্রদানে কৃতার্থ করবেন, আসুন অগ্রে উপবেশন করুন।

(উভয়ের শিলাতলে উপবেশন)

চন্দ্রা। ভগবতি! জনশূন্য-ভীষণ-জীবনহন্তা জন্তুসঙ্কুল-পথবিহীন অটবীতে আমায় দৃষ্টিমাত্রে যখন এতদূর স্নেহ ভাষে পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, জগৎসংসার মধ্যে এমন নৃশংস দুরাত্মা কে আছে, যে আপনার এতাদৃশ প্রেমপূরিত বাক্যে মোহিত না হয়ে থাক্‌তে পারে? শূলপাণির অর্চ্চনা করে, অনশনে থেকে, আপনার শরীর সাতিশয় স্বেদসংযুক্ত হয়েছে, অগ্রে কিঞ্চিৎ আহার করুন, তৎপরে এ অধীনের পরিচয় গ্রহণ করবেন, এবং জিজ্ঞাসায় যদি কোন দোষ না না থাকে, তা হলে আপনার এতাদৃশ তরুণ বয়ক্রমে সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আমার ক্ষোভার্থ অন্তঃকরণ তৃপ্ত করবেন।

মহা। মহাশয়! পাশুপত ব্রতধারিণীর পক্ষে সামান্য বুভুক্ষা ক্লেশকর বা কষ্টদায়ক নহে। যাহা হউক, অগ্রে আত্ম পরিচয়ে আমায় চরিতার্থ করুন, তৎপরে আমার গ্রহণ করবেন।

চন্দ্রা। ভগবতি! উজ্জয়িনী সাম্রাজ্যের অধিপতি তারাপীড়ের আমিই একমাত্র সন্তান, আমার নাম চন্দ্রাপীড়। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে দিগ্বিজয় মানসে অসংখ্য সহচর ও সৈনিক সহকারে বহির্গত হই। স্কন্ধাবার হতে মৃগয়ার্থে আগুসার করে একটা কিন্নর মিথুন বন্দী করণের প্রত্যাশায়, এই নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করি। বহুবিধ পরিশ্রম করেও তাদের বন্দী করতে অক্ষম হয়ে ঐ সরোবরের তীরে উপস্থিত হই,—এস্থান আমার পরিচিত নহে, এ কারণ "কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়" হয়ে বিষাদ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন ছিলেম, এমন সময়ে আপ-

নার সুমধুর সঙ্গীত ও বীণাবাদন শ্রবণ করে, এই শূলপাণির মন্দির নিকটে আগমন করেছি, এইত আমার প্রকৃত পরিচয় দিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি করুন।

মহা। রাজকুমার! আত্ম-পরিচয় এমন সরল ভাবে প্রদান করেছ যে, তাতে আর কাহার অনুমাত্র সংশয় জন্মিতে পারে না। এতাদৃশ সরলতায় সাতিশয় পরিতোষ লাভ করেছি, যদ্যপি এ হতভাগিনীর পরিচয় শ্রবণ করবার বাঞ্ছা থাকে, তা হলে, ক্ষণকাল আমার এই আবরণ শূন্য আশ্রমে অবস্থান করুন, তৎপরে আমি ত্বরায় আগমন করে আপনকার তৃপ্তি সাধন করবো।

[মহাশ্বেতার প্রস্থান।

চন্দ্রা। (স্বগতঃ) যথার্থ, অদৃশ্য ভবিষ্যতের কি অসাধারণীয় মহিমা? যখন কিন্নর মিথুনের পশ্চাদানুসরণ করি, তখন জান্‌তেম না যে, এই বিজন অটবীমধ্যে দেব দেব শূলপাণির মন্দিরে এই দেবকন্যার সন্দর্শন লাভ করে জীবন ও মন পরিতৃপ্ত হবে। অগ্রে যদি কেহ একথা সূচনা কর্‌তো, তা হলে তাকে বাতুল বলে পরিগণিত করতেম। যাহা হউক, কন্যা প্রত্যাগমন করলে, তাঁর জীবন বৃত্তান্ত অবগত হয়ে, মনের ক্ষোভ পুর্ণ করি। (চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে) আহা! আজ কাল স্বভাব কি অত্যুৎকৃষ্ট রমণীয় শোভা-বিশিষ্ট হয়েছে? শীতের হিমানীর পর মার্ত্তণ্ড কিরণ ক্রমে উষ্ণতা ভাব ধারণ করাতে, তরুগণ চিরসখা প্রভাকরের পূর্ণ বল প্রাপ্তি দেখে, আহ্লাদে পুলকিত হয়ে, প্রত্যেক শুষ্ককাষ্ঠ হতেও নূতন কোমল সবুজ বর্ণের প্রবল ও শাখা বাহির করে, বন্ধুর মন সন্তোষার্থে উপহার স্বরূপ অঞ্জলি দিতেছে? প্রবাস হতে বহুদিনের পর প্রাণেশ্বর গৃহে প্রত্যাগমন করলে যেমন সরলচিত্ত ধর্ম্ম-পরায়ণা-সতী গৃহস্থ বধূ বাহু প্রসারণ

ও গদ্গদ বচনে স্বামী আলিঙ্গনে অগ্রবর্ত্তিনী হয়,—কোকিল অনেক দিন স্বরবদ্ধ থেকে বসন্তের সমাগম সন্দর্শন করে উচ্চরবে মাধবের শুভাগমন সূচনা করছে,—শারদীয়ার্চ্চনা সময়ে, বালক বালিকাগণ যেমন নববস্ত্র পরিধানান্তর প্রতিবাসী ও পারিষদগণকে আপনাদের পরিচ্ছদ প্রদর্শন কোরে সুখানুভব করে,—মলয়ানীল সেই রূপ উত্তরানীলের ক্ষয় দর্শন কোরে পুলকে পরিপুরিত হয়ে, সুশীতল সুগন্ধ বহনে সকলের চিত্তরঞ্জন করে, আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান কর্‌ছে,—উপবন ও সরোবর বনকুসুম সকল সাহ্লাদে বিকশিত হয়ে বিশ্বপিতার গুণানুবাদ প্রকাশার্থে খমার্গে আপনাদের সৌরভ বিক্ষিপ্ত কর্‌ছে, সমস্ত জগৎ একেবারে আনন্দে ঢল ঢল করছে, এমন সময় আর নাই।

রাগিণী বাহার-বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

সুখের বসন্ত ঋতু, উদিত হইল।
কিবা মনোহর ছাঁদে, স্বভাবেরে সাজাইল॥
মুঞ্জরিল তরু যত, ফুটে ফুল কত শত,
হেন শোভা সমাগত, কে কোথা হেরিল।
পরিমল লোভে অলি, আনন্দে পড়িছে ঢলি,
কোমল কমল কলি, বিকসিত হইল॥
কোকিল তমাল পরে, কুহুরবে প্রাণ হরে,
কুসুম আয়ুধ শরে, বিরহিনী আকুল॥

(ক্ষণ বিলম্বে) কৈ নবীন তাপসী যে এখন প্রত্যাগত হলেন না? তিনি কি আমার জন্য অন্যস্থানে গমন করেছেন?—না বনদেবী ক্ষণকাল আমায় মায়ায় ছলনা করে পুনর্ব্বার অন্তর্ধ্যান হলেন? না তা

কখনই হবে না,—তা হলে তিনি এতদুর আগ্রহ সহকারে আমার অভ্যর্থনার কারণ ব্যস্ত হবেন কেন? হায়!—

[আহারীয় ফল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া মহাশ্বেতার প্রবেশ।]

মহা। রাজকুমার! আমি সামান্যা তপস্বিনী, শীলাতল ও তরু-তল আমার আশ্রম ও সামান্য ফল জল আমার অভ্যর্থনার সম্বল, আমার সৌভাগ্য ক্রমে যেমন পথভ্রমে এই স্থানে আগমন করেছেন, তেমনি আমার অনুরোধ ক্রমে এই সমস্ত ফল গুলি আহার করে চরিতার্থ করুন।

চন্দ্রা। দেবি! আমার কারণে যে আপনাকে এতদূর অপরিসীম কষ্টে নিপতিত হতে হবে, তা স্বপ্নেও জ্ঞাত নই, তা হলে কখন একাল পর্য্যন্ত এস্থানে অবস্থিতি করতেম না। অনশনে থেকে দেবা-রাধনা করে, এত ক্লেশ পুর্ব্বক আপনি আমার কারণে এত উদ্বিগ্না কেন?

মহা। রাজকুমার! পাশুপত ব্রতাবলম্বিনী ইষ্টদেবারাধনায় থেকে, কখন কোন বুভুক্ষা জ্ঞান কর্‌তে পারে না, কিন্তু উজ্জয়িনী রাজকুমার কিন্নর মিথুনের অনুসরণে যোজনেক পথ ভ্রমণ করে অবশ্য ক্ষুধিত হতে পারে, তার কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আপনি যৎকালীন আমার নিকট আতিথ্য স্বীকার করেছেন, তখন আপনার অনাহারে থাকা, আমায় মহাপাপে কলুষিতা করা।

চন্দ্রা। দেবি! আপনার ইচ্ছা অটল ও আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, আমি অবশ্য আহার কর্‌বো, কিন্তু আপনি প্রতিশ্রুত হোন্ যে, আহা-রান্তে আত্ম-পরিচয় প্রদানে এ অধীনকে কৃতার্থ করবেন?

মহা। প্রতিশ্রুত হলেম, মনের দুঃখ অন্যের নিকট কীর্ত্তন কর্‌লে, শোকের অনেক লাঘব হয়।

(চন্দ্রাপীড়ের ফল জল আহার)

চন্দ্রা। দেবি! আপনি আহার করুন?

মহা। অবশ্য, অতিথি সেবনান্তে আমার আহারে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। (আহার)

চন্দ্রা। (ক্ষণ বিলম্বে) ভগবতি! তবে এ দাসের প্রতি কৃপা করে আপনার বিবরণ কীর্ত্তন করুন, আমার শ্রবণ লালসা সাতিশয় বৃদ্ধি হয়েছে।

মহা। রাজকুমার! এই হতভাগিণীর জীবন বৃত্তান্ত সাতিশয় দুয়াবহ ঘটনায় পরিপূর্ণ। যখন প্রতিশ্রুত হয়েছি, আর উপায়ান্তর নাই, শ্রবণ করুন। অমরপুরে যে অপ্সরা নামক এক জাতী আছে বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন, সেই অপ্সরাদিগের চতুর্দ্দশকুল, দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অরিষ্ঠার গন্ধর্ব্ব সম্মিলনে চিত্ররথের জন্ম হয়। দেবপ্রসাদে ঐ মহানুভব গন্ধর্ব্ব লোকের অধিপতি হয়ে ভারতবর্ষের উত্তরে হেমকুট পর্ব্বতে আধিপত্য করেন। গৌরী নামে এক সুরূপা অপ্সরা তাহার সহধর্ম্মিণী হয়,—বলিতে হৃদয় বিদারিত হয়, এই হতভাগিনী মহাশ্বেতা তাঁহাদের পরিণয় তরুর এক মাত্র ফল। পিতা মাতা ও অন্যান্য পরিজনবর্গের যে কতদূর আস্পদের পাত্রী ছিলাম তা অবক্তব্য। শৈশবকাল এইরূপ আহ্লাদ আমোদে বিগত করলেম। তৎপরে প্রভাতীয় প্রভাকরের রশ্মি দর্শনে যেমন সুকোমল কমল ত্বরায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, আমারও সেই রূপ নব যৌবনের উদয় হলো। একদা জননী ও অন্যান্য পরিজন সহকারে ঐ অচ্ছোদ সরোবরে স্নানার্থে আমরা এই স্থানে সকলে আসি,—পরিজনবর্গ অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, আমি একাকিনী চারিদিকে স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করলেম, এমন সময় পুণ্ডরিক

ও তৎসহচর দুইটী ঋষি কুমারের সহ সাক্ষাৎ লাভ হয়। রাজকুমার! সেই ক্ষণ হতে হতভাগিনী মহাশ্বেতার অদ্ভুত সুখ দুঃখের মূল রোপিত হয়। পুণ্ডরিক আমার সদালাপে সাতিশয় পরিতুষ্ট হয়ে আমায় একটী অত্যাশ্চর্য্য সৌগন্ধীয় পুষ্প প্রদান করে অনিচ্ছা ক্রমে অন্যত্রে গেলেন। তাঁর সন্দর্শনে আমার মন যে কিরূপ ভাবে পূর্ণ হয়েছিল, তা অবক্তব্য। তদ্দণ্ড হতেই তাঁর সমভিব্যাহারিণী হয়ে বনেং থাকি এই আমার বাসনা ছিল। তাঁরও ইচ্ছা ছিল না, যে আমায় পরিত্যাগ করে অন্যত্রে গমন করেন। কিন্তু বিধাতার লিখন অখণ্ডনীয়, আমি মাতৃ সহকারে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌লেম, কিন্তু শুদ্ধ জীবনশূন্য দেহ লয়ে, মন প্রাণ সমস্তই সেই ঋষিকুমার পুণ্ডরিকের নিকট রেখে গেলেম। প্রথম সন্দর্শনে পরস্পরের মনের কথা আর বলা হলো না, গৃহে প্রত্যাগতা হয়ে আর কণা মাত্র মনের সুখ নাই। পরিজনবর্গের সদালাপ, যেন কটূক্তি বোধ হতে লাগ্‌লো, সখীগণের সুমধুর সঙ্গীতালাপ বীণা-ঝঙ্কার যেন বজ্রপাত ঝঞ্ঝনার ন্যায় অশ্রাব্য হয়ে উঠ্‌লো,—দুগ্ধফেণনিভ-বকপক্ষ-সম শুভ্র সুকোমল শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ বোধ হতে আরম্ভ হলো,—শয়নে স্বপনে শুদ্ধ সেই ঋষিকুমারের মুখশ্রী ও অঙ্গ গঠন আর তাঁর সুধাময় বচন কর্ণে অহর্নিশি প্রতিধ্বনিত হতে আরম্ভ হলো,—সমস্ত জগত তিক্তময়, কিরূপে সেই প্রিয়তমের সহ পুনঃ সাক্ষাৎ হবে এই চিন্তা,—কি সুযোগে সেই সুমধুর বচন শ্রবণ করে পুনর্ব্বার কর্ণ শীতল কর্‌বো, এই ভাবনাতেই আহার নিদ্রা সমস্ত পরিত্যাগ কর্‌লেম।—

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

যে অবধি সে বদন, হেরেছে এ নয়ন।
দেখিবারে আর কারে, নাহি হয় উন্মোচন॥
সমস্ত জগত ময়, তিক্তময় বোধ হয়,
তাপিত হৃদয় যেন, সদা উচাটন।
শয়নে স্বপনে, সেই রূপ পড়ে মনে,
সেই হাসি সেই কথা, হৃদে জাগে অনুক্ষণ॥

এইরূপ প্রকারে কিছুদিন বিগত হলো,—তার পর একদিন দেখ্‌লেম, সেই প্রাণেশ্বরের প্রিয় সহচর কপিঞ্জল আমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। সসব্যস্তে তাঁর অভ্যর্থনা করে নাথের কুশল জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি সবিস্তার উত্তর কর্‌লেন যে, "বালে! যদ্যপি ব্রহ্মহত্যা পাপে আপনার আত্মাকে কলুষিত কর্‌তে না চাও, তা হলে ত্বরায় অচ্ছোদ সরোবরের সন্নিদ্ধ শূলপাণির মন্দিরে এখন চল,তোমার বিরহে আমার প্রিয় বয়স্য পুণ্ডরিকের আসন্ন কাল উপস্থিত।—জানিনা, এতক্ষণ তিনি কেমন আছেন। আমি চল্লেম, তোমার যা উচিত হয় করো।" এই মাত্র বলে তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন। অন্ধকারে পাদক্ষেপ কর্‌বামাত্র অহীদংশনে যেমন একেবারে স্তম্ভিত হতে হয়, প্রাণেশ্বরের, আমার বিরহে, এইরূপ দুর্দ্দশা শ্রবণ করে, আমার তদনুরূপ গতি হলো। বাতাহতা কোমল লতিকার ন্যায় একেবারে সংজ্ঞাশূন্যা হয়ে ভূতলে পতিতা হলেম,—কতক্ষণ সেরূপ অবস্থায় ছিলাম জানিনা, সখীগণের প্রযত্নে প্রাণ প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধ আমার প্রিয়সঙ্গিনী তরলিকাকে "অচ্ছোদ-সন্নিদ্ধ-দেবমন্দিরে" এই মাত্র বলে উন্মাদিনীর ন্যায় বাটী হতে বহিষ্কৃতা হলেম, কোন দিগ দিয়ে কিরূপে

ক্ষত চরণে এতদূর এসেছিলেম জানিনা, কিন্তু যখন নৈশ গগণে, " হা দুশ্চারিণী-ব্রহ্মহত্যাকারিণী চণ্ডালিনী মহাশ্বেতা !" শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো, তখন আমার সমস্ত বিষয় পুনর্ব্বার স্মৃতিপথারূঢ় হলো,—

চন্দ্রা। কেন আপনার সহচরী কি আপনার সহ আসে নাই, আপনি এতদূর একাকিনী এসেছিলেন ?

মহা। রাজকুমার ! আমি উন্মাদিনী হয়ে, যেরূপ প্রকারে এসেছিলেম, বোধ করি পবনদেব, স্বয়ংও সেরূপ পারেন না। যা হোক, আমায় প্রতিবন্ধকতা দেবেন না, তা হলে আমি আর সে সকল বর্ণন কর্‌তে সমর্থা হবো না।

চন্দ্রা। দেবি ! অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আর কোন প্রতিবন্ধকতা দিব না, তার পর কি হলো বলুন।

মহা। তার পর ঐরূপ আর্ত্তনাদ শব্দ, অন্ধের ন্যায়, অনুসরণ করে একটী পত্রকুটীরে উপস্থিত হলেম। আমার প্রবেশ মাত্র কপিঞ্জল গাত্রোত্থান করে " মহাশ্বেতে ! তোমার কারণে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বয়স্যের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে।" এই মাত্র বলে গৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে যদৃচ্ছাক্রমে অশ্রু পতন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। আমি শায়িত প্রাণেশ্বরের পদ ধারণ করে দেখি না, তাঁর সমস্ত অঙ্গ শীতল, প্রাণবায়ু বহুক্ষণ বহির্গত হয়েছে ! তার পর আমার কিরূপ দুর্দ্দশা সম্ভব্য, আপনি বিবেচনা করুন। (ক্রন্দন)

চন্দ্রা। দেবি ! আমি যদি অগ্রে জান্‌তেম যে, এই বিষয়ের শেষাঙ্ক এতদূর ভীষণ ও দুঃখজনক, তা হলে কখনই আপনাকে এ অনুরোধ কর্‌তেম না। কিন্তু এক্ষণে আপনার এরূপ তপস্যাবলম্বনের কারণ কি ?

মহা। রাজকুমার! আমি ও কপিঞ্জল উভয়ে নীরবে পুণ্ডরিকের দেহ অঙ্কে লয়ে আছি, এমন সময় একটী দেবপুরুষের ন্যায় ব্যক্তি সহসা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণকান্তের মৃতদেহ, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে, “ মহাশ্বেতা! ভয় নাই, তোমার মনোহর পুনর্ব্বার প্রাণ প্রাপ্ত হবে, মহাদেবের আরাধনা কর ” এই বলে স্বর্গে আরোহণ কর্‌লেন। কপিঞ্জল, “ রে দুরাত্মন্! তুই আমার বয়স্যকে কোথা লয়ে যাস্ ” এই কথা বল্‌তে বল্‌তে আকাশমার্গে বিলীন হয়ে গেলেন, সেই পর্য্যন্ত তিনিও আর প্রত্যাগমন করেন নাই।

চন্দ্রা। আপনাকে সেই অবস্থায় নিক্ষেপ করে কপিঞ্জল আর প্রত্যাগত হলেন না? অবশ্য এর কোন রহস্য আছে। দেবি! তার পর আপনি কি কল্লেন?

মহা। তার পর তরলিকা প্রত্যাগত হলে আমি সমস্ত পিতা মাতার কর্ণগোচর করে, তাঁদের অনুমতি গ্রহণ ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়ে, সেই দেবপুরুষের আজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌ছি। যত কাল নাথ না প্রত্যাগত হন, ততকাল এইরূপে থাক্‌বো। তার পর নৈরাশ হই তো অনলে বা সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক এই পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করে, সমস্ত দুঃখ ও শোকের পরিশেষ কর্‌বো, সংসারের সুখ পুণ্ডরীক বিহনে আর আমার অদৃষ্টে নাই।

চন্দ্রা। ভগবতি! যদি আপনার সহচরী তরলিকা এখানে এসেছিল, কিন্তু আমি তো এসে অবধি আপনাকে শুদ্ধ একাকিনীই দেখিতেছি, সে তরলিকা কোথায়?

মহা। রাজকুমার! এই জগৎ সংসার মধ্যে আমার আর একটী প্রণয় ও স্নেহের পাত্রী আছে, সেটী আপনাকে বলিতে বিস্মৃতা হয়েছিলেম, আমার সেই প্রেম ও স্নেহভাজন পাত্রী গন্ধর্ব্ব-কুল-সম্ভূতা মদিরা

দুহিতা কাদম্বরী। বাল্যকালাবধি একত্রে শয়ন, ভোজন, ক্রীড়া ও কৌতুকে আমাদের পরস্পরে কেমন একটী অভেদ্য স্নেহভাব জন্মেছে তা আর বক্তব্য নয়। আমার এইরূপ অবস্থা সন্দর্শনে কাদম্বরীও প্রতিজ্ঞা করেছে যে, "প্রিয়সখী মহাশ্বেতার যতকাল কৌমারী-ব্রত না উজ্জাপন হয়, ততকাল তিনিও তদনুরূপ অবস্থায় থাক্‌বেন।" এই সকল কথা শ্রবণ করে সখীর পিতা মাতা আমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। আমি তরলিকা দ্বারা তাহাকে অনেক সান্তনা বাক্যে প্রবোধ দিয়ে, পিতা মাতার আজ্ঞা প্রতিপালনে মনোযোগিনী হতে অনুরোধ করেছি। তরলিকাও গন্ধর্ব্ব রাজধানীতে যাত্রা করেছেন, এমন সময় আপনি এস্থানে উপস্থিত হয়েছেন।

চন্দ্রা। ভগবতি! বোধ হয় যেন একটী যুবা সহকারে কোন নবীনা রমণী এই দিকে আসিতেছেন।

মহা। তবে বোধ হয় তরলিকাই আস্‌ছে।

(কেয়ূরক সহকারে তরলিকার প্রবেশ)

উভয়ে। দেবি! প্রণাম হই।

মহা। দীর্ঘায়ুভব। কেয়ূরক! ঐ শীলাতলে উপবিষ্ট হও, তরলিকা! আমার প্রিয়সখী কাদম্বরী কুশলে আছে তো?

উভয়ে। হাঁ দেবি! হেমকূটের সমস্ত মঙ্গল।

মহা। কাদম্বরী আমার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে কি বল্লেন? মাতা পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মতা আছেন তো?

তর। দেবি! তিনি আপনার বাক্য শ্রবণে, যদৃচ্ছা অশ্রু বিসর্জ্জন করে সাতিশয় দুঃখিতা হয়েছেন এবং আর আর যাহা বক্তব্য তাহা এই কেয়ূরকের দ্বারা বলে পাঠিয়েছেন।

মহা। কেয়ূরক! তোমার ভর্ত্তৃদারিকে আমার নিকট কি সংবাদ প্রেরণ করেছেন, ব্যক্ত কর। তরলিকা সংবাদদাতার ভার তোমার উপর অর্পণ কর্‌ছে শ্রবণ কর্‌লে তো,—বিলম্ব অনাবশ্যক, শীঘ্র প্রিয়-সখীর মনোভাব ব্যক্ত করে আমার ক্ষোভ দূর কর।

কেয়ূ। দেবি! তরলিকা-প্রমুখাৎ তিনি আপনার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে, যৎপরোনাস্তি বিষাদিতা হয়ে এই বলেছেন যে, "আমি চিরকাল প্রিয়সখীর সুখ দুঃখভাগিনী, কিন্তু এক্ষণে তিনি কি জন্য আমায় পর কর্‌তে চান্? তিনি যখন তাপসীবেশ ধারণ করে বনে আছেন, তখন কাদম্বরীর সুখ বা সন্তোষসাগরে নিমগ্না হওয়া কি সম্ভব? তিনি কি আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত নন? তাই এরূপ অপ্রিয় বচন বলে, আমায় পরিতাপিত কল্লেন? কেয়ূরক! তুমি যাও এবং আমার প্রতি প্রিয়সখীর কি জন্য এতাদৃশ অশ্রদ্ধা জন্মেছে, জেনে এসো। আমি তাঁর অপ্রিয় ভাজন হয়ে জীবন ধারণ কর্‌তে চাই না।" তা দেবি! ভর্ত্তৃদারিকে আমায় এই সকল কথা বলে তর-লিকার সহ প্রেরণ করেছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করুন।

মহা। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) কেয়ূরক! প্রিয়সঙ্গিনী যখন আমার প্রবোধ বাক্যে এতদূর দুঃখান্বিতা হয়েছেন, তখন আমায় হেম-কূটে অবশ্য একবার যেতে হবে, তুমি এই স্থানে রজনী বিশ্রাম কর, তৎপরে কল্য প্রত্যুষে সকলে একত্রে যাব।

কেয়ূ। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[কেয়ূরকের প্রস্থান

মহা। তরলিকে! যাও দেখ কেয়ূরকের কোন প্রকারে অনুমাত্র আশ্রমে পীড়া না হয়।

তর। যে আজ্ঞা দেবী।

[তরলিকার প্রস্থান।

মহা। রাজকুমার! যদ্যপি কোন বিশেষ প্রয়োজন না থাকে, তা হলে চলুন কল্য পরম রমণীয় হেমকূট গন্ধর্ব্ব রাজধানী সন্দর্শন করে আস্‌বেন,—আর আমার প্রিয়সখী কাদম্বরীরও পরিচিত হবেন। তিনি কতদূর সরলস্বভাবা রূপবতী ললনা, তা সন্দর্শন কর্‌লেই দেখ্‌বেন।

চন্দ্রা। দেবি! আপনার কথা এতদূর মোহনীয় ও সুধাময় যে, কখনই আপনার আজ্ঞা বা অনুরোধ অবজ্ঞা করা কারও সাধ্য নয়।

মহা। আচ্ছা—তবে আসুন, নিশাকালের কারণ বিশ্রাম কর্‌বেন।

চন্দ্রা। চলুন, আপনি অগ্রবর্ত্তিনী হউন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।

হেমকূট, গন্ধর্ব্ব নগরীয় রাজপ্রাসাদ,—অন্তঃপুর।

কাদম্বরী ও অন্যান্য সখীগণ আসীনা।

(নেপথ্যে কোমল বাদ্য ও গীত)

রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

না হেরে নয়নে তারে, কেন দিলাম প্রাণ মন।
সেবা কোথা, আমি কোথা, কেন মন উচাটন॥
অবলা সরলা বালা, না জানি কপট ছলা,
ঘটিল বিষম জ্বালা, বুঝি হারাই এ জীবন।
নব অনুরাগ ভরে, নিজ মন দিলাম পরে,
না জানি কি হবে পরে, কপালে ঘটন॥

জনেক সখী। দেবি! আপনি এই কয়েক দিবস আরো বিষণ্ণা হয়েছেন কেন? তরলিকা প্রমুখাৎ দেবী মহাশ্বেতার সংবাদ শ্রুত পর্য্যন্ত যেন আপনি আরো হুতাশ সাগরে নিমগ্না হয়েছেন, কেন এর কারণ কি?

কাদ। সঙ্গিনীগণ! যাদের ভালবাসা যায়, তাদের সুখভাগিনী করাই উচিত, দুঃখভাগিনী করা কখন অভিপ্রেত নহে,—তা তরলি-কাকে প্রিয়সখী মহাশ্বেতা আমার যে সকল কথা বলে পাঠিয়েছেন, তচ্ছ্রবণে আমার এক প্রকার মহা শোকোৎপন্ন হয়েছে। যার দুঃখে দুঃখান্বিতা হয়ে, আমি সমস্ত ঐহিক সুখাস্বাদে বিরতা হয়েছি, সেই

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়সঙ্গিনী আমায় পর জ্ঞান করে পরিণয় কর্‌তে অনুজ্ঞা করেছেন! হাঃ! এই যে কেয়ূরক! কি সংবাদ?

(কেয়ূরকের প্রবেশ)

কেয়ূ। ভর্ত্তৃদারিকে! সর্ব্বে কুশলময়, দেবী মহাশ্বেতা মৎপ্রমুখাৎ সমস্ত কথা শুনে সাতিশয় দুঃখিতা হয়েছেন, এবং আপনার সহ সন্দর্শনার্থ, উজ্জয়িনী রাজকুমার সহ, আগতপ্রায়, আমি শুদ্ধ আপনাকে সংবাদ দিবার কারণ অগ্রবর্ত্তী হয়ে এসেছি।

কাদ। তবে আমার কথায় প্রিয়সখীর হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে? কিন্তু তুমি যে কোন রাজকুমারের নাম উল্লেখ কর্‌লে?

কেয়ূ। তরলিকা সহকারে অটবীতে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, দেবী, এক জন পরম রূপবান্ যুবা পুরুষের সহ, উপবেশন করে নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত আছেন। আপনার সৌহার্দ্য কথা শ্রবণ করে, সেই যুবা সাতিশয় আহ্লাদিত হলেন এবং দেবী মহাশ্বেতার সহ আপনার অভেদ্য সখ্যতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা কর্‌লেন,—যথার্থ দেবি! বহু প্রকার রূপবান দেখেছি, কিন্তু দেবীর সহচরের ন্যায় সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিত, কাম-বিনিন্দিত যুবা ত্রিভুবনে দৃষ্টি করি নাই।

কাদ। (অন্যমনে) "আমার সখ্যতার প্রশংসা করেছেন,—এমন রূপবান ত্রিভুবনে নাই"—একি! তাঁর নাম শ্রবণ করামাত্রেই যে আমার মন কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাবে, তাঁর দিকে ধাবিত হলো কেন? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখীর সহ তাঁর সাতিশয় নৈকট্য, অথচ তাঁর মুখে একবার তাঁর কথা শুনি নাই। (প্রকাশ্যে) কেয়ূরক! যুবা রাজকুমারকে তুমি আর কখন দেখ নাই, তিনি শুদ্ধ কি প্রিয়সখীর সমভিব্যাহারে আমাদের এখানে আস্‌ছেন?

কেয়ু। হাঁ—ভগবতী মহাশ্বেতা তাঁকে অনুরোধ করায়, তিনি এখানে তাঁর সমভিব্যাহারে আস্‌ছেন, বোধ করি তাঁরা আগতপ্রায় আমি দেখি।

[কেয়ূরকের প্রস্থান।

কাদ। (স্বগতঃ) তাইতো, অপরিচিতের কথা শ্রুতমাত্র আমি এমন হলেম কেন? আমি যদ্যপিও তাঁর রূপ বা গুণ কিছুমাত্র পরিচিতা নহি, তত্রাচ আমার বিষম প্রতিজ্ঞা যেন তাঁর শুভাগমন শ্রবণ করে, প্রভাকরের উদয়ে নিশা তিমির-রাশির ন্যায়, অন্তর্ধ্যান হয়ে যাচ্ছে।

জনেক সখী। দেবি! আপনা আপনি কি বল্‌ছেন,—একটী পরম রূপবান যুবা সহকারে ভগবতী মহাশ্বেতা আপনার পুরী প্রবেশ করেছেন।

কাদ। (সচকিতে) কৈ? এই যে, এসো২ প্রাণসঙ্গিনী এসো, একবার আলিঙ্গন করি।

(চন্দ্রাপীড় সহকারে মহাশ্বেতার প্রবেশ)

মহা। এসো সখি এসো, একবার তোমার শরৎসুধাকর-বিনিন্দিত মুখচন্দ্র সন্দর্শন করে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

কাদ। এসো সই, এই পালঙ্কে বসো।

মহা। অগ্রে উজ্জয়িনী রাজকুমারকে আহ্বান কর, আমি তো তোমারই।

কাদ। (সলাজে) মহাশয়! আমার পরম সৌভাগ্য যে, প্রিয়-সখীর প্রসাদে আপনার সন্দর্শন, বিনা কষ্টে লাভ কল্লেম, অনুগত জ্ঞানে সিংহাসন পরিগ্রহণ করে চরিতার্থ করুন।

চন্দ্রা। (আসন পরিগ্রহণান্তর স্বগতঃ) আ মরি-মরি! কি সু-রমণীয় কামিনী রত্ন! সন্দর্শন করে নয়ন যুগল সার্থক হলো, বিধাতার যে এতদূর নির্ম্মাণ কৌশল, তা আগে জ্ঞাত ছিলেম না,—কিন্তু এতাদৃশ সংযত রূপলাবণ্য মধুরিমা দেখে সে ভ্রম অন্তর্হত হলো। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি এমন লোচনানন্দদায়িকা কামিনীরত্ন সৃজন কর্‌তে, কি দ্রব্য ব্যবহার করেছেন? মৃত্তিকা গঠন তো কদাচ এরূপ নয়? কি আশ্চর্য্য! যত দেখি, ক্ষোভ আর পূর্ণ হয় না, একবার দর্শনেই যেন মন প্রাণ সমস্ত ওঁর প্রণয়শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে, ছাড়াবার আর উপায়ান্তর নাই। আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত যে কত পুণ্য ছিল, তাই এমন ললনার সন্দর্শন লাভ হলো।

মহা। দেখ সই! প্রজাপতির কি সুচারু নির্ম্মাণ কৌশল! এত রূপরাশি একত্রে সংযত হওয়া সর্ব্বদা ঘটে না। উজ্জয়িনী-রাজকুমার কিন্নর-মিথুন অনুসরণে এসে, আমার মন নয়ন হরণ করেছেন, সেই জন্য তোমার নিকট দণ্ডিত কর্‌তে এনেছি।

কাদ। সখি! আজ তোমাকে পরিহাস প্রিয় দেখে, যে আমি কতদূর আহ্লাদিত হলেম, তা বল্‌তে পারি না, ইচ্ছা করি যেন এই ভাব ত্বরায় চিরস্থায়ী হয়,—যাহোক তাম্বূল গ্রহণ কর।

মহা। উজ্জয়িনী যুবরাজ আগন্তুক, অগ্রে ওঁকে দাও, তার পর আমরা লব।

কাদ। (একান্তে) সখি! আমার বড় লজ্জা হচ্ছে, তুমি দাও।

মহা। সেকি? অতিথি সৎকারে প্রতিনিধি দেওয়া চলে না।

কাদ। আচ্ছা ভাই। (অধোমুখে কর প্রসারিত করিয়া তাম্বূল বিনিময়ে আপনার কর প্রদান।)

মহা। ওকি সই? "গাছে না উঠ্‌তেই এক কাদি" পান দিতে গিয়ে যে একেবারে সমস্ত দিচ্ছো?

কাদ। (সলাজে) আমি তো ভাই তখনি বলেছি যে, আমি পার্‌বো না, তবু তোমার জেদ।

(জনেক কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। দেবী মহাশ্বেতে! মহারাজ ও রাণী আপনাকে দেখ্‌বার নিমিত্ত সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েছেন, আসুন আমার সহকারে তথায় চলুন।

মহা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি! আমি আসি, দেখো রাজকুমারকে এসে যেন ফিরে পাই।

কাদ। কেন, আমি কি গোবাঘা, যে ধরে খেয়ে ফেল্‌বো?

মহা। না তা নয়, ও চক্ষের কটাক্ষে জগত মোহ যায়, তা রাজকুমার কি বাদ?

[কঞ্চুকী সহ মহাশ্বেতার প্রস্থান।

কাদ। (লজ্জিতা ভাবে) রাজকুমার! যখন সানুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের এই গন্ধর্ব্ব নগরীতে পদার্পণ করেছেন, তখন যে শীঘ্র আপনাকে আমাদের পরিত্যাগ কর্‌তে দিব তা কখনই না। অতএব এক্ষণে একবার (জনেক সহচরীর প্রতি) ললনে! আমার প্রাসাদসন্নিদ্ধ প্রমোদ বনে ক্রীড়া পর্ব্বতপ্রস্থ মধ্যে মণিমন্দিরে রাজকুমারকে লয়ে যাও, ইনি তথায় অবস্থান করে, স্বচ্ছন্দে সমস্ত নগরী অবলীলাক্রমে সন্দর্শন কর্‌তে সক্ষম হবেন, আর পঞ্চকন্যা এঁর সেবায় নিযুক্ত হও গে।

চন্দ্রা। গন্ধর্ব্ব--রাজকুমারি! আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অনেক

তপস্যার ফল ছিল, তাই আপনার সঙ্গিনী ও আপনার সন্দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি,—প্রভাকর অস্তমিত হলে যেমন সমস্ত ধরাধাম ভীষণ অন্ধকারে আবৃত হয়ে করাল মূর্ত্তি ধারণ করে জগতবাসিদের ভয় প্রদর্শন করে, আপনাদের বিহনে আমারও তদনুরূপ গতি হবে, যদ্যপি আমার নিয়োজিত আবাসে আপনি পদার্পণ করেন, তা হলেই আমি তথায় যাই, নতুবা অনশনে এই স্থানে থাক্‌বো, তত্রাচ কোন ক্রমেই আপনার দৃষ্টি বহির্ভাগে যাব না।

কাদ। মহাভাগ! আমাদের সহবাস যদ্যপি আপনার এতাদৃশ বাঞ্ছনীয় হয়, তা হলে আপনি কখনই তাহাতে বঞ্চিত হবেন না। আমার গৃহে যখন আপনি অতিথি হয়েছেন, তখন কোন বিষয়ের কারণই আপনাকে বেদনা পেতে হবে না, আপনি সখীগণ সমভিব্যাহারে যান, প্রিয়সখী প্রত্যাগতা হলে আমরা আপনার মন্দিরে যাব।

চন্দ্রা। এতাদৃশ সানুগ্রহে আমিও কৃতকৃতার্থ হবো। এসো সখিগণ! আমায় কোথা নে যাবে চল।

কতিপয় সখী। রাজকুমার! আমাদের পশ্চাতে আসুন।

[সখীগণ সহ চন্দ্রাপীড়ের প্রস্থান।

কাদ। (বক্ষে হস্ত দিয়া) হৃদয়! তুমি আজ এমন হলে কেন? তোমার কি এ সময়ে এরূপ হওয়া উচিত? তুমি না সর্ব্ব গুরুজন সমক্ষে প্রতিশ্রুত হয়েছ যে, যতকাল মহাশ্বেতা বৈধব্য যন্ত্রণা হতে না বিমুক্তা হন, তত দিন আর তুমি অলীক সাংসারিক সুখ বাসনা কর্‌বে না? তবে অপরিচিত রাজকুমারকে দেখে এমন চিত্ত বিকৃত হলো কেন? তোমার এরূপ ভাব দর্শনে অন্যে কি বল্‌বে? প্রিয়সখীই বা কি ভাববেন? ছি! ছি! অবলা কুলকামিনীর এতদূর

চপলতা প্রকাশ করা উচিত না। আগন্তুক কি প্রকার লোক, তাঁর স্বভাব কিরূপ, এ সকল কিছু মাত্র বিবেচনা না করে একেবারে তাঁর জন্যে আকুল হলে? ইস্! একি হলো, তাঁর বিরহে আমি যে সমস্ত তিমিরময় দেখ্‌ছি,—না, এ যন্ত্রণা সহ্য হলো না, গৃহ বহির্ভাগে গমন করি, এস্থান সাতিশয় উষ্ণ বোধ হচ্ছে।

রাগিণী টোড়ি।—তাল কাওয়ালি।

অবোধের প্রায় কেন মন।
না বুঝে না জেনে তাঁরে, সপিলে যৌবন॥
এত যে কয়েছ কথা, সব কি হইল বৃথা,
সরম ভরম তব, হলো কি এখন।
ছি ছি মন ধিক তোরে, কেন গেলে পর করে,
জান না পরের করে, হতে হবে জ্বালাতন॥

[কাদম্বরীর প্রস্থান।
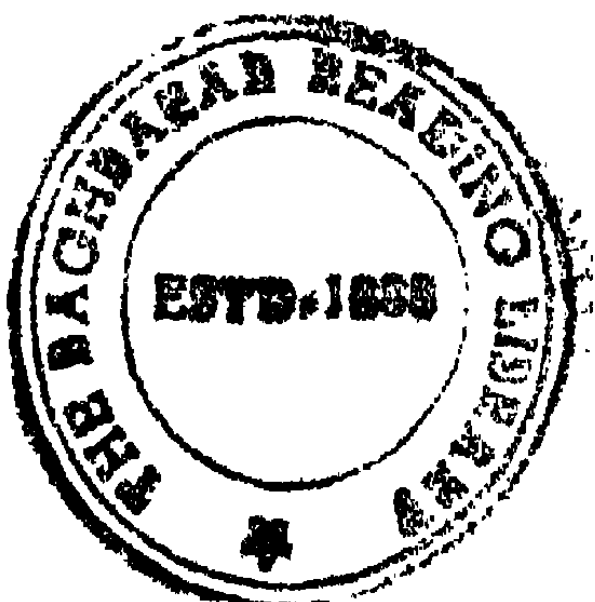
দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।

উজ্জয়িনী,—রাজবাটী—অন্তঃপুর।

(বিলাসবতী ও তারাপীড় আসীন)

বিলা। মহারাজ! আমি অবলা, আমায় এত কেমন করে সহ্য হবে? চন্দ্রাপীড় আমার কত দুঃখের ধন, তা মনে করে দেখুন দেখি, কত যাগ যজ্ঞ হোম তপস্যা, অতিথি শুশ্রূষা প্রভৃতি নানা প্রকার পুণ্যাহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ঐ হৃদয় রতনকে প্রাপ্ত হয়েছি। আপনি স্বচ্ছন্দে কি না সেই আঁখি তারাকে দিগ্বিজয় কর্‌তে পাঠালেন। এইটে কি বাপের কায? দশ মাস দশ দিন যদি উদরে ধারণ কর্‌তে হতো, তা হলে আর কখনই এমন নৃশংস কায কর্‌তে পার্‌তেন না। প্রাণাধিক পুত্রের বিরহে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মরণ শ্রেয়স্কর।

তারা। মহিষি! তুমি স্নেহবশে আত্ম-বিস্মৃতা, তাই এরূপ আমার উপর মিথ্যা অনুযোগ কচ্ছো। আমি তো তোমার চিত্ত চঞ্চলতা দেখেই বিগত কল্য পুত্রের রাজধানীতে প্রত্যাগমনের কারণ স্কন্ধাবারে লোক প্রেরণ করেছি, তিনি আমার পত্র প্রাপ্ত মাত্রেই বোধ হয় সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করেও আস্‌বেন, তার সংশয় নাই।

বিলা। মহারাজ! নিদাঘে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে তাপিত হয়ে জীবমাত্রেই, করুণস্বরে জলদের বর্ষণ কামনা করে, কিন্তু বর্ষণ হলে আর সে শ্রদ্ধা থাকে না। যখন অপুত্রক ছিলেন, তখন দিবারাত্র চক্ষের জলে অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু এক্ষণে আর সন্তানের প্রতি তদনুরূপ মমতা নাই।

তারা। রাজ্ঞি! তোমার এ কথায় আর আমি কি উত্তর দেব, চন্দ্রাপীড় যে আমার কত আদরের ধন, তা অবক্তব্য। তবে কি না রাজা মাত্রেরই অগ্রে আপনার বৈদেশীয় শাসন, যুদ্ধ, সন্ধি, বিগ্রহ এ সমস্ত জানা উচিত, নতুবা, তিনি কখন সুশৃংখল রূপে রাজ্য কর্‌তে সক্ষম হন না। সেই জন্য আমি বৎসকে বিদেশ পরিভ্রমণে অনুমতি দিয়েছি, নতুবা——

(রাজমন্ত্রী শুকনাশের প্রবেশ)

হাঃ মন্ত্রিবর!

শুক। হাঁ মহারাজ! বৎসগণের অদ্যাপি সাম্রাজ্যে না প্রত্যাগত হওয়ায় মনোরমা সাতিশয় চিন্তাকুলা হয়েছে, সেই জন্য আপনার নিকট এলেম। আপনি যে পত্রবাহক যুবরাজের নিকট প্রেরণ করে-ছেন, সে দূত রাজ্যে প্রত্যাগমন করেছে কি না?

বিলা। মন্ত্রি! মনোরমা বুঝি ঐ আস্‌ছে। এসো২ সখী এসো,—

(মনোরমার প্রবেশ)

কেন সই! এত মলিনা কেন? সুবিমল মুখকান্তি যেন অস্বাভাবিক মলিনা হয়েছে।

মনো। রাজমহিষি! আজ কয়েক মাস হলো, বৎসগণ যে দি-গ্বিজয়ে যাত্রা করেছে, অদ্যাপি তাঁদের কোন সুসমাচার পাই নাই। দিবানিশি ভেবে ভেবে যেন উন্মাদিনী হবার লক্ষণ হয়েছে, সেই

জন্য মহারাজের নিকট জান্‌তে এলেম যে, তাঁরা কোথায় আছেন ?

বিলা। আমিও ভাই ঐ বিষয় নিয়ে ঝগ্‌ড়া কর্‌ছিলেম,—উনি বলেন কি না বিদেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, যুদ্ধ, সন্ধি, শাসন-প্রণালী না দেখ্‌লে রাজপুত্রগণ সুচারুরূপে রাজ্য কর্‌তে পারে না, সেই জন্য তাদের অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়েছেন।

শুক। মহারাজ অতি বিহিত উত্তর দিয়েছেন, অল্প দিবস পরে তাদের রাজ্যভার গ্রহণ করে প্রজাগণের মনস্তুষ্টি কর্‌তে হবে, অজ্ঞ হলে কখনই সে কঠিন কার্য্য সাধিত হবে না। কিন্তু বিবিধ রাজ নগরী পরিভ্রমণ কর্‌লে, সে অজ্ঞতা দূরীকৃত হবে, এবং তা হলে তারা সুচারু রূপে রাজ্য-শাসন ও পালন করে রাজকুলের অক্ষয় যশোকীর্ত্তি বৃদ্ধি করে সকলের নিকট আদরণীয় হবেন,—

তারা। শুকনাশ! রাজ্যে কে প্রবেশ কর্‌লে যে বন্দর ঘাটে তুরীধ্বনি হলো ? দেখ দেখি যে চন্দ্রাপীড় এলো কি না।

শুক। আচ্ছা মহারাজ,—আমি দেখ্‌ছি।

[শুকনাশের প্রস্থান।

বিলা। মনোরমা! এসো আমরা মা ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমাদের বৎসগণ রাজ্যে এসে থাকে,—

মনো। সখি! মা কালীর মনে যা আছে, তাই হবে, আমাদের সমস্ত অন্য চেষ্টা বিফল। দেখা যাক, প্রাণনাথ তো অগ্রসর হয়ে গেছেন।

তারা। মহিষি! স্থির হও, ঐ কুমার আস্‌ছে,—আহা, ইন্দ্রায়ুধ পৃষ্ঠে বৎসের কি শোভা হয়েছে!

(চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ)

চন্দ্রা। পিতঃ! প্রণাম হই। জননি! আশীর্ব্বাদ করুন,—হা, সখা-জননি! নমস্কার,—আপনার পুত্র উত্তম কুশলে আছেন, বিশেষ কার্য্যকারণে তাঁকে পথিমধ্যে স্কন্ধাবার রক্ষার্থে রেখে এসেছি।

মনো। বৎস! তোমাদের সংবাদ না পেয়ে আমরা উৎকণ্ঠিতা হয়েছিলেম, এখন তোমার মুখের কথা শুনে, আমাদের সে সমস্ত চিন্তা দূর হলো। তোমার সহ বৈশম্পায়ন থাক্‌বে, তার আবার কথা কি? যা হোক, সখি! তবে এক্ষণে স্বগৃহে যাই।

[মনোরমার প্রস্থান।

তারা। বৎস! তোমার প্রত্যাগমনে আমি সাতিশয় পরিতোষ লাভ করেছি। তোমার জননী, তোমার জন্য সাতিশয় কাতরা ছিলেন, সেই জন্য আমি ঐরূপ পত্র প্রেরণ করেছিলেম।

চন্দ্রা। পিতঃ! আপনি অতিশয় বিহিত কার্য্য করেছেন,—জননী আমার জন্য যে এক দিনও মনোকষ্ট পাবেন, এমন ইচ্ছা আমার যেন কদাচ না হয়। (বিলাসবতীর নিকট উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ মা! আমি কি তোমার অবাধ্য বা স্বেচ্ছাচারী, তাই আমার জন্য এত ভাবনা? বিদেশীয় আচার ব্যবহার না দেখ্‌লে শাসন প্রণালীতে ব্যুৎপত্তি জন্মে না, সেই জন্য আমি এত বিলম্ব করেছি, নতুবা কোন্ দিন আস্‌তেম।

বিলা। বাবা চন্দ্রাপীড়! আমি যে তোমায় সর্ব্বদা নিকটে রাখ্‌তে কেন এত আগ্রহতা প্রকাশ করি, তা তোমায় কি ক'রে বল্‌বো। (মুখ চুম্বন করিয়া) বাবা! তুমি আমার অনেক আদরের ধন! সেই জন্য তোমার অদর্শন সইতে পারি না।

তারা। বৎস! তুমি এই গৃহে বিশ্রাম কর। মহিষি! এসো আমরা পাচককে উপদেশ দিয়ে কি কি বিষয় প্রস্তুত কর্‌তে হবে তার পরামর্শ করিগে।

বিলা। বাবা! অনেক দূর এসেছ, ক্ষণকাল এই পর্য্যঙ্কপরি শয়ন করে থাক, তা হলে দৈহিক শ্রান্তি দূর হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চন্দ্রা। (স্বগতঃ) অবোধ হৃদয়! তোমার প্রতি চিত্ররথ-তনয়ার কি প্রণয়-চিহ্ন দেখেছ যে, একেবারে তাঁর প্রতি এতদূর অনুরক্ত হয়েছ? যদি বিবেচনা কর যে, তিনি তোমার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়াছেন,—অবোধ! কোন একটী নূতন সামান্য পদার্থ দেখ্‌লেও নবানুরাগে আমরা সেটীর প্রতি বার বার দেখে থাকি,—তোমার সহ তিনি সদালাপ করেছেন,—সরল স্বভাবা রাজপুত্রী, আমি তাঁর ভবনে দু চার দিনের কারণ আতিথ্য স্বীকার করেছি, তাতে তিনি আমার সহ সদালাপ না করে কি করেন? এতে আর তোমার প্রতি তাঁর অন্যভাব কি দেখেছ যে, অতদূর উচ্চ আশা কর্‌ছো,—সাবধান, যেন আরবীয় মরীচিকার ন্যায় অবশেষে হতাশে প্রাণ বিনষ্ট না হয়। তোমার এমন কি গুণ আছে যে, অসামান্যা রূপ-যৌবনশালিনী গন্ধর্ব্ব রাজকন্যা দুই চার দিনের মধ্যে তোমার প্রেমের বশীভূতা হবেন? পত্রলেখা ত্বরায় প্রত্যাগমন কর্‌বে, তা হলেই সমস্ত জান্‌তে পারা যাবে। যথার্থ, আশার কি মোহনীয় শক্তি! সমস্ত জগৎসংসার মধ্যে সকলেই আশার অধীন,—ধনী, দরিদ্র, যুবতী, বৃদ্ধ সকলেই আশার সুরমণীয় পথে বিচরণ করে থাকেন, কেহই সে মোহনীয় পথ পরিত্যাগ কর্‌তে পারে না,—আমারও এক্ষণে সেই রূপ গতি

হয়েছে। দেখা যাক, কিসে কি হয়। পত্রলেখাকে যখন তিনি যত্ন করে রেখেছেন, তখন অবশ্য আমার বিষয় তিনি বিস্মৃতা হন নাই। হাঃ! ঐ যে মেঘনাদ সহকারে পত্রলেখা আমার পুরী প্রবেশ কর্‌লে না? সত্যই তো।

(মেঘনাদ সহকারে পত্রলেখার প্রবেশ)

উভয়ে। যুবরাজ! প্রণাম হই।

চন্দ্রা। এস২ পত্রলেখে এসো,—মেঘনাদ! ঐ আসনে বোস, হেমকূটের সংবাদ বল, দেবী মহাশ্বেতা কেমন আছেন? গন্ধর্ব্ব-রাজকুমারী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ কেমন আছে?

পত্র। যুবরাজ! সেখানকার সকলেই কুশলে আছেন।

চন্দ্রা। পত্রলেখে! শুষ্ক বালুকাময় প্রান্তর মধ্যে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে এক বিন্দু বারি পতিত হলে যেমন ঐ ভূমি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে, তোমার গন্ধর্ব্ব নগরের ঐরূপ শুষ্ক সংক্ষিপ্ত সংবাদে আমার চিন্তা-যুক্ত মনও তদ্ভাব প্রাপ্ত হলো, তুমি এতাবৎ কাল তাঁর নিকট ছিলে, বিদায় কালে আমার জন্য কি গন্ধর্ব্ব রাজকুমারী একটী কথাও বলে দেন নি? তিনি কি আমাকে একেবারে বিস্মৃতা হয়েছেন?

পত্র। যুবরাজ! আপনি যখন উপযাচক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌-লেন, তখন অবশ্য আমায় সমস্ত বর্ণন কর্‌তে হলো, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আপনি সুবর্ণপুর হতে এখানে এসেছেন, তা আমরা জানি না। আপনি গন্ধর্ব্বপুর হতে যাত্রা করার পর কাদম্বরী আমাকে সর্ব্বদা আপনার নিকট রাখ্‌তেন, আহার নিদ্রা, সকল উভয়ের এক সঙ্গেই হইত। একদিন প্রমোদ বনে দুজনে ভ্রমণ কচ্ছি, এমন সময় গন্ধর্ব্ব-রাজকুমারী ক্ষণকাল আমার মুখ দিকে চেয়ে রইলেন, বোধ

হলো যেন কিছু বল্‌বেন,—কিন্তু তাঁর বচন স্ফুরণ হলো না। তিনি শুদ্ধ, নিঃশব্দে অশ্রুপাত কর্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর সহসা এরূপ গতি দেখে, আমি সস্নেহ সহকারে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, “রাজপুত্রি! কাঁ-দ্‌ছ কেন, কোন কথা থাকে বল? তোমার মনে এমন কি দুঃখ হলো যে কাঁদ্‌ছ? যদ্যপি আমাদের সামান্য ক্ষমতার আয়ত্ত হয়, তা হলে অবশ্য তোমার দুঃখ বিমোচন কর্‌বো, তার কোন সন্দেহ নাই। আমার এই প্রবোধ বাক্য শুনে তিনি বল্‌লেন, “সখি! কুমার চন্দ্রাপীড়ের আচরণে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। তাঁর ন্যায় মহৎ জনের কুসুম-সম-কোমল-কুমারী-হৃদয়, আক্রমণ করা কি ভাল হয়েছে? আমি গুরুজনের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি যে, মহাশ্বেতার কৌমারী অবস্থার পরিবর্ত্তন না হলে আমি বিবাহ কর্‌বো না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কুমারের অবিশ্বাসী কর্ম্মের কারণ ভঙ্গ হলো? তিনি ভারত-সম্রাটের পুত্র হয়ে কি আমায় কষ্ট দেবার জন্য আমার গৃহে অতিথি হয়েছিলেন? তিনি রাজপুত্র হয়ে প্রতি রজনীতে সকলের অজ্ঞাতসারে আমার মন্দিরে এসে, আ-মায় নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তিতে লওয়ান, কিন্তু নয়মোচন কর্‌বার উদ্‌-যোগেই পলায়ন করেন,এই কি তাঁর ধর্ম্ম? তুমি আমার বিশ্বস্ত পাত্রী বলে, তাই তোমার নিকট সমস্ত বল্লেম, নতুবা এ ভয়ানক বৃত্তান্ত আর কেহই জানে না।

চন্দ্রা। পত্রলেখে! তবে তাঁর মন আমার উপর আকর্ষিত হয়েছে?

পত্র। যুবরাজ! সেকথা আপনাকে কি করে সম্যকরূপে জানাব? কৃষ্ণ বিহনে বৃকভানু-কুমারীর যেরূপ গতি হয়েছিল, বোধ করি, আপনার বিরহে গন্ধর্ব্ব-কুমারীর তদপেক্ষা অধিক হয়েছে।

চন্দ্রা। এই সুসংবাদ দিয়ে আমায় যে কতদূর ক্রীত কর্‌লে তা বোল্‌তে পারি না। যাহা হউক, পুরস্কার স্বরূপ এই মুক্তার হার ছড়াটী গ্রহণ কর। (প্রদান)

(জনেক কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। যুবরাজ! পত্রলেখা ও তৎসমভিব্যাহারী মেঘনাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করে, রাজমহিষী তাঁদের আহ্বান করেছেন।

চন্দ্রা। পত্রলেখে! মেঘনাদ সহকারে একবার মার কাছে যাও, কিন্তু সাবধান, গন্ধর্ব্বপুরের কোন কথা এক্ষণে তাঁর কর্ণগোচর করো না।

পত্র। তজ্জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই,—পত্রলেখা এতদূর বালিকা নয়; যে এমন গর্হিত কার্য্য কর্‌তে পারগ হবে। চলুন কঞ্চুকী মহাশয়! আপনি অগ্রবর্ত্তী হউন, এসো, মেঘনাদ এসো।

[কঞ্চুকী সহকারে উভয়ের প্রস্থান।

চন্দ্রা। (স্বগতঃ) হৃদয়! স্থির হও,—পত্রলেখার মুখে প্রাণাধিকার কথা শুনে, আহ্লাদে একেবারে বাতুল হয়ো না, আমি যে স্বর্ণপুর হতে রাজ্যে এসেছি, সে সমাচার শুনে তো গন্ধর্ব্ব-কুমারী চঞ্চলা হন নি? তবে তিনি কি শুদ্ধ আমার মন পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে পত্রলেখাকে এই সমস্ত গল্প বলেছেন,—হা! কেয়ূরক ও গন্ধর্ব্বদারকগণ না?

(কতিপয় গন্ধর্ব্বদারক সহ কেয়ূরকের প্রবেশ)

কেয়ূ। যুবরাজ! প্রণাম হই।

চন্দ্রা। (আলিঙ্গন করিয়া) কেয়ূরক! আমার কি সৌভাগ্য

যে আজ গন্ধর্ব্ব-কুমারীর প্রিয়-সহচরের সাক্ষাৎ লাভ হলো.হেমকূটের সংবাদ কি ?

কেয়ূ। (অধোমুখে) যুবরাজ! হেমকূটের সংবাদ বড় কুশল-ময় নয়। পত্রলেখা ও মেঘনাদকে সুবর্ণপুরে পরিত্যাগ করে হেম-কূটে সংবাদ দিলেন যে, "কুমার উজ্জয়িনী প্রত্যাগমন করেছেন" এই কথা শ্রুতমাত্র, দেবী মহাশ্বেতা আকাশ পানে চাহিয়া দুঃখিত-স্বরে "এমন আশ্চর্য্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, কুমারের কি এই উচিত কার্য্য হয়েছে ?" বলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগান্তর আপন আশ্রমে চলে গেলেন। গন্ধর্ব্ব-রাজপুত্রী, তৎক্ষণ নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক সংজ্ঞা হীনা হয়ে সিংহাসন হতে ধরাতলে পতিতা হলেন, তার পর সকল পরিচারিকাগণ বহুবিধ প্রযত্ন সহকারে যদ্যপিও তাঁর চৈতন্য সাধন করেছে, কিন্তু অদ্যাপিও তিনি শয্যায় অনশনে মৌনব্রতে আছেন।

রাগিণী বিভাষ।—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কোন পরাণে, সে কথা কহিব হায়।
কহিতে বরিষে আঁখি, খেদে হৃদি বিদরায়॥
তব আগমন শুনে, আছে দেবী অচেতনে,
ধরাতলে অনশনে, হয়ে মৃতপ্রায়।
বহে ক্ষীণ শ্বাস হেন, হেরে হয় অনুমান,
বুঝি বা ত্যজে জীবন, তব প্রেমদায়।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বিনে, যেমন ছিল গোপীগণে,
হেরেছি তেম্‌নি নয়নে, সেই প্রমদায় ;—
চাহ যদি দেখিবারে, পুনঃ সেই প্রেয়সীরে,
যাও তবে সসত্বরে, বাঁচাহ কুলবালায়॥

চন্দ্রা। কি বল্লে কেয়ুরক! গন্ধর্ব্ব-কুমারী আমার রাজ্যে প্রত্যাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করে সংজ্ঞাহীনা হয়েছিলেন, এবং অদ্যাপি অনশনে আছেন? (বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক) হা হৃদয়! তুই এমন ভয়াবহ কথা শুনে এখন বিদীর্ণ হলিনে? তবে তিনি যে আমায় প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন, তার তো আর অনুমাত্র সংশয় নাই।

রাগিণী ললিত-বিভাষ।—তাল যৎ।

রে হৃদয় পাষাণে বুঝি, হয়েছে তোর গঠন।
নতুবা এখন কেন, নাহি হলি বিদারণ॥
সেই সুচারু-হাসিনী, তব লাগি পাগলিনী,
শুনিয়ে এমন বাণী, কেমনে ধর জীবন।
যার প্রেম আশা করে, ভাসিতে হতাশ নীরে,
এবে বুঝি পেয়ে তারে, করিতেছ অযতন॥
চল প্রাণ ত্বরা করি, যথা আছে সে সুন্দরী,
বলগে তার পায়ে ধরি, ক্ষম দোষ প্রাণধন॥

কেয়ু। যুবরাজ! ওরূপ বৃথা মৌখিক অনুশোচনায় কোন ফল নাই, যদ্যপি ভর্ত্তৃদারিকায় জীবিতা দেখ্‌তে চান্‌, তো ত্বরায় হেমকূটে চলুন,—বিলম্ব হলে বোধ করি আর তাঁর সহ সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই।

চন্দ্রা। কেয়ুরক! অতি বিহিত প্রস্তাব করেছ, একথা শ্রবণ করে আমার এতদূর চিত্ত-চঞ্চলতা বৃদ্ধি হয়েছে যে, আমার হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়েছি। আচ্ছা, আস্‌বার সময় সখা বৈশম্পায়নের সহ সাক্ষাৎ হয়েছিল?

কেয়ু। আমি একথা বল্‌তে আরো সুদুঃখিত হলেম যে, তিনি মৃগয়ার্থে চন্দ্রপ্রভ-সন্নিদ্ধ বনে গিয়ে সেখান হতে আর পুনঃ গমন করেন নাই। তিনি তাপস-বেশ ধারণ করে অচ্ছোদ সরোবরের নিকট আছেন।

চন্দ্রা। এ কিরূপ? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না? কেয়ুরক! তুমি হেমকূটে ত্বরায় প্রত্যাগমন করে গন্ধর্ব্বকুমারীকে অনুনয় করে বলো যে, অচ্ছোদ-সরোবরের সন্নিদ্ধ বনস্থলিতে বয়স্যের অনুসন্ধান করে, দেবী মহাশ্বেতার সহ ত্বরায় হেমকূটে যাব।

কেয়ু। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সঙ্গীগণ সহ কেয়ূরকের প্রস্থান।

চন্দ্রা। (স্বগতঃ) আমার বিরহে কাদম্বরী মূর্চ্ছাপন্ন ও অনশনে আছেন,—মৈত্র, তাপস হয়েছেন ও মৌনব্রতে আছেন,—বিপদ, যেন শীতকালের কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় আমায় চারিদিগে বেষ্টন কর্‌ছে। আমি তো আর এক দণ্ডও এস্থানে অবস্থান কর্‌তে পারি না,—পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করে, অচ্ছোদ সরোবরে অগ্রে যাই, তার পর দেখি কিসে হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।

অচ্ছোদ-সরোবর-সন্নিদ্ধ শশাঙ্কশেখরের মন্দির।

(পরিচারকগণ সহকারে বৈশম্পায়নের প্রবেশ)

জনেক পরি। দেব! উজ্জয়িনী যাবার বর্ত্ম্য পরিত্যাগ করে আপনি যে বিপথে এলেন,—চলুন প্রত্যাবর্ত্তন করে, সুবর্ণপুর দিয়ে যাত্রা করি। আমাদের অকিঞ্চিৎকর বিলম্ব দর্শনে সেখানে পরিজনগণ ও রাজকুমার পর্য্যন্ত চিন্তিত হতে পারেন।

বৈশ। দেখ, পরিচারকগণ! আমি স্বেচ্ছাক্রমে এ পথে আসি নাই, শৈশবাবধি শ্রুত আছি যে, কৈলাস-পর্ব্বত-সন্নিদ্ধ উপবন ও তন্মধ্যস্থ অচ্ছোদ-সরোবর সাতিশয় পুণ্য স্থান, ঐ দেখ সেই রজত পর্ব্বত ভীষণ-ঊর্দ্ধ-শিখর বিস্তার করিয়া গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে, এবং এই দেব-মন্দির দেবাদিদেব শশাঙ্কশেখরের বাসস্থান, সম্মুখে ঐ দেখ নির্ম্মল বারি, বিকশিত কুমুদ কহ্লার-বিশিষ্ট মনোহর সরসী, রমণীয় তীরভুমিতে চারিদিকে পুষ্পোদ্যান ও লতাকুঞ্জে সূর্য্যের কিরণ পর্য্যন্ত অবরোধ করে, যেন বসন্ত ঋতু স্বয়ং দিবানিশি এস্থলে বিরাজ কর্‌ছেন। আহা! বোধ হয় এমন নয়ন-চিত্তরঞ্জন-কর স্থান আর ধরাতলে দ্বিতীয় নাই। (অগ্রসর হইয়া) তাই তো এ লতামণ্ডপটী যে সাতিশয় রমণীয়। হাঃ! একি? আমার হৃদয় সহসা এরূপ অদ্ভুত ভাবে পরিণত হলো কেন? আমার বোধ হচ্ছে, যেন পূর্ব্বে এস্থান আমি কখন দেখে থাক্‌বো, নতুবা এ স্থান

দর্শনে আমার এতদূর চিত্ত মোহ হবে কেন? (বিষণ্ণভাবে উপবেশন ও চিন্তা)

পরি। দেব! যদ্যপি দেব ও স্থান দর্শন আপনার অভিপ্রেত হয়, তা হলে আসুন, ত্বরায় ও সকল কার্য্য সমাপন করে, উজ্জয়িনী যাত্রার উদ্যোগ করুন।

বৈশ। (স্বগতঃ মৃদুস্বরে) হৃদয়! তোমার এরূপ ভাবের কারণ কি? এ স্থানে তোমার কি প্রিয় সামগ্রী বিনষ্ট হয়েছে, যে কারণে তুমি এতদূর মোহিত হলে? আমার তো আর এ স্থান পরিত্যাগ কর্‌তে কোন ক্রমে ইচ্ছা নাই। অনশনে প্রাণ বহির্গত হয় সেও শ্রেয়স্কর, তত্রাচ আমি অন্যত্রে যাব না। (পুনঃ মৌনে স্থিতি)

পরি। দেব! আপনা আপনি কি বল্‌ছেন? আপনার স্থির নেত্রদ্বয় প্রভাতীয় তরুণ প্রভাকরের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েছে, নাসিকা উন্নত হয়েছে,—স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে যেন এক প্রকার অকথ্য ভাব ধারণ করেছে। আসুন, আর ওরূপ অবস্থায় থাক্‌বেন না।

বৈশ। পরিচারকগণ! এই স্থানে উপস্থিত হয়ে আমার মনে যে, কি প্রকার অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়েছে, তা আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ কর্‌তে পারি না,—এমন কি আমি নিজেও জ্ঞাত নই। অতএব আপাততঃ আমি এ স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্রে গমন কর্‌তে পারগ নই। রাজকুমারের স্কন্ধাবার লইয়া তোমরা উজ্জয়িনী প্রত্যাগমন কর, আমি কিছুকাল এই স্থানে ক্ষেপণ কর্‌বো।

পরি। (বিস্ময়ে) দেব! আপনার কথা শুনে আমরা একেবারে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হয়েছি। আপনি জগদ্বিখ্যাত বিদ্যা-বুদ্ধিশালী হয়ে, কি প্রকারে এমন অবিবেচনার কথা বল্‌লেন, আপনাকে এই

নির্জ্জন বনস্থলিতে পরিত্যাগ করে আমরা উজ্জয়িনী প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌বো, এও কি সম্ভব হয়? অমাত্য-প্রবর দেব শুকনাশ, যখন আমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌বেন যে, “পরিচারকগণ! আমার বৈশম্পায়ন কোথা?”—তখন তাঁকে আমরা কি বল্‌বো যে, কৈলাস-পর্ব্বত-সন্নিদ্ধ উপবনে তাঁকে পরিত্যাগ করে এলেম? মহারাজ বা রাজকুমার যিনি এক দিবস আপনার অদর্শনে থাক্‌তে পারেন না,—তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেও কি ঐ কথা বল্‌বো? দেব! ও সকল প্রলাপ পরিহার করে, আসুন ত্বরায় উজ্জয়িনী যাত্রা করি।

বৈশ। (সরোষে) আমার যথেচ্ছা আমি কর্‌বো, তাতে কে প্রতিবন্ধকতা প্রদান কর্‌বে? বয়স্য চন্দ্রাপীড় আমার সাতিশয় আস্পদের পাত্র, কিন্তু আমি তাঁর সহ এক্ষণে সাক্ষাৎ কর্‌তে অক্ষম। জনক জননীকে আমার প্রণাম জ্ঞাত করো,—আমি যে প্রণষ্ট বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি প্রত্যাশায় এ স্থানে রইলেম, যদ্যপি পাই তো পুনঃ সাক্ষাৎ হবে, নতুবা এই পর্য্যন্ত।

[বেগে প্রস্থান।

পরি। (অন্যের প্রতি) এক্ষণে কি উপায়? উনি যে সহসা এরূপ ক্ষিপ্ত হবেন, এ কার মনে ছিল? আমরা ওঁকে এই অপরিচিত নির্জ্জন বনস্থলিতেই বা কিরূপে পরিত্যাগ করে যাই, এতো মহা বিপদেই পড়্‌লেম দেখি।

দ্বি—পরি। ভবিতব্যের অভেদ্য নিবন্ধনের কখনই অন্যথা হবে না। চল দেখি, উনি কি করেন, তৎপরে উপস্থিত মতে বিহিত করা যাবে।

পরি। আচ্ছা তাই চল, সকলে যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী পাহাড়িয়া।—তাল আড়াঠেকা।

ওরে নিদারুণ বিধি, কি বিধি করিলি।
অবলা সরলা বালা, কত জ্বালা তারে দিলি॥
কোথা মম প্রাণধন, লয়েছ করি হরণ,
বিয়োগীর দেহ মন, শোকানলে জ্বালাইলি।
প্রাণে বিরহ যাতনা, আর সহেনা সহেনা,
আশা দিয়ে সে যাতনা, বারে বারে বাড়াইলি॥

(মহাশ্বেতা ও তদ্‌পশ্চাতে বীণা হস্তে তরলিকার প্রবেশ)

মহা। সখিরে! কামিনীগণের যন্ত্রণার জন্য কি শুদ্ধ পুরুষগণের সৃষ্টি হয়েছিল? একে তো প্রাণেশ্বরের বিরহে এতাবৎকাল অকথ্য কষ্ট স্বীকার করে, কালাতিপাত কর্‌ছি, তার পর প্রিয়সখী কাদম্বরী সহ উজ্জয়িনী রাজকুমারের প্রণয়চিহ্ন দর্শন করে সাতিশয় আনন্দিতা হয়েছিলেম,—কিন্তু হায়! কালের কি বিপর্য্যয় গতি! অমন সরল স্বভাব, বিদ্যা-বুদ্ধি-রূপ-গুণযুত রাজকুমার যে এতাদৃশ নিষ্ঠুরতাচরণে সক্ষম,এ আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনে। অগ্রে যদি জান্‌তেম,তা হলে কেন তাঁকে সহকারে করে গন্ধর্ব্বপুরে যাব?—কেনই বা তাঁর সহ সন্দর্শন করায়ে বিশুদ্ধা নির্ম্মলা সরলা কাদম্বরীর কৌমারী হৃদয়ে বিরহের বীজ রোপিত কর্‌বো? উঃ! কি ভীষণ ব্যাপার! মনে কর্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাঁর যদি মনে মনে অন্য প্রকার ভাব ছিল, তা হলে সরল-স্বভাবা-কুল-ললনার মন হরণ কর্‌বার কি প্রয়োজন ছিল? তাঁর মন যদ্যপি পরহস্তগত, তা তিনি প্রথমে প্রকাশ কর্‌লেই তো পার্-

তেন? যথার্থ মনোভাব গোপন করে, এরূপ কার্য্য করা সাতিশয় নিন্দনীয় হয়েছে।

তর। দেবি! পুরুষের রীতিই ঐরূপ, শুদ্ধ তিনি বলে কেন, কামিনীগণ না বুঝে সহসা পরাধিনী হয়।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

নিদারুণ পুরুষ অতি, বিধির সৃজন।
অবলা সরলা নারী, করিবারে জ্বালাতন॥
প্রথমে সুমিষ্ট কয়ে; মন ধন হরে নিয়ে,
বিচ্ছেদ নীরে ফেলিয়ে, করে পলায়ন।
না বুঝে পুরুষ মন, আগে নারী দেয় মন,
মানে না কোন বারণ, বিধির লিখন॥

মহা। তরলিকে! আর ও সকল বিষয় আলোচনায় আবশ্যক নাই।

তর। দেবি! আমাদের আশ্রমের দিকে কে যেন আস্‌ছে?

মহা। হেমকুট হতে কি কোন পরিচিত ব্যক্তি?

তর। না, ব্রাহ্মণ কুমার,—এই আগতপ্রায়, অধোমুখে যেন কোন প্রণষ্ট বস্তুর অন্বেষণে নিমগ্ন,—

(বৈশম্পায়নের প্রবেশ)

মহা। মহাশয়! আপনি কে? কি অভিপ্রায়ে এই বীজন অটবী মধ্যে অভিসার করেছেন? ব্যক্ত করুন, যদি আপনার কোন সাহায্য করতে সক্ষমা হই,—

বৈশ। (মহাশ্বেতার দিকে স্থিরনেত্রে দেখিয়া ক্ষণবিলম্বে) ললনে! আমাকে কি তোমার পরিচিত বলে বোধ হয় না?

মহা। মহাশয়! আপনাকে আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই।

বৈশ। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! আমি স্বপ্ন-কল্পিতের ন্যায় আজ অগণ্য পদার্থ দৃষ্টি কর্‌ছি,—সমস্তই যেন আমার পরিচিত, কিন্তু কিছুতেই মনের ক্ষোভ দূর হচ্ছে না। (মহাশ্বেতার প্রতি) সুন্দরি! অদ্য এই উপবনে প্রবেশ করে, নানা প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বিষয় দর্শন কর্‌লেম, কিন্তু তন্মধ্যে তোমারই তুলনা নাই। প্রফুল্ল সরোজিনীর পক্ষে শীতের হিম বর্ষণ যেমন মহা অহিতকর, তোমার এই সুকমল কোমল লতিকার ন্যায় শরীর ঈদৃশ তরুণ যৌবনাবস্থায় তপস্যার আড়ম্বরেও তদনুরূপ। কি আশ্চর্য্য! কামিনীগণ যদ্যপি ঈদৃশাবস্থায় ইন্দ্রিয় সুখে পরাঙ্মুখী হয়ে, যোগসাধনে মন দেয়, তা হলে কুসুম-চাপের আর কি গরিমা রইলো? কোকিলের কুহুরব, মধুপের ঝঙ্কার, মলয়ের সৌগন্ধীয় বায়ু আর কে আদৃত কর্‌বে? সরলে! এ সকল তোমার পক্ষে শোভনীয় নহে। অমন সুদৃশ্য অঙ্গ লাবণ্য কখন ভস্মাবৃত থাকা উচিত নয়,—প্রিয়জনের অভাবে অমন হেমাঙ্গ কে সমাদৃত কর্‌বে?

তর। মহাশয়! আপনি অপরিচিত, দেবীর প্রতি ওরূপ সম্বোধন করে ওঁর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত কর্‌বেন না। দেখ্‌ছেন, উনি পাশুপত-ব্রতাবলম্বিনী, ওঁকে ওরূপ উক্তি করায় মহাপাপ সঞ্চয় করা হয়, আপনার কোন কার্য্য থাকে অন্যত্রে গমন করুন।

বৈশ। হাঃ সখি! আমি কি তোমার দেবীর নিকট অপরাধী হয়েছি? আচ্ছা, তবে অবশ্য এর প্রতিবিধান কর্‌বো। আর আপনাদের বিরক্ত কর্‌বো না, এই চল্লেম। [দ্রুতপদে প্রস্থান।

মহা। কোথা হতে ও বাতুলটা আমাকে বিরক্ত কর্‌তে এসে-ছিল? আর না প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লে হয়।

তর। দেবি! আর সে শঙ্কা কর্‌বেন না, ও কখনই আমাদের নিকট আর আস্‌বে না।

মহা। সে যা হোক্, তরলিকে! তুই আমায় ব্যজন কর, আমি এই শীলাতলে ক্ষণকাল নিদ্রা যাই। গ্রীষ্মের উত্তাপে আর আশ্রম মধ্যে প্রবৃষ্ট্ হবার উপায় নাই,—আর রজনীও সমধিক হয়েছে।

(মহাশ্বেতার শয়ন ও তরলিকার ব্যজন)

তর। আচ্ছা দেবী, আপনি স্বচ্ছন্দে শয়ন করুন, আমি প্রহরী রইলেম।

(আকাশে দৃষ্টি করিয়া) হে নিশানাথ সুধাকর! আর দেবীর দুঃখ দেখা যায় না, ত্বরায় ওঁর মনোরথকে প্রত্যর্পণ করে, অবলার জীবন দান করুন।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

ওহে নিশাপতি তুমি হয়ে সকরুণ।
তাপিতা সখীর মন, দুঃখ কর নিবারণ॥
তব বচন আশ্বাসে, কাননে সে জন বসে,
যেন বধিও না শেষে, অবলা জীবন।
সরমে মরম বাণী, বলিতে নারে কামিনী,
মনিহারা যেন ফনি, বিষাদে মগনা;—
যোড়করে তারাপতি, তোমারে করি মিনতি,
মিলাইয়ে প্রাণপতি, কর দুঃখ বিমোচন॥

নেপথ্যে। রে দুরাত্মা মকরকেতু! তোর মোহনীয় শর প্রক্ষেপের কি জগতে আর পাত্র নাই?—তাই আমায় জ্বালাতন কর্‌তে এলি? চন্দ্রমা! তোকে যে রাহু কেন গ্রাস করে না, আমি তাই ভাবি,—তা হলে তুই বিরহি জনকে এতাদৃশ কষ্ট প্রদান কর্‌তে সক্ষম হস্‌ না। উঃ! কি যন্ত্রণা, আর সহ্য হয় না।

মহা। (নিদ্রাভঙ্গে সচকিতে) তরলিকে! কোন মত্তজন-কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ যেন আমার শ্রবণ কুহরে প্রবৃষ্ট হলো না?

তর। দেবি! আমারও তদনুরূপ বোধ হচ্ছে, হাঃ!

(উন্মত্তবেশে বৈশম্পায়নের প্রবেশ)

বৈশ। (মহাশ্বেতার প্রতি) অয়ি সুন্দরি! আমি তোমার শরণাপন্ন, আমায় শশাঙ্কের প্রখর রশ্মিজাল হতে রক্ষা কর,—মকরকেতু যেন পঞ্চশর যোজনা করে আমার সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত কর্‌ছে, তুমি ভিন্ন এস্থানে আর কেহ নাই, অতএব তুমি আমায় রক্ষা কর।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

অনুগত এ দাসের বাঁচাহ পরাণ।
বড় জ্বালাতন করে, ফুল শরাসন॥
এসো এসো প্রাণেশ্বরী, যতনে হৃদয়ে ধরি,
যন্ত্রণা সহিতে নারি, করহ প্রতিবিধান।
তোমা ছাড়া এ দাসেরে, কে আর রাখিতে পারে,
চরণে ধরিয়ে সাধি, ও বিধুবয়ান॥

মহা। দুরাত্মা! ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম পরিগ্রহণ করে, যখন তুই সতীর অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিস্‌, তখন তোর ওরূপ ঘৃণিত জীবন ধারণ করা উচিত নয়। তুই যেমন কর্ম্ম কর্‌তে উদ্যত, তোর তেম্‌নি ফল হোক্‌। (আকাশ পানে চাহিয়া) হে নিশানাথ! সর্ব্বসাক্ষিন্‌! আমি যদি দেব পুণ্ডরিকের জন্য এতাবৎকাল অশেষ প্রকার কষ্ট সহ্য করে থাকি, তা হলে যেন ঐ দুরাত্মা ব্রাহ্মণ কুমারের অনতিবিলম্বেই পক্ষজাতিকে পতন হয়। হে দশদিকপালগণ! তোমরা সকলে সাক্ষ্য থাক, আমার কোন দোষ নাই। আয় তরলিকে এখান হতে প্রস্থান করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য।

উজ্জয়িনী—রাজবাটি।

(অধোমুখে চন্দ্রাপীড় আসীন)

চন্দ্রা। (স্বগতঃ) হৃদয়! গন্ধর্ব্ব-রাজকুমারীর আমার উপর যে এতদূর আশক্তি জন্মেছে, তা যদি জান্‌তেম, তা হলে কি সেই সরলার প্রতি এমন অণ্যায়াচরণ করি?—কখনই না। যা হোক্, বয়স্য বৈশম্পায়ন এসে ত্বরায় উপস্থিত হলে, তাঁর সহ এক্‌টা যুক্তি কর্‌তেম,—কিন্তু তিনি যে কি জন্য আজও অচ্ছোদ-সরোবর-সন্নিদ্ধ উপবনে আছেন, তার তো কোন কারণ আমার অনুভূত হয় না। যে প্রকারেই হউক্, আমায় হেমকূটে ত্বরায় যাত্রা কর্‌তে হচ্ছে। পিতার নিকট কি কারণ নির্দ্দেশ কর্‌বো, সেইটী আমার মহা চিন্তার বিষয়। তাঁকে তো আর নির্ল্লজ্জের ন্যায় বল্‌তে পারি না যে "হেমকূটে গন্ধর্ব্ব-রাজকুমারীর আমার উপর সাতিশয় আশক্তি হয়েছে, সেই জন্য আমায় ত্বরায় রাজ্য পরিত্যাগ করে সে স্থানে যেতে হচ্ছে।" কিন্তু পিতার অজ্ঞাতসারে যাওয়াও যুক্তিসিদ্ধ নয়, তা হলে তিনি আমায় কি মনে কর্‌বেন? হায়! আমার অদর্শনে প্রেয়সী না জানি কতদূর কাতরা হচ্ছেন।

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়াঠেকা।

সদা ধায় তার কাছে, সাধে কি মন নয়ন।
মম লাগি কত দুঃখে, আছে সেই প্রিয় জন॥
আগে যদি এত জানি, আমারই সে বিনোদিনী,
তা হলে থাকিতে প্রাণী, হয় কি হেন ঘটন।
চল প্রাণ ত্বরা করি, যথা আছে সে সুন্দরী,
বলগে তার করে ধরি· ক্ষম দোষ প্রাণ ধন॥

(জনেক পত্রবাহকের প্রবেশ)

হাঃ দূত! কি সংবাদ?

পত্র বাহক। রাজকুমার! স্কন্ধাবার দশপুরী পর্য্যন্ত আনিত হয়ে এসেছে।

চন্দ্রা। বটে, অতি সুসংবাদ। আচ্ছা বার্ত্তাবহ বিশ্রাম গৃহে গমন কর।

পত্র বাহক। যে আজ্ঞা রাজকুমার।

[পত্রবাহকের প্রস্থান।

চন্দ্রা। (পুনঃ স্বগতঃ) তবে আমায় বয়স্যের মনে পড়েছে? আমি মনে করেছিলেম যে, তিনি বুঝি আমায় একেবারে ভুলে গেলেন। যা হোক সখার উপদেশ পেলেই আমি তদনুযায়িক কার্য্য করি,—কিন্তু আমি যেরূপ অধৈর্য্য, তাঁর রাজ্যে আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর্‌তে পারি না। পিতার অনুমতি গ্রহণ করে না হয় আমি দশপুরী পর্য্যন্ত অগ্রগামী হয়ে যাই,—হাঃ। এই যে পিতা ও মন্ত্রী মহাশয় আমার মন্দিরেই আস্‌ছেন,—

(তারাপীড় ও শুকনাশের প্রবেশ)

পিতঃ! মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম হই।

উভয়ে। বৎস! দীর্ঘায়ুর্ভবঃ।

(উভয়ের উপবেশন)

তারা। শুকনাশ! কুমারের দিগ্বিজয় সংবাদ শ্রবণ করে প্রজাগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হয়েছে, তা এ সময়ে কুমারের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপন করে ওঁকে রাজ্য দেওয়াই বিধেয় হচ্ছে না?

শুক। মহারাজ! অতি বিহিত বিষয় স্মরণ করে দিয়েছেন, কুমার এখন সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধকাম হয়েছেন, তা ত্বরায় কোন উপ-

যুক্ত পাত্রীর সহ বিবাহ দেওয়াই উচিত, বৈশম্পায়ন প্রত্যাগত হলে সে বিষয় যাহাতে শীঘ্র হয় করা যাবে।

চন্দ্রা। পিতঃ! বয়স্য স্কন্ধাবার সহকারে দশপুরী পর্য্যন্ত এসেছেন,—এই মুহূর্ত্ত মাত্র এক জন বার্ত্তাবহ সেখান হতে এসেছিল, কিন্তু তাঁর সহ সাক্ষাৎ করার জন্য আমার এম্‌নি চিত্ত চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়েছে যে, আপনার অনুমতি হলে আমি তত্রস্থানে অগ্রগামী হয়ে সখাকে সমভিব্যাহারে নিয়ে আসি।

তারা। বৎস! জগতের মধ্যে বন্ধুতা অপেক্ষা কিছুই আর ক্রমতীয় মনোবৃত্তি মনুষ্যজাতির নাই। বৈশম্পায়নের সহ তোমার ঈদৃশ সৌহার্দ্য দর্শনে আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হয়েছি। অতএব আমি তোমায় অনুমতি দিলেম যে, তুমি তাকে সহকারে নিয়ে এসো।

চন্দ্রা। পিতঃ! আপনার অনুগৃহীতায় আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হলেম।

(বিলাসবতী ও মনোরমার প্রবেশ)

মনো। বৎস চন্দ্রাপীড়! এক জন বার্ত্তাবহ মুখে শুন্‌লেম যে, বৎস বৈশম্পায়ন স্কন্ধাবার সহ দশপুরীতে আগুসার করেছে না?

চন্দ্রা। সখা-জননি! আপনি যা বল্‌ছেন সর্ব্বৈ সত্য, এবং আমিও সেই কারণে তাঁকে অগ্রবর্ত্তী হয়ে আন্‌তে যাচ্ছি।

বিলা। তা দেখো বাবা, আবার যেন বিলম্ব করে, আমাদের মনোকষ্ট দিও না, আর এই বারে আমার বধূমাতার মুখ দর্শন কর্‌বার বড় বাঞ্ছা হয়েছে, তুমি প্রত্যাগত হলেই তোমার বিবাহ দিব।

চন্দ্রা। (অন্যদিকে) হায়! আমি যদি জননীকে হেমকুটের সমস্ত কথা বল্‌তে পার্‌তেম, তা হলে উনি কতদূর আহ্লাদিতা হতেন।

কিন্তু না, অগ্রে সখার সহ পরামর্শ করি, তৎপরে যা বিহিত হয় করা যাবে। (প্রকাশ্যে) আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এক্ষণে আমি শয়ন গৃহে যাই, কল্য প্রত্যুষে দশপুরী যাত্রা কর্‌বো।

[প্রস্থান।

তারা। শুকনাশ! আমাদের এই চারি জনের, কুমার ও বৈশম্পায়নের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপন হলে, মনে কিরূপ আনন্দ সঞ্চারিত হবে? ওরা রাজ্যশাসন কর্‌বে, বধূমাতাগণ অন্তঃপুর শোভা কর্‌বে এর অপেক্ষা আমাদের আর কি আহ্লাদের বিষয় হবে?

বিলা। তা যাই হোক্, যাতে বৎসগণের ত্বরায় পরিণয় হয় সেই কার্য্য করুন।

মনো। সখীর অনুরোধেই আমার অনুরোধ।

তারা। আচ্ছা, আর তোমাদের অনুরোধের প্রয়োজন কি? শুকনাশ! কল্য প্রত্যুষেই দেশ বিদেশে পাত্রীর অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ কর।

শুক। যে আজ্ঞা মহারাজ! তা আসুন, রজনী সমধিক হয়েছে শয়ন করা যাগ্‌গে, তার পর প্রত্যুষে আপনার উপদেশ মতে কার্য্য করা যাবে।

তারা। আচ্ছা তাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
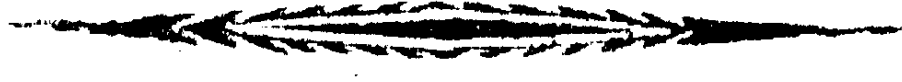
দৃশ্য।

চন্দ্রপ্রভ-সন্নিদ্ধ বন—দেব মন্দির।

(মহাশ্বেতা আসীনা, অদূরে বিষণ্নভাবে তরলিকা দণ্ডায়মানা)

মহা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হা দুরদৃষ্ট! এখনো কি তোমার কর্ম্মফল ভোগ পরিশেষ হয় নাই? একে তো সমস্ত ঐহিক সুখে বঞ্চিতা হয়ে নাথের পুনর্জীবিতের আশায় শীতের হিমানীতে, গ্রীষ্মের উত্তাপে, বরিষার জলে সিক্ত হয়ে, নিয়ত সেই ভুতভাবন পরমেশ্বর শূলপাণির আরাধনায় অনশনে নিযুক্তা আছি, সেই প্রাণেশ্বর পুনর্ব্বার প্রাণ প্রাপ্ত হয়ে, এই অভাগিনীকে যে সুখাধিকারিণী কর্‌বেন, সে আশা তো ক্রমেং মরুভূমের মরীচিকাবৎ বিলীন হয়ে যাচ্ছে,—সময় ও ভাগ্যক্রমে দেববাক্যও বিফল হয়,তা আমারও তদনুরূপ গতি। কিন্তু অবশেষে এই হতভাগিনীকে আবার যে ব্রহ্মহত্যার পাপে কলুষিতা হতে হবে, তা যদি জান্‌তেম, তা হলে কখনই আর এত কষ্টে এ দেহ ভার বহন কর্‌তেম না। কাদম্বরী-বল্লভ উজ্জয়িনী রাজকুমার, পরিচারকগণের মুখে এই ভীষণ ব্যাপার শ্রবণ করে যখন এই হতভাগিনীকে এসে বল্‌বেন যে, "তপস্বিনি! আমার বান্ধব প্রবর বৈশম্পায়নকে দেখেছ? সঙ্গীগণ প্রমুখাৎ জান্‌লেম যে, তিনি এই স্থানে ছিলেন।" তখন তাঁকে আমি কি বলে প্রত্যু-

ত্তর দিব? উঃ! আর প্রাণধারণে সক্ষমা নই। তরলিকে! ত্বরায় একখানা শাণিত ছুরিকা এনে দে, সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়ে এই ঘৃণিত দেহভার হতে উন্মুক্তা হই, এতদ্ব্যতিত আর উপায়ান্তর নাই।

তর। (নিকটে আসিয়া) দেবি! জগৎসংসারে যে কোন ঘটনা হউক না কেন, সমস্তই সেই সর্ব্ব শক্তিমান বিশ্বপিতার ইচ্ছা—ভালই হউক বা মন্দই হউক, উভয়ই তাঁর কৌশল,—ভবিতব্যের নিবন্ধন, তজ্জন্য কেহই দোষভাগিনী হতে পারে না। কাদম্বরী-বল্লভ-সহচর যেরূপ উন্মাদের ন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, বিধাতার স্বেচ্ছাক্রমে তাঁর তদনুরূপ গতি হয়েছে সে বিষয়ের জন্য কখনই আপনি দোষভাগিনী হতে পারেন না। উজ্জয়িনী রাজকুমার অজ্ঞান বা অবোধ নহেন যে, আপনি, বিধাতার নিবন্ধন সাধনের অবলম্বন হওয়াতে, আপনাকে কলঙ্কিতা কর্‌বেন,—কখনই না। অতএব আসুন, আর এরূপ অবস্থায় থাক্‌বেন না।

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

যাহা বিধি নিবন্ধন।
খণ্ডাইতে কেহ কোথা, পারে কি কখন॥
তব মলিন বদন, হেরি খেদে পোড়ে মন,
ত্যজ সখী ধরাসন, রাখহ বচন।
জীব মাত্র চরাচরে, কর্ম্ম ফল ভোগ করে,
কেহ নহে দোষভাগী, কপাল লিখন॥

মহা। তরলিকে! আমায় যতই কেন প্রবোধ দাও না, কিছুতেই আমার মনের ক্ষোভ দূর হচ্ছে না। মুহুর্মুহুঃ চন্দ্রাপীড়ের

অনুতাপিত বদন ও অশ্রুপূর্ণ লোচনদ্বয়, আমার চিত্তাকাশে উদিত হচ্ছে, তাঁকে যে আমি কি বলে বোঝাব, এই চিন্তাতে আমার হৃদয় বিদারিত হচ্ছে। হায়! আমি আত্ম-মুখে কেন ওমন ভীষণ অভিসম্পাত দিয়েছিলেম? অবশ্য রাজকুমার-সখার মনে কোন শোক বা ক্ষোভের বিষয় স্মরণ হওয়াতে, তাঁর তদনুরূপ গতি হয়েছিল, বোধ হয় আমার ন্যায় তাঁর কোন প্রণয়িণীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হওয়াতে, আমার সন্দর্শনে তাঁর সেই সমস্ত স্মরণ হওয়াতে, তিনি ওরূপ দশাগ্রস্থ হয়েছিলেন। আমি নিজে বিরহিণী হয়ে বিরহীর দুঃখ বিবেচনা করা উচিত ছিল। সহসা রাগান্ধ হয়ে, এরূপ অভিসম্পাত দেওয়া ভাল হয় নাই। হায়! এখন কি করি? আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু আমার এতাদৃশ কলঙ্ক হতে উদ্ধৃতা হবার আর উপায় নাই। (মৌনে স্থিতি)

তর। দেবি! আর ও ভাবনায় মগ্না থেকে কষ্ট পাবেন না,—আপনি যথাবিহিত ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃতা থেকে সমস্ত বিস্মৃতা হউন। (মহাশ্বেতারস্পার্শে উপবেশন)

(মেঘনাদ ও সহচরগণ সহ অদূরে চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ)

চন্দ্রা। মেঘনাদ! কৈ আমি তো সখার কোন প্রকার চিহ্নও পেলেম না, গিরীগুহা, নদীতীর, লতাকুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত স্থান তো সর্ব্বতোভাবে অন্বেষণ কর্‌লেম, কোথাও ত তাঁর সন্ধান পেলেম না; তিনি কি আমার গন্ধর্ব্ব নগরী যাত্রা শ্রবণ করে, আমার সহ তত্র স্থানে সন্দর্শনার্থ অগ্রে যাত্রা করেছেন?

পত্র। রাজকুমার! অবশ্য তা হলে তিনি এস্থলে কোন চিহ্ন

রেখে যেতেন, তার কোন সংশয় নাই। আমার বোধ হয় তিনি কখনই গন্ধর্ব্ব নগরে অনাহুত যাবেন না,—সুবর্ণপুরেও অবশ্য কোন লিপি রেখে যেতেন, কিম্বা হেমকূট যাবার মানস পরিচারকগণের নিকট প্রকাশ কর্‌তেন।

মেঘ। যথার্থ, পত্রলেখা অতি বিহিত কথা বলেছে; সচিবাত্মজ যখন তাদৃশাবস্থায় পরিচারকগণদ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে এই স্থানেই ছিলেন, তখন কখনই তিনি হেমকূটে যান নাই।

চন্দ্রা। তবে চল, আমরা দেবী মহাশ্বেতার আশ্রমে যাই, তা হলে অবশ্য বন্ধুর সংবাদ পেতে পার্‌বো, যদি বরিষা সমাগমে পথ পরিপ্লুত হওয়াতে তাঁর আশ্রমেই তিনি থাকেন? বিশেষতঃ আমার প্রিয়বয়স্য জ্ঞানে দেবীও তাঁর যথাবিধি অভ্যর্থনা কর্‌তে পারেন; অতএব এরূপ বৃথা পর্য্যটন করা অপেক্ষা চল, সকলে তাঁর নিকটে যাই।

পত্র। ঐ তো দেবী মহাশ্বেতার আশ্রম;—ইন্দ্রায়ুধকে এই সরোবর সন্নিধানে বন্ধন করে, আপনি অগ্রসর হোন্, আমরা পশ্চাতে যাচ্ছি।

চন্দ্রা। হাঃ! একি, আমি তো দেবীর আশ্রমের সন্নিকট এসেছি, এই তো এলেম;—

(পরিক্রমণ ও মহাশ্বেতার সম্মুখে উপস্থিত)

হাঃ! একি? দেবী গণ্ডদেশে কর রাখিয়া অধোমুখে কেন? কোন আত্মীয়ের কি অত্যাহিত ঘটনা হয়েছে? না দেব পুণ্ডরীকের পুনর্জীবিতের বিষয়, কোন দৈব ব্যাঘাত হয়েছে? দেবি! সানুগ্রহ পূর্ব্বক সত্য মনোভাব ব্যক্ত করুন। তরলিকে! না হয় তুমি বল যে, যিনি বরিষার প্রচণ্ড জলদনিঃশন, ঝঞ্ঝাবাত, ক্ষণপ্রভা সংযোগে

অশনি-নির্ঘোষ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে তপস্যায় নিযুক্তা থাকেন, সেই দেবকন্যা আজ কি জন্য অজস্র অশ্রুপাত করে ধরাতল সিক্ত কর্‌ছেন? হেমকূটে কি কোন অশিব ঘটনা হয়েছে, না এ অদ্ভুত খেদের অন্য কোন কারণ আছে? ত্বরায় প্রকাশে আমার ক্ষোভার্থ অন্তঃকরণ তৃপ্ত কর; একে বয়স্য অনুসন্ধানে সাতিশয় উদ্বিগ্ন আছি, তার উপরে দেবীর এ অবস্থা দর্শনে অক্ষম।

মহা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগান্তর) রাজকুমার! প্রথমে দিগ্বি-জয়ে এসে সুবর্ণপুর হতে মৃগয়ার্থে কিন্নর-মিথুনের অনুসরণে, এই অভাগিনীর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে সময় আগ্রহতা সহ-কারে সমাদৃত করে, আপনাকে কৃতকৃতার্থা জ্ঞান করেছিলেম, আহা! সে সময়ের সহ অদ্যকার ব্যাপার তুলনা করে দেখ্‌লে কি ভীষণ বিপরীতাবস্থা প্রত্যক্ষ হয়?

চন্দ্রা। দেবি! আমি যদি অজ্ঞাতসারে আপনার এ বর্ত্তমান দুঃখের কারণ হয়ে থাকি, তা হলে এই দণ্ডেই কর্দ্দম নির্ম্মিত দেহ পতন করে, সে মহাপাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে প্রস্তুত আছি,—আপনি স্নেহবশে যদ্যপি না প্রকাশ করেন, তা হলে আমি যে প্রকা-রেই হউক, এ রহস্য ভেদ করে, তার সমুচিত প্রতিবিধান কর্‌বো।

মহা। উঃ! হৃদয় এখনো বিদীর্ণ হলিনে? রাজকুমার! স্থির হউন, আমি আপনাকে কোন অত্যাহিতের কারণ বলে নির্দ্দেশ করিনে; বরঞ্চ হংসকুমারী, পাশুবত ব্রতাবলম্বিনী, আজ আপনার কৃপা পাত্রী, আমিই আপনার অত্যাহিতের কারণ।

চন্দ্রা। দেবি! আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে,—

মহা। রাজকুমার! অজ্ঞানাবস্থায় কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়।

চন্দ্রা। আমি আপনার নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি যে, আপনি যদ্যপি আমার কোন অনিষ্ট করে থাকেন, তা হলে আমি আপনাকে ভৎর্সনা করে খেদান্বিতা কর্‌বো না।

মহা। রাজকুমার! সে কথা শ্রুতমাত্র, প্রভাতীয় সূর্য্যোদয়ে তমরাশির ন্যায় আপনার সমস্ত ধৈর্য্যতা গুণ বিলীন হয়ে যাবে।

চন্দ্রা। দেবি! পরীক্ষা করে দেখুন, যতদূর অত্যাহিত ঘটনা হয়ে থাকে হয়েছে ; প্রকাশ করে, কষ্টদায়ক সন্দেহ ভঙ্গ করুন।

মহা। রাজকুমার! যদি একান্তই শুন্‌বেন, তবে হৃদয়কে লৌহ-গৃহে আবদ্ধ করুন, যেন কোন আঘাত তাহাতে না প্রবৃষ্ট হয় ; চক্ষু নিমীলিত করুন, কর্ণে বধির হউন, শোক যেন তাহাতে না প্রবেশ করে।

চন্দ্রা। দেবি! আপনি সামান্য কারণের জন্য আমায় এতদূর ভয় প্রদর্শন কর্‌বেন না, যা ঘটে থাকে, প্রকাশ করুন।

মহা। রাজকুমার! তবে শ্রবণ করুন। আপনি উত্তমরূপ জানেন যে, দেব পুণ্ডরিকের সহ বিচ্ছেদ হওয়া পর্য্যন্ত, আমি এই আবরণ শূন্য বিজন বনমধ্যে যত কষ্টে আছি, তাঁর অভাবে আমার মনোভাবও কিরূপ, তাও আপনার নিকট কীর্ত্তন করেছি। হেমকূট হতে আপনার নির্দ্দয় ব্যবহারের কীর্ত্তন শ্রবণ করে, আমি সাতিশয় সুদুঃখিত মনে সেই দিনেই আশ্রমে চলে এলেম। নিশাকালে, শয়ন কর্‌লেম, কিন্তু কাদম্বরীর দুর্দ্দশা ও দেব পুণ্ডরিকের কথা মুহুঃমুর্হু স্মরণ হওয়াতে আমার সাতিশয় যাতনা বোধ হওয়াতে, আরো গ্রীষ্মের উত্তাপে আশ্রমাভ্যন্তরে নিদ্রা না হওয়াতে, তরলিকা সহ এই শীলাতলে এসে শয়ন কর্‌লেম। ক্ষণকাল পরে দেখি এক ব্রাহ্মণ কুমার উন্মত্তবেশে বাহু প্রসারণ করে আমার দিকে বেগে

আগমন কর্‌ছে, তার নানা প্রকার প্রলাপ উক্তি শ্রবণ করে সাতিশয় ভয়ান্বিতা হলেম এবং পাছে সে আমায় স্পর্শ করে, এই ভয়ে তার পক্ষী জাতিতে পতন হওয়ার কারণ অভিসম্পাত দিলেম। তার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ কার্য্যের কারণই হউক, কিম্বা আমার অভিসম্পাতের কারণই হউক, সেই মূহুর্ত্ত মধ্যে অবশেষে ছিন্ন তরুর ন্যায় সেই যুবার মৃতদেহ মৃত্তিকায় পতিত হলো। তার পর জান্‌লেম যে, তিনি আপনার বয়স্য বৈশম্পায়ন।

চন্দ্রা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ভগবতি! যখন সমুৎসক মনে উজ্জয়িনী হতে বহির্গত হই, তখন জানি না যে আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ আছে। মনে বড় খেদ রইলো যে, এ জন্মে সেই সরলা গন্ধর্ব্ব-রাজকুমারীর সহবাস ঘটল না। যা হোক, ভবিষ্যতে যাতে সেই কার্য্য হয়, সে বিষয়ের জন্যে তপস্যা কর্‌বো। হা বয়স্য বৈশম্পায়ন! আর কি এ জন্মে তোমার সহ সন্দর্শন হবে না?

(পতন ও মৃত্যু)

তর। হা ভগবতি! কি হলো দেখুন; রাজকুমারের নিশ্বাস-বায়ুবর্দ্ধ হয়েছে, গ্রীবাভগ্ন হয়ে উনি পড়েছেন, হায় কি দুর্দ্দৈব!

মহা। (দর্শনান্তে বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক) রে কঠিন প্রাণ! তুই এমনি কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত যে, এমন দুর্ঘটনা সন্দর্শন করেও তোর এখনো অভ্যন্তর বিদীর্ণ হলো না।

রাগিণী লুম-ঝিঝিট।—তাল যৎ।

ওরে নিদয় প্রাণ, কেমনে আজ এখন।
পাষাণে নির্ম্মিত বলে, হলিনাকো বিদারণ॥
প্রিয় আশা যত ছিল, সকলি দুরাশা হলো,
লাভেতে কলঙ্ক হলো, কপালে ঘটন।

যে যেখানে প্রিয়জন, হইল সব নিধন,
আর সহেনা যাতনা, ত্যজিব নিরে জীবন ॥
কাদম্বরী-বল্লভেরে, শেষে দিনু যম ঘরে,
কেমনে আর সে সখীরে, দেখাব বদন ॥

সহচরগণ। হা দুশ্চারিণী তাপসি! কি কায কর্‌লি?—অকালে সমস্ত জগত অন্ধকারময় করে জগতের চন্দ্র হরণ কর্‌লি? মহারাজ তারাপীড় ও মহিষী বিলাসবতীর জীবনের একমাত্র সম্বল অপহৃত কর্‌লি?—হায়! হায়! উজ্জয়িনী একেবারে হতাশ সাগরে নিমগ্ন হলো, হায়! হায়! আমরা রাজ্যে প্রত্যাগমন করে মহারাজকে কি বলে উত্তর দেব?

রাগিণী ললিত-বিভাষ।—তাল যৎ।

আরে দুষ্ট তপস্বিনী, কি কায করিলি।
জগতের চন্দ্রমারে, কি দোষে হরিলি ॥
হায়২ কি হইল, উজ্জয়িনী শূন্য হলো,
বিষাদে ধরা পুরিল, শোকানল জ্বালাইলি।
শুনিলে হেন সংবাদ, ঘটিবে কি বিসম্বাদ,
রাজপুরী হবে যেন, শ্মশান সমান;—
মহারাজ মহিষীরে, কি কহিব গিয়ে ফিরে,
হারে দুশ্চারিণী সবে, কেন বিষাদে ডুবালি ॥

মেঘ। রাজকুমার! কি অপরাধে আমাদের সকলকে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন করে গেলেন, আমার আর কোন ক্রমেই জীবন সত্যে

উজ্জয়িনী প্রত্যাগমন কর্‌তে পার্‌বো না, অনশনে বনবাসে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌বো, সেও শ্রেয়ঃ, তত্রাচ আপনায় পরিত্যাগ করে যাব না। একবার উঠে আমাদের সহ কথা কউন; আমরা আর কিছুই চাই না। মহিষীর মুখ মনে পড়্‌লে আমি আর স্থির থাক্‌তে পারি না।

তর। দেবি! পত্রলেখা ও অন্যান্য সহচরীগণ সহকারে দেবী কাদম্বরী দ্রুতপদে আমাদের আশ্রমের দিকে আস্‌ছেন।

মহা। হা সখি! এই হতভাগিনী তোমার এতাদৃশ দুঃখের কারণ; আমিই যে সকলের এতদূর অত্যাহিতের কারণ হবো, তা স্বপ্নে জান্‌লেও, কখনই এ জীবন রাখ্‌তেম না;—আমি কাদম্বরীকে কি বলে শান্ত কর্‌বো,—লজ্জায় কি করে তার সহ যে কথা কব, এই আমার ভাবনা হচ্ছে।

(মদলেখা ও অন্যান্য সখীগণ সহকারে কাদম্বরীর অন্যদিকে প্রবেশ)

কাদ। মদলেখে! তিনি যখন হেমকূট হতে, কোন সংবাদ না দিয়ে উজ্জয়িনী যাত্রা করেছিলেন, তখন কি তুমি মনে কর যে, তিনি সখী মহাশ্বেতার আশ্রমে এসেছেন? কখনই না, ওটী শুদ্ধ আমাদের প্রবোধের জন্য বলে পাঠিয়েছেন, তাঁর কথায় আমার আর প্রত্যয় নাই।

মদ। প্রিয়সখি! তুমি কদাচ তাঁকে প্রতারক বলে নির্দ্দেশ করো না; তিনি অবশ্য বিশেষ কারণ ব্যতীত কখনই এরূপ কার্য্য কর্‌তেন না। যা হোক্, ঐ তো দেবী মহাশ্বেতার আশ্রম।

(পরিক্রমণ ও মহাশ্বেতার সমীপে উপস্থিত)

কাদ। মদলেখা! এ কি রূপ? উজ্জয়িনী রাজকুমারের অনেক সহচরগণও উপস্থিত? হাঃ মেঘনাদ! তরলিকে! সখী মহাশ্বেতে! একি? আমার আগমনে কি তোমরা এমনি অসন্তুষ্ট হয়েছ যে, আমার সহ কথাও কৈলে না? আমি কাহার কি অত্যাহিত করেছি, যে, তজ্জন্য আমার প্রাণের সখী পর্য্যন্ত আমার উপর নিরুত্তরে থেকে বিষাদ প্রকাশ কর্‌ছেন।

(সকলের নীরবে রোদন)

মদ। ভর্ত্তৃদারিকে! দেবী মহাশ্বেতা, তরলিকা ও অন্যান্য উপস্থিত রাজকুমারের পরিচারকগণের মলিন বদন ও অশ্রুপূর্ণ লোচন দেখে আমার হৃদয় যেন কোন অদ্ভুত শোকে পরিণত হচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে, যেন আমরা শুদ্ধ এস্থানে এসে, কোন অলক্ষিত ভাবে জড়িত হয়ে আস্‌ছি।

কাদ। মদলেখে! তোর কথাতে আমার হৃদয়ও স্তম্ভিত হলো, (অগ্রসর হইয়া) প্রিয়সখী মহাশ্বেতে! কি হয়েছে বল, তোমার এরূপ তুষ্টিম্ভাব দর্শনে আমার প্রাণ বহির্গত হচ্ছে।

নেপথ্যে। হা বিধাতঃ! তোর মনে এই ছিল?

কাদ। ও কি? (পশ্চাতে দেখিয়া) মদলেখে! দেখ, দেখ, আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েছে,—হা নাথ! এ অভাগিনীকে কোথায় রেখে গেলে,—হৃদয় এখনও বিদীর্ণ হলিনে? হাঃ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

মদ। ওমা উনি মূর্চ্ছা গেলেন কেন? (চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ দেখিয়া) হা দুরদৃষ্ট! এ কি? উজ্জয়িনী রাজকুমারের যে হৃদয় বিদারিত হয়েছে? হায়! হায়! তবে বুঝি প্রিয়সখীকে এবারে হারালেম?

মহা। হা সখী কাদম্বরি! এই অভাগিনী হতেই তোমার এতদূর অত্যাহিত ঘটনা হলো।

মদ। হা ভর্ত্তৃদারিকে! দেবী মদিরা ও গন্ধর্ব্বরাজের তুমিই একমাত্র আস্পদের পাত্রী, তোমার অহিত হলে যে গন্ধর্ব্ব নগর সমস্ত একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হবে,—আর তা হলে আমি তো এ জীবন সত্বে কখনই হেমকূটে প্রত্যাগমন কর্‌তে পার্‌ব না। সই! একবার উঠে তোমার মদলেখার সহ কথা কও।

রাগিণী পরজ।—তাল কাওয়ালী

সই করে ধরি, উঠ ত্যেজি ধরাশন।
তোমার এ গতি হেরিঃ হৃদি হয় বিদারণ॥
হায় ২ কি হইল, কে হেন বাদ সাধিল,
অবলা সরলা বালার, হরিল প্রাণের ধন॥
হায় রে দারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
কোন প্রাণে ও রত্ননিধি, দিলি বিসর্জ্জন॥

কাদ। (মূর্চ্ছাপনোদনে) কৈ নাথ! কোথায় তুমি?

মদ। সই! স্থির হও, অতদূর অধৈর্য্য হলে কোন ফল নাই, বরং অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

কাদ। মদলেখে! তুই কি পাগল, প্রাণনাথের অভাবে আমার আবার কি অনিষ্টে ভয় আছে? আর তোরা যে আমার প্রাণের আশঙ্কা কর্‌ছিস্, তাতে কোন আবশ্যক নাই,—নাথের এতাদৃশাবস্থা সন্দর্শন মাত্রেই যখন আমার প্রাণ বহির্গত হয় নাই, তখন আর

আমার ভয় কি? লৌহে নির্ম্মিত হলেও বিদারিত হতো, কিন্তু আমার বক্ষস্থল তার অপেক্ষাও কঠিন ধাতুতে নির্ম্মিত, নতুবা এখন দেহে জীবন রয়েছে?

রাগিণী বসন্ত বাহার।—তাল আড়াঠেকা॥

শত ধিক তোরে ছি ছি, ওরে পাপ প্রাণ।
এখন দেহে কেমনে, করিতেছ অবস্থান॥
হেরি যার চন্দ্রানন, হরিষে হতে মগন,
আরে রে নিলজ এখন, ভাবনা কোথা সেজন॥
যে বদনে অনুক্ষণ, ক্ষরিত সুধা বচন,
সেমুখ মুদিত, স্পন্দহীন সে বয়ান॥

মহা। (কাদম্বরীর গলে হস্ত দিয়া) হা সখী কাদম্বরি! আমিই তোমার এই অত্যাহিতের কারণ হলেম? হায়২! অগ্রে যদি জান্‌তেম যে, আমি এতদূর ভীষণ ব্যাপারের মূল হবো, তা হলে দেব পুণ্ডরীকের আশায় কখনই এতাবৎকাল জীবিতা থাক্‌তেম না, আর উজ্জয়িনী-রাজকুমারকে হেমকূটে নিয়ে গিয়ে তোমারও জীবনকে তিক্ত কর্‌তেম না; হায় সখি! হিতে যে বিধাতা এতাদৃশ ফল দেবেন, তা জান্‌লে কি আর কুমার-বয়স্য বৈশম্পায়নকে অতদূর ভীষণ অভি-সম্পাত দি? কখনই না।

মদ। দেবি! আমাদের অদৃষ্টে কষ্ট বিধাতা নিবন্ধন,—নতুবা আপনার দ্বারা প্রিয়সখীর অনিষ্টের সম্ভাবনা কি? সকলি আপন২ কর্ম্মফল ভোগ।

কাদ। মহাশ্বেতে! বিধাতা আমায় অনাথা কর্‌লেন, তোমার তাতে কণামাত্র দোষ নাই, সমস্তই আমার অদৃষ্টের লিখন,—অকি-

ঞ্চিৎকর শোকে বা দুঃখে মোহিতা হয়ে বৃথা কালহরণ করায় কোন ফল নাই,—যাহাতে সকল ধর্ম্ম ও করণীয় কার্য্য সুচারুরূপে পরিশেষ হয়, সেই বিষয়ের একটী অনুরোধ আমার তোমার নিকট আছে।

মহা। কাদম্বরি! যে অভাগিনী হতে তোমার এতাদৃশ দুঃখ শোকের মূল রোপিত করা হয়েছে, তখন আবার সেই কলঙ্কিনীর নিকট তোমার কি অনুরোধ আছে?

কাদ। সখি! আমি অবোধ বালিকা নই যে, অকারণে তোমায় আমার এতাদৃশ অত্যাহিতের পাত্রী বলে উল্লেখ কর্‌বো, যাতে আমার এই পৃথিবীর, সমস্ত করণীয় কার্য্যগুলি হয়, সেই গুলি তুমি আমার বিনিময়ে পূর্ণ করো, এই মাত্র আমার অনুরোধ।

মহা। হা বিধাতঃ! তোর মনে এই ছিল? আচ্ছা সই! কি অনুরোধ আছে বল দেখি।

কাদ। সখি! তুমি দেববাক্যে নির্ভর করে জীবন্মৃতা হয়ে অসংখ্য কষ্টেও জীবন ধারণ কর্‌ছ,কিন্তু অভাগিনীর সে আশাও নাই. আমার মৃত্যুর পর যাহাতে পিতা মাতা আমার বিরহে শোক সন্তপ্ত হয়ে না প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেইটী তুমি করো। বাসভবন শোকনিমগ্ন , দেখে যেন দাস দাসীগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে, শ্মশানের ন্যায় না হয়, আমার পালিত পশুপক্ষী অন্যান্য জন্তু সমস্ত বনে প্রেরণ করে দিও। আর মদলেখে! আমার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার কোন ব্রাহ্মণ পত্নীকে প্রদান করো?

মদ। হা সখি! তোমার বিরহে কেহই জীবিতা থাক্‌বে না,তোমার এ দেহ কি করে ধূলি ধূসরিত করে তপস্যায় নিযুক্তা হবে? তা কখন হতে দোবোনা।

কাদ। অয়ি উন্মত্তে! যে কাদম্বরী, বকপক্ষ-শুভ্র-সুকোমল শয্যায় কুবলয় কুসুম ও কমলপত্রে নিদ্রা যেত না, সেই কাদম্বরী আজ, প্রজ্জ্বলিত চিতানলে স্বামী[illegible] সহমৃতা হয়ে সচ্ছন্দে নিদ্রা যাবে। আহা সই! আমার মরণের [illegible] এমন শুভক্ষণ হবে না,—তরলিকে! হেমকূটে গিয়ে যে কোন পদার্থ তোমার মনোনীত হয়, আমার স্মরণার্থে গ্রহণ করো। সখি মহাশ্বেতে! এ জন্মের মত কাদম্বরীর সহ আর সন্দর্শন হবে না, কখন অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করে থাকি তো প্রিয়সখী জ্ঞানে ক্ষমা করো। (সকলের নিঃশব্দে রোদন)

(বেগে পত্রলেখার প্রবেশ।)

পত্র। হা! রাজকুমারের হৃদয় বিদারিত হয়েছে। কি দুর্দ্দৈব! (ইন্দ্রায়ুধের বল্‌গা ধরিয়া) আর বিলম্ব কেন? কুমার প্রস্থান করেছেন, বল আমরাও যাই।

(সরোবরে উভয়ের নিমগ্ন হওন।)

নেপথ্যে। "মহাশ্বেতে! তুমি আমার আশ্বাসে আশ্বাসীতা হয়ে অসংখ্য কষ্টে শীতের হিমানিতে, গ্রীষ্মের উত্তাপে, বরিষার জলে সিক্ত হয়ে, তপস্যায় নিযুক্ত থেকে ত্বরায় দেব পুণ্ডরিকের শাপমোচন কর্‌ছো,—উজ্জয়িনী কুমারও পুণ্ডরীকের ন্যায় শাপগ্রস্থ হওয়াতে তাঁরও তদনুরূপ গতি হয়েছে, তজ্জন্য তোমাদের কোন চিন্তা নাই। যাহাতে চন্দ্রাপীড়ের দেহ না কোন রূপ প্রকারে অনল অনিলে বিনষ্ট হয়, তাহাই কর। কাদম্বরীর করস্পর্শে ও দেহ অক্ষয় হবে।

মহা। হা দেব! আপনাকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ করি, সখী কাদম্বরি! এই বারে এসো, দুজনে একত্রে কাল যাপন করি,—উভয়ের আমাদের এক রূপ গতি হবে? বলে এই সকল ঘটনা হল।

কাদ। হা দেব চন্দ্রমা! আপনার চরণে কোটিং প্রণাম করি, আপনার আশ্বাসে আমি যাবজ্জীবন এই আবরণ শূন্য স্থানে জীবন অতীত কর্‌বো।

(সিক্ত কলেবরে কপিঞ্জলের প্রবেশ।)

মহা। (সসব্যস্তে গাত্রোত্থানান্তর) হা! এ কি? অনশনে এতাবৎকাল তপ সাধন করে যদি হংসকুমারীর নয়ন অন্ধ না হয়ে থাকে, তা হলে বোধ হয় প্রাণেশ্বরের প্রিয়-সহচর দেব কপিঞ্জলের পুনঃ সন্দর্শন পেলেম?

কপি। হাঁ সরলে! আমিই সেই বন্ধু-বিয়োগী-শোক-সন্তপ্ত কপিঞ্জল। আপনি যে আমায় স্মরণ রেখেছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে সাতিশয় কৃতার্থ বোধ কর্‌লেম।

মহা। (মৃদুস্বরে) দেব! আপনি যে সেই নাথের মৃত্যুর পর, তাঁর মৃতদেহ অপহারক দেবতার পশ্চাদানুধাবণ কর্‌লেন, তা আমি যে অবলা কুল-ললনা কি অবস্থায় রইলেম, একবার মাত্রও তার তত্ত্বাবধান কর্‌লেন না? শূন্য বাণী না শুন্‌লে তো কোন দিন এঅভাগিনী মানবলীলা সম্বরণ কর্‌তো?

কপি। গন্ধর্ব্বকুমারি! আপনাকে একাকিনী রেখে বন্ধুর দেহ অপহারকের পশ্চাতে পশ্চাতে অমরপুরে যাত্রা কর্‌লেম ক্রমে সমস্ত লোক অতিক্রম করে চন্দ্রলোকে গিয়ে উপস্থিত হলেম, সেই বিমানবাসী দেখি না, সভামধ্যে একটী মণি-মুক্তা-খচিত হেমময় পালঙ্কের উপর সখার দেহ স্থাপন করে, আমার প্রতি সম্ভাষণ করে বল্‌লেন, "কপিঞ্জল! আমি চন্দ্রমা, বৈরনির্যাতনের কারণ আমি পুণ্ডরিকের দেহ অপহরণ করেছি, এই ঋষিকুমার বিরহ-বেদনায় আক্রান্ত হয়ে আমায় অভিসম্পাত দেয় যে, "দুরাত্মন্ চন্দ্রমা!

বিরহী দেখে আমায় যেমন তোর তেজানলে দগ্ধ কর্‌ছিস্. তেমনি তোকে আমার ন্যায় বারম্বার ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করে, বিরহ বেদনায় প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। তা ঋষিকুমারের অভিসম্পাতে রাগান্ধ হয়ে আমিও প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তাকেও ঐরূপ শাপ দিয়েছি। অতএব তুমি ত্রিকালজ্ঞ মহারাজ শ্বেতকেতুর নিকট গমন কর্‌লে সমস্তই জান্‌তে পার্‌বে। এই মাত্র বলে চন্দ্রমা অন্যত্রে গেলেন। আমি মহারাজ শ্বেতকেতুর নিকট যাবার মানসে বিমান পথে যাচ্ছি, শোকে দুঃখে মোহিত হয়ে, অজ্ঞানতা বশতঃ কোন অপরিচিত মহর্ষিকে উল্লঙ্ঘন করায়, ক্রোধান্ধ হয়ে আমার অপরাধের জন্য, তিনি তৎক্ষণাৎ আমায় তুরগ জাতিতে পতন হবার জন্য অভিসম্পাত দিলেন। শ্রুতমাত্র তাঁর পায়ে ধরে অনেক বিনয় করাতে তিনি বল্‌লেন যে, "চন্দ্রমা উজ্জয়িনী-রাজ তারাপীড়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁর বাহন হওগে, তৎপরে তাঁর মৃত্যুর পর স্নানান্তে স্বশরীর প্রাপ্ত হবে।" তা দেবি! চন্দ্রাপীড় স্বয়ং চন্দ্রমার অবতার, আর সখা পুণ্ডরীক মন্ত্রীপ্রবর শুকনাশের ঔরসে বৈশম্পায়ন রূপে জন্মগ্রহণ করে আপনার অভিসম্পাতে দেহ পরিবর্ত্তন করে কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছেন, সে বিষয় মহারাজ শ্বেতকেতুর নিকট জ্ঞাত হয়ে আপনার সহ সাক্ষাৎ কর্‌বো।

মহা। (কপালে করাঘাত পূর্ব্বক) হা নাথ! এই হতভাগিনীর কারণই তোমায় বারম্বার এবম্প্রকার কষ্টে পতিত হতে হচ্ছে? আমি যদি অগ্রে জান্‌তেম যে, জন্ম জন্মান্তরেও তুমি আমার প্রণয় বিস্মৃত হও নাই, তা হলে কি এমন অভিসম্পাত দি? পায়ে ধরে তোমায় হৃদয়ে স্থান দিয়ে রাখ্‌তেম। রে দগ্ধবিধে! তোর কি আমার প্রতি এতদূর নির্দ্দয় ব্যবহার করা উচিত?

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

জীবনে আর কিবা প্রয়োজন।
অনলে অনিলে পশি করিব নিধন॥
এ জনমের মত মোর, গেল সুখ নিদ্রাঘোর,
প্রাণেশ বিহনে প্রাণ, কে করে রক্ষণ।
বারি হীন হলে মীন, বাঁচে বল কত দিন,
ফুরাল নাথের দিন, আছি কিকারণ॥

কপি। গন্ধর্ব্বসুতা! আপনি কোন বিষয়ের জন্য দোষভাগিনী নন, ওরূপ প্রকার উভয়ের দেহ পরিবর্ত্তন না হলে শাপ বিমোচন হবে না, অতএব যাহা বিধি নিবন্ধন, সে কারণ শোকে নিমগ্ন হওয়া বৃথা; এক মনে শূলপাণির তপ সাধন করুন এবং চিত্ররথ-কুমারীকেও আপনার অনুকরণে শিক্ষা দিন, তা হলে শীঘ্রই আপনাদের মনো-বাঞ্ছা সিদ্ধ হবে। আমি মহারাজ শ্বেতকেতুর নিকট হতে প্রত্যা-বর্ত্তন করে আপনার সহ সাক্ষাৎ কর্‌বো।

[প্রস্থান।

কাদ। প্রিয়সখী মহাশ্বেতে! এত দিনের পর আমি জান্‌লেম যে বিধাতা আমাকে তোমার দুঃখের সমভাগিনী কর্‌বার জন্য এই রূপ করেছেন। এখন আমাদের সখ্যতা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়ে আরো দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হলো। অতএব এ অবস্থায় কি করা যায়, আমায় উপদেশ দাও।

মহা। সখী কাদম্বরি! আমি আর তোমায় কি উপদেশ দেবো,—এ জগতে আশাই মনুষ্যের একমাত্র জীবনের প্রধান উপায়, সে মোহনীয় মায়াপাশ কেহই পরিত্যাগ করতে পারে না,—

যতক্ষণ দেহে প্রাণ-বায়ু আছে ততক্ষণ কেহই আশাকে পরিত্যাগ করতে পারে না,——এইরূপ উপদেশ মত এতাবৎ কাল অসংখ্য কষ্টে আমি সময় অতীপাত কর্‌ছি,—তোমার তো ভাগ্যের সীমা নাই —সত্য স্বয়ং চন্দ্রমা তোমার প্রণয়ের পাত্রী,—যতদিন চন্দ্রাপীড়ের দেহ অবিকৃত থাকে, ততদিন তুমি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর; মদলেখে! তরলিকে! তোরা সকলে একটী পত্রকুটীর নির্ম্মাণ করে রাজকুমারের দেহ তথায় স্থাপন কর।

সকলে। তাই আসুন দেবী সকলে তত্ত্বাবধারণ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী সোহিনী।—তাল আড়াঠেকা।

কি অমূল্য ধরাধামে প্রণয় রতন।
অলক্ষিত রূপে চিত করে বিনোদন॥
বিষম প্রণয়ে মজে, কুলবতী কুল ত্যেজে,
যোগী ঋষি যোগ তেজে, প্রেমে হয় নিমগন॥
সরলা রাজদুহিতা, পতিশোকে শোকান্বিতা,
সর্ব্বসুখ তেয়াগিয়ে বাসিল বনে;—
পতি বাঁচাইতে, যোগে দিল প্রাণমন॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।

অচ্ছোদ সরোবর সন্নিদ্ধ বনস্থলীর অন্যভাগ।

চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ শায়ীত,—পদযুগল ধারণ করিয়া কাদম্বরী ও
পার্শ্বদিকে মহাশ্বেতা, তরলীকা, মদলেখা ও অন্যান্য
পরিচারকগণ আসীনা।)

(নেপথ্যে কোমল বাদ্য ও গীত।)

রাগিণী ললিত-বিভাষ।—তাল আড়াঠেকা।

তিমিরা ঘোর যামিনী, হ'লো অবসান।
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল, বিহঙ্গম করে গান॥
চন্দ্র অস্তমিত দেখি, কুমুদ মলিন মুখী,
বিরহিণী কমলিনীর, হ'লো প্রফুল্ল বয়ান।
তরুণ অরুণ হেরে, তমোরাশি গেল দূরে,
সবে জগদীশ স্মরে, গাও সুমঙ্গল গান॥

কাদ। (চন্দ্রাপীড়ের দেহ নিরীক্ষণ করিয়া) সখি মহাশ্বেতে! আমি বিগত রাত্রে মনে করেছিলেম যে, হয়তো দেবতাগণ আমার ভীষণ শোকোপনোদনের কারণ ওরূপ বৃথা প্রবোধ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা নয়, এই দেখ সই! প্রাণেশ্বরের দেহ যেন সেইরূপ অবস্থাতেই আছে, কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই,—এখন আমার যথার্থ বিশ্বাস হলো যে,পুনর্ব্বার আমরা স্বনাথা হব।

মহা। সই! তুমিতো তবু স্বচক্ষে দেখে প্রবোধে স্থির হচ্ছো, কিন্তু আমার যে সে উপায়ও ছিল না,—আমি সুদ্ধ দেব-বাক্য বিশ্বাস কোরেই এতাবৎ কাল এইরূপ ভাবে আছি।

মদ। যথার্থ রাজকুমারি! এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখন চক্ষে দেখা দূরে থাক, কখন শ্রবণও করি নাই,—প্রাণবায়ু বহির্গত হলে যে, অসার দেহ স্বজীবাবস্থার ন্যায় থাকে এ সুদ্ধ দেবতাদের বিশেষ সানুগ্রহে,—দেব কপিঞ্জল যে শাপ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কোরে গেলেন, তা সর্ব্বৈ সত্য,—নতুবা এরূপ ঘটনা কদাচ দৃষ্ট হয় না, তোমার মনোরথ যে অবিলম্বে সিদ্ধ হবে তার আর কণামাত্র সন্দেহ নাই।

রাগিণী বিভাষ। তাল যৎ।

আশু মনোরথ তব পূরিবে স্বজনী।
বৃথা শোকাকুলা আর, হইও না বিনোদিনী॥
হেন অদ্ভুত ঘটন, কেহ করেনি শ্রবণ,
অবিকৃত রহে দেহ, কোথা পলাইলে প্রাণী।
বহু যোগ তপবলে, চন্দ্রমা পতি লভিলে,
কায় মনে ভাব সই, ভবের ভাবিনী॥

কাদ। মদলেখে! আমাদের তো এ স্থলে যত দিন পর্য্যন্ত নাথ পুনর্ব্বার না জীবন প্রাপ্ত হন, ততদিন অবস্থান কর্‌তে হবে,—তা পাছে হেমকুটে পরিজনবর্গ ও পিতামাতা, কোন অমঙ্গল ঘটনা প্রত্যাশায় এস্থলে আসেন,—তা হলে তাঁদের দর্শনে আমার শোক আরো দ্বিগুণীকৃত হয়ে উঠ্‌বে, কোন ক্রমেই আমি সে শোক-বেগ সম্বরণ কোত্তে পার্ব্বো না, অত-

এব তুমি ত্বরায় একবার হেমকুটে যাও, আমার প্রণাম জ্ঞাত কোরে তাঁদের সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বোলে এবং আমার এস্থলে অবস্থান কর্‌বার বিষয় অনুমতি নিয়ে, আবার ত্বরায় আমায় সংবাদ দিও, এই অনুরোধটী আমার পালন কর।

মদ। দেবি! আমি আপনার একজন সামান্য সেবিকা মাত্র, আপনি সে বিষয় অনুমতি কোর্‌লেই হয়, তাতে আবার অনুনয় কেন? আমি এই মুহূর্ত্ত মাত্র হেমকুটে যাত্রা কোর্‌লেম, আপনি নিশ্চিন্তভাবে থাকুন,—আমি তাঁদের বিশেষরূপে প্রবোধ দিয়ে আস্‌বো।

[প্রস্থান।

মহা। সখী কাদম্বরি! স্বর্ণ প্রাসাদ পরিত্যাগ কোরে, হীরা মাণিক্য খচিত অলঙ্কার হীনা তাপসীর ন্যায় তুমি যে এতদূর কষ্ট স্বীকার কোরে কালাতীত কোর্‌তে পার্ব্বে এ আমার বিশ্বাস ছিল না,—হায়! আমার ন্যায় তোমাকে দিবারাত্র ধূলি ধূসরিত হোয়ে থাক্‌তে হলো, এ আমার বড় দুঃখের বিষয়।

কাদ। সখি! কামিনীর প্রধান আস্পদের পাত্র স্বামী, —পতি সেবা ব্যতীত সতীর আর জগৎ সংসারে প্রার্থনীয় বিষয় কি আছে? তা আমি যখন সেই রত্ন পেয়েছি, তখন কি সামান্য অনিত্য সুখেচ্ছায় সে রত্নে অবহেলা করা আমার কর্ম্ম?

রাগিণী খাম্বাজ-জংলা। তাল কাওয়ালী।

পতি বিনে সতীর কি, এ ভুবনে আছে ধন।
সে ধন ছাড়িয়ে আর, কারে করিব যতন॥

অবলা কামিনী চয়. পতিধনে ধনী হয়,
পতিহীনা যেই তার মঙ্গল মরণ ॥
কিবা কাজ অলঙ্কারে, পতি যার নাহি ঘরে,
কিবা বেশ কিবা বাস, সব অকারণ ॥

মহা। সই! তুমি যে আমার ভগ্নি, তা এত দিনে সকলের নিকট প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষ হলো, কারণ আমরা উভয়েই সমভাব দুঃখিনী যদি কখন সুখিনী হই তো এক কালেই হবো,——

(মেঘনাদের প্রবেশ।)

হা মেঘনাদ! তোমার মুখমণ্ডল ওরূপ মলিন কেন? অভাগিনীদের অদৃষ্টে কি আরো কোন নুতন দুঃখ বিধাতা লিখেছেন নাকি?

কাদ। তাইতো, মেঘনাদ! কি হোয়েছে ত্বরায় বল,——

মেঘ। দেবি! আমি যে বিষয়ের চিন্তায় দিবারাত্র মগ্ন, বিধাতা অবশেষে তাই ঘটিয়েছেন।

কাদ। কি ভেঙ্গেই বল না,—আমাদের যে অত্যাহিত ঘটনা হয়েছে তার অপেক্ষা আর কি ভীষণ আছে? ভয় কি বল, আমাদের হৃদয় সাতিশয় কঠিন, নতুবা বিগত ভীষণ ব্যাপার সন্দর্শনেই বহির্গত হয়ে যেতো।

মেঘ। দেবি! উজ্জয়িনী হতে মহারাজ ও মহিষী কুমারের বিলম্ব দেখে, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হ'য়ে সেখান হতে লোক পাঠিয়েছেন,—আমি তো দূতগণকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বোলেছি, কিন্তু তারা বলে যে, "আমরা স্বচক্ষে রাজকুমারের

অবিকৃত দেহ না দেখে কখনই রাজ্যে প্রত্যাগমন কোর্ব না,” তা আপনাদের এ বিষয়ে কি অনুমতি হয় ?

কাদ। মেঘনাদ! যে বিষয় কেহ কখন কর্ণে শ্রবণ করে নাই, এ তাহারা স্বচক্ষে না দেখে কিরূপে বিশ্বাস কোর্ব্বে ? আর যাঁকে ক্ষণকাল দর্শন করে আর চক্ষের অন্তরাল করা যায় না, সে সুমধুর মূর্ত্তি যারা শৈশবাবধি দর্শন কোরেছে, অবশ্যই তাদের এ বিষয় দেখান উচিত, যাও তাদের সহকারে নিয়ে এসো।

মেঘ। যে আজ্ঞা দেবি! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

কাদ। সখি! এ সকল বৃত্তান্ত যদ্যপি পরিচারকগণ স্বচক্ষে দেখে গিয়েও শ্বশ্রূগণের নিকট কীর্ত্তন করে,তত্রাচ তাঁরা কখনই এ সমস্ত বিবরণ কোন রূপেই প্রত্যয় কর্বে না, এখন কি উপায় করা যায়, যদ্দ্বারা সকল দিক বজায় থাকে ?

মহা। গুরুজনকে ছল বাক্য দ্বারা প্রতারণা করা উচিত নয়, কিন্তু কোন শুভ কার্য্য সাধনের জন্য মিথ্যা কথায় কোন দোষ সম্ভূত হতে পারে না।

কাদ। আচ্ছা, তোমার উপদেশ মতেই কার্য্য করা যাবে, কিন্তু হায়! পাছে দূত প্রমুখাৎ বার্ত্তা শুনে, মিথ্যা জ্ঞানে মহারাজ বা ঠাকুরণী সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এই আমার সাতিশয় শঙ্কার বিষয় হোচ্ছে।

(মেঘনাদ সহকারে কতিপয় রাজদূতের প্রবেশ।)

সকলে। দেবীগণ! আপনাদের অভিবাদন করি। মেঘনাদ মুখে যা শ্রুত হলেম,এমন কথা জন্মাবধি কখন কুত্রাপি শুনি

নাই, প্রাণবায়ু বিনির্গত হলে যে আবার কর্দ্দমময় দেহ পূর্ব্ব-ভাবে থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের সে বিষয় প্রদর্শন করে ক্ষোভ পূর্ণ করুন।

কাদ। (চন্দ্রাপীড়ের দেহাবরণ উন্মোচন করিয়া) দূতগণ! জগতে এরূপ প্রকার ব্যাপার কেহ কখন দৃষ্টি করে নাই,—তোমরা এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকলে স্বচক্ষে দেখে গেলে,—কিন্তু এ বিষম সংবাদ মহারাজের নিকট না কীর্ত্তন করে, তোমরা এইমাত্র বোলো যে, অচ্ছোদ সরোবরের নিকট কুমারকে দেখে এলেম, বিশেষ কার্য্যে তিনি নিযুক্ত আছেন, কার্য্য সিদ্ধি হ'লে, ত্বরায় বাটী প্রত্যাগমন কোর্‌বেন।

জনেক দূত। দেবি! আপনি যে অভিপ্রায়ে ওরূপ বল্‌ছেন, তা আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু মহারাজ ও মহিষীর কুমারের প্রতি এত দূর স্নেহ যে, ওরূপ প্রতারণা বাক্যে বরঞ্চ বিপরীত ফল হবার সম্ভাবনা।

কাদ। (ক্ষণ বিলম্বে) সখি মহাশ্বেতে! দূত অতি বিহিত কথা বোলেছে, আমি বিবেচনা করি যে, মেঘনাদ এদের সঙ্গে গিয়ে আর্য্যগণকে সমস্ত বিষয় সত্য কোরে বলুক, নতুবা হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা।

মেঘ। দেবি! আপনি বিস্মৃতা হলেন, আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, যাবৎকাল কুমার না প্রাণ প্রাপ্ত হন, তাবৎ-কাল আমরা বনবাসে কালাতিপাত কোর্‌বো, তবে আমায় কিরূপে এরূপ আজ্ঞা কোর্‌ছেন, সেইটে একবার বিবেচনা করুন।

কাদ। যথার্থ মেঘনাদ, আমি সে বিষয় একেবারে ভুলে গেছি, তা যা হোক, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে রাজধানীতে প্রেরণ কর, কারণ এক্ষণে নাথের জন্য অনুশোচনা করায় আরো অমঙ্গল আছে, সেইটী যাতে নিবারণ হয় তাই বোলে দিও। যে কার্য্যের কারণ পরিণামে শুভ ফল আছে সে বিষয়ের জন্য অনুতাপ করা অবিধি।

মেঘ। দেবি! আমাদের সহকারে তরিত্বক নামা একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, তাকেই দূতগণ সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রেরণ কোর্‌বো।

কাদ। আচ্ছা, ও বিষয়ের ভার তোমার উপর অর্পণ কোর্‌লেম, যাহাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তাহাই কর।

দূত। দেবি! আমাদের নয়ন আপনাদের চরণ সন্দর্শনে চরিতার্থ হলো, এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কাদম্বরী। আচ্ছা, তোমরা শ্বশ্রুগণকে উত্তমরূপে প্রবোধ দিও, যাতে কোনরূপ বিপত্তি না ঘটে।

দূত। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

দৃশ্য।

উজ্জয়িনী রাজোপবনস্থ শৈলেশ্বরের মন্দির।

(দেবী বিলাসবতী ধ্যানে আসীনা, অদূরে জনেক
সখী দণ্ডায়মানা।)

(নেপথ্যে মৃদু বাদ্য ও গীত।)

রাগিণী মুলতান।—তাল আড়াঠেকা।

ওহে ত্রিলোচন কর, মনদুঃখ নিরারণ।
করযোড়ে এই বর, চাহে এ অধিনীজন॥
অপত্য বিরহ শোকে, হৃদি জ্বলে মহা দুঃখে,
কেন দুঃখিনীর ধনে, পাঠাইনু সে কানন।
বারি ঝরে দুনয়নে, সদত অসুখী মনে,
নিজগুণ প্রকাশিয়ে, দেহ মোর সে রতন॥

বিলাস। (ধ্যান ভঙ্গে) হা ত্রিলোকনাথ মহাদেব! আপনাকে আমি আজন্মাবধি প্রতিদিন অনশনে অর্চ্চনা করে কত কালে চন্দ্রাপীড়কে পুত্ররূপে লাভ কোরেছি,এখন সে নয়নতারা ক্ষণকালের জন্য অদর্শন হোলেও সমস্ত জগৎ শূন্যময় দেখি,কিন্তু সেই পুত্র আমার বয়স্যের অনুসন্ধানে আজ কয়েক মাস নিউ-দ্দেশ, সুদ্ধ আপনার ভরসায় আমি এতাবৎ কাল নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু ক্রমে যত দিন অতীত হচ্ছে, ততই আমার দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হচ্ছে,এখন আর কিছুতেই মন প্রবোধ মান্‌ছে না,বৎসের অনুসন্ধানে যে কতিপয় দূত পাঠালেম, তারাও অদ্যাপি প্রত্যাগত হলো না, এক্ষণে কি করি? প্রভো! তোমার মনে কি আছে?

সখী। রাজ্ঞি! আপনি অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কা কোরে কেন আপনার মনোকষ্ট বৃদ্ধি কোর্‌ছেন? কুমারের কোন অত্যাহিত ঘটনা হবে না, এ আমি আপনাকে স্থির বোল্‌ছি, কায়মনে ভবানিপতির অর্চ্চনা করুন তা হ'লেই তিনি আপনার সর্ব্বত্র কুশলময় কোর্‌বেন।

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়াঠেকা।

কায়মনে ভাব সেই নিত্য নিরঞ্জন।
যোগেশ্বর যোগীবর, বৃষভ বাহন॥
বাগাম্বর শৃঙ্গিধর, শিরে শোভে জটাভার,
তিনি বিশ্বের আধার, সৃষ্টি স্থিতি কারণ।
মনোদুঃখ দূরে যাবে, কামনা পূরণ হবে,
সব দুঃখ ঘুচাইবে, সে পতিতপাবন॥

বিলা। সখি! অপত্য বিরহে প্রসূতীর যে কি দুঃখ তা পুত্রবতীই জানে,—পতি বিরহ বরঞ্চ সহনীয়, কিন্তু পুত্রের বিরহ মায়ের প্রাণে সয় না,—মহারাজ তো একেবারে শয্যা শায়িত হয়েছেন। রাজ-বাটীর আর সেরূপ শ্রী নাই,—সমস্তই যেন অনিচ্ছাক্রমে চালিত হোচ্ছে, কিছুতেই সুশৃঙ্খলতা নাই।

সখী। রাজ্ঞি! আপনার সমস্ত কথাই সত্য বটে, কিন্তু দূতগণ ত্বরায় প্রত্যাগমন কোর্ব্বে, তা হোলেই আপনার চিত্ত স্থির হবে।

(মনোরমার দ্রুতবেগে প্রবেশ।)

মনো। সখি! দূতগণেরা বৎসগণের সংবাদ এনেছে, শুন্‌লেম, যে তারা উভয়ে অচ্ছোদ সরোবরের সন্নিকটস্থ বনে আছে।

বিলা। হে ভগবান শূলপাণি! দেখ্‌বেন যেন এই দুঃখিনীগণ না মহাকষ্টে পতিতা হয়, বৎসগণ যেন কুশলে থাকে।

(জনেক রাজদূতের প্রবেশ।)

দূত। রাজ-মহিষি! প্রণাম হই।

বিলা। দূত! ত্বরায় বৎসগণের সংবাদ বলো,—তারা কি জন্য দশপুরী হতে পুনর্ব্বার অচ্ছোদ সরোবর সন্নিদ্ধ বনে প্রত্যাগমন কোরেছে? আমার নিকট যে বৎস "ত্বরায় প্রত্যাগমন কর্ব্বো" বোলে গেছ্‌লো, তবে আবার কিজন্য এমন হলো?—সেতো আমায় কখন ছল বাক্যে প্রতারিত করে নাই।

দূত। দেবি! আপনি উতলা হবেন না কাদম্বরী সহ তাঁরা উভয়েই অচ্ছোদ সরোবরের নিকট আছেন,—

বিলা। দূত! তোমার কথায় আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ হলো,—কাদম্বরী কে? আমিতো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, স্পষ্ট কোরে বল।

দূত। দেবি! আমি যা দেখেছি সমস্তই আপনাকে বোল্লেম।

বিলা। হা দূত! তোমার বচন ভঙ্গিতে আমার হৃদয় স্তম্ভিত হোয়ে আস্‌ছে, আমি যা মনে করেছি, তাই হয়েছে বুঝি? হা বৎস চন্দ্রাপীড়! (মূর্চ্ছা)

মনো। পরিচারিকা! দেখ দেখ সখী মূর্চ্ছা গেলেন, হায় সখি! তুমি একেবারে এমন হয়ে পোড়্‌লে?

(রাজা তারাপীড় ও শুকনাসের প্রবেশ।)

তারা। কৈ দূত কোথা? আমার নয়নতারা অন্ধের অবলম্বন চন্দ্রাপীড় কোথা? সে এখনো এলো না কেন? হা!

একি? মহিষী মূর্চ্ছা গেছেন? (মুখে জল সিঞ্চন করিয়া) মহিষি! গাত্রোত্থান কর, কেন কি হোয়েছে? চন্দ্রাপীড়ের সংবাদ এসেছে, আর চিন্তা কি।

বিলা। (মূর্চ্ছাপনোদনে) হা বৎস! এ দুঃখিনী তোমায় অধিক স্নেহ কোর্‌তো বলে, তাই আমাকে পরিত্যাগ কোর্‌লে! রে দগ্ধবিধে! এই কি তোর উচিতমত কার্য্য হলো? প্রসূতীর মনে এরূপ দুঃখ দেওয়া কি উচিত হলো? হায়! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি মহাপাপ কোরেছি, যে সেই জন্য আমায় এমন শোক সাগরে নিমগ্না কোর্‌লি?

শুক। মহিষি! মহারাজ! আপনারা মনোরমাকে নিয়ে ঐ তপোবন লতাকুঞ্জে যান, আপনাদের কোন চিন্তা নাই, হয় তো কোন সামান্য বিপদের কারণ বৎসগণ প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌তে পারে নাই, সে কি আমি অগ্রে শুনি, তৎপরে আশু প্রতিকারের উপায় কর্‌বো।

তারা। আচ্ছা শুকনাশ! তোমার কথাই আমরা পালন কর্‌ছি, কিন্তু যদি বৎসগণের কোন বিপদ ঘটনা হয়ে থাকে, তা হলে আমরা কেহই আর এ জীবন রাখ্‌বো না, এসো মহিষী, মনোরমা এসো।

[প্রস্থান।

শুক। (বক্ষে হস্ত দিয়া) দূত! যেরূপ দেখে এসেছ, ঠিক সেই সেই রূপ বল, বর্ণমাত্র অন্যথা করোনা।

দূত। এই তরিত্বক আস্‌ছে, ওর মুখে সমস্ত শ্রবণ করুন, আমি এক্ষণে নিষ্ক্রান্ত হই।

[প্রস্থান।

(তরিত্বকের প্রবেশ।)

তরি। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম হই,—

শুক। তরিত্বক! তুমি মহারাজের একজন প্রধান বিশ্বস্ত পাত্র, যা যা ঘটনা হয়েছে বল, তোমার কোন ভয় নাই।

তরি। দেব! সে স্থানে যা দেখে এলেম, এমন কেহ কখন শ্রবণ করে নাই।

শুক। তরিত্বক! যাহাই হউক, আমায় সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর।

তরি। দেব! তবে শ্রবণ করুন, কিন্তু সহসা শোকে বা মায়ায় মোহিত হবেন না।

শুক। তজ্জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।

তরি। দেব! কুমার, বৈশম্পায়ন উভয়েই সজ্জিত স্কন্ধাবার সহকারে প্রথমে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন, সমস্ত স্থান জয় করে সুবর্ণপুরে ছাউনি করে থাকেন, তৎপরে কুমার একদা সহচরগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বত সন্নিদ্ধ বনে মৃগয়ার্থ যাত্রা করেন, বনমধ্যে সকলকে পশ্চাদে রেখে একটা মায়ারূপী কিন্নর মিথুনের অনুসরণে অচ্ছোদ সরোবরের নিকট যান, সেথায় গৌরী ও হংস গন্ধর্ব্ব কুমারী মহাশ্বেতা নাম্নী এক পাশুপতব্রতাবলম্বিনী তাপসীর সহ সাক্ষাৎ লাভ করেন, পরিচয়ে সন্তুষ্টা হয়ে দেবী মহাশ্বেতা কুমারকে হেমকূট গন্ধর্ব্ব রাজধানীতে নিয়ে যান, সেস্থানে তিনি চিত্ররথ কুমারী কাদম্বরীর প্রিয়পাত্র হন, এমন কি তাঁর প্রত্যাগমনে কাদম্বরী সাতিশয় অধীরা হয়ে, এখানে কেয়ূরক নামা এক গন্ধর্ব্ব দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন, কুমার প্রথমে গন্ধর্ব্বকুমারীর মনোভাব

বুঝ্‌তে পারেন নাই, সেই জন্য পত্র প্রাপ্ত মাত্রে তিনি হেম-কুটে যাবার জন্য সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন, কিন্তু বৈশম্পায়নের রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন আশায় কয়েক দিন অপেক্ষা করেন, তৎপরে স্কন্ধাবার দশপুরী আসিয়াছে, শুনিয়া আগ্রহ সহকারে মহা-রাজের অনুমতিক্রমে সেখানে যান, কিন্তু সেখানে গিয়ে শুন্‌লেন যে, বৈশম্পায়ন সেখানে নাই।

শুক। সে কিরূপ? বৎসকে রেখে সকলে কিরূপে চলে এলো?

তরি। যে অমঙ্গল ঘটনার পরিণামে শুভ ফল আছে, তার জন্য বৃথা শোক করা বরং আরো অমঙ্গলের পোষকতা করা হয় দেব! কুমার স্কন্ধাবার পরিতাগ করে কতিপয় সহচর সহ অচ্ছোদ সরোবরে গেলেন, সেখানে পুনর্ব্বার দেবী মহাশ্বেতার সন্দর্শন লাভ করেন, তৎপরে সেখানে বৈশ-ম্পায়নের বিষয় সব শুন্‌লেম, তা আপনার নিকট প্রকাশ করতে পারিনা, কিন্তু তাতে তৎক্ষণাৎ তাঁর হৃদয় বিদারিত হয়।

শুক। হা বৎস!—(মূর্চ্ছা)

তরি। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ, পুত্রের অত্যাহিতের কারণ পিতার নিকট কেন প্রকাশ কল্লেম? (শুকনাশের মুখে জল দিয়া) দেব! আপনার ন্যায় জ্ঞানী ও মহাত্মার এরূপ অকিঞ্চিৎকর শোকে মোহিত হওয়া উচিত নয়, তা হলে অন্যে কি করবে?

শুক। (মূর্চ্ছাপনোদনে) তরিত্বক! যথার্থ বলেছ, আমার যথেষ্ট মূর্খের ন্যায় কার্য্য হয়েছে, যা হোক তার পর?

তরি। দেব পুণ্ডরিক ও চন্দ্রমা উভয়ে পরস্পরের অভি-সম্পাতের কারণ বারম্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, ত্বরায় তাঁরা উভয়েই জীবন প্রাপ্ত হবে, নতুবা মরণের পর আবার যে এই দেহ অবিকৃত থাকে, এ কে কোথায় দেখেছে ?

শুক। তরিত্বক! এ সকল বিষয় এত দূর অসম্ভবনীয় যে স্বচক্ষে দেখলেও সব স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় বোধ হয়, অতএব আমি মহারাজকে সমস্ত কীর্ত্তন করিগে, তার পর তাঁর অভিপ্রেত মত কার্য্য করা যাবে।

তরি। আপনার যেরূপ অভিরুচি।

শুক। তবে তুমি বিশ্রাম গৃহে গমন কর।

তরি। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

শুক। ত্বরিতকের বৃত্তান্ত যদ্যপিও কল্পিত গল্পের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু তত্রাচ সমস্তই সম্ভব্য,—মহিষি ও মনোরমা গর্ভবতী হবার পূর্ব্বে উভয়েই চন্দ্র ও পুণ্ডরিক স্বপ্নে দেখে,—যাক আর বিলম্বে কর্ব্বোনা, শোক সন্তপ্ত মহারাজা, মহিষী ও মনোরমা সকলকে প্রবোধ দিইগে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।

অচ্ছোদ সরোবর তীরস্থ আশ্রম।

(উচ্চ্যাসনে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ বসনাবৃত স্থাপিত।)

(কাদম্বরী মহাশ্বেতা তরলীকা আসীনা।)

কাদ। কৈ দেব কপিঞ্জল যে আজও এলেন না?

মহা। সইরে! যতকাল অদৃষ্টে কষ্ট থাকে, ততকাল কিছুতেই আর শুভ হয় না।

তর। দেবি! আপনাদের উভয়ের পতিপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা গুণে সমস্ত জগত স্তম্ভিত হয়েছে, বহুকাল অতীত করেছেন, সুদ্ধ আর সামান্য সময়ের জন্য উৎকণ্ঠিতা হবেন না।

কাদ। যথার্থ, সখি তরলিকা যা বলেছে, আমারও আজ কয়েক দিন সেইরূপ বোধ হচ্চে, ক্রমে ক্রমে প্রাণেশ্বরের দেহ যেন আরো দৈব জ্যোতিতে আবরিত হচ্ছে, প্রভাতীয় প্রভাকরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ও র শরীর হতে দিন দিন যেন অপূর্ব্ব লাবণ্য নির্গত হচ্চে, ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন আমার মুখ পানে চেয়ে মৃদু হাস্য করেন!

(জনেক পরিচারীকার প্রবেশ।)

পরি। দেবি! মহারাজ তারাপীড়, মহিষী বিলাষবতীর মন্ত্রীপ্রবর শুকনাশ ও দেবী মনোরমা দাস দাসী ও প্রজাগণ

সহকারে কুমারের দেহ সন্দর্শনে এসেছেন,—আপনাদের অনুমতি হলে আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবৃষ্ট হন।

কাদ। যাও, ত্বরায় শ্বশ্রুগণকে নিয়ে এসো।

তরি। যে আজ্ঞা দেবী। [প্রস্থান।

মহা। সই! অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে বসো।

(উভয়ের অবগুণ্ঠনাবৃত হওয়া)

(আলুলায়ীতা বেশে বিলাষবতী ও মনোরমা, পশ্চাতে তারাপীড় ও শুকনাশের প্রবেশ।)

বিলা। কৈ আমার বৎস কোথায়? (আবরণ উন্মোচন করিয়া) বাবা! তুমি কোথা গেছ? হায় হায়! কমল কুবলয় কহ্লার দুগ্ধফেণনিভ শুভ্র স্বর্ণপালঙ্কোপরি শয্যায় তোমার নিদ্রা হতো না,—এখন তবে কেমন করে তুমি এই শীলাখণ্ডে নিদ্রা যাচ্ছো? বাবা! তুমি যে আমার অনেক যত্নের ধন,—কত শত যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য করে তোমায় লাভ করেছি তা বলা যায় না,—একবার চাঁদমুখে মা বোলে ডাক, আমার তাপিত প্রাণ সুশীতল হোক,—

কাদ। হা নাথ! জননীর এ দুঃখ আমায় দেখ্‌তে হলো, হে জীবিতেশ্বর! তুমি কোথায় আছ এ দাসীকে ডেকে নাও,—(মূর্চ্ছা)——

তারা। মহিষি! দেখ দেখ বধুমাতা তোমায় শোকাভিভূতা দেখে মূর্চ্ছা গেলেন।

বিলা। কৈ মা কোথায়? (ক্রোড়ে লইয়া) আহা হাঁ রাজন! দেখুন বধুমাতা যেন মাতঙ্গপদ-দলিত কোমল কমল লতিকের

ন্যায়, একেবারে ধরাশায়িনী হয়েছেন,—হায়! আমাদের কি দুরদৃষ্ট! মহা হরিষে বিধাতা কেন এমন নিদারুণ বাদ সাধ্‌লে?

তারা। মহিষি! জগতপাতার অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি,—আমি আজ অবধি কোন অশ্রুত ঐশ্বরীক ব্যাপার শুন্‌লেও কখন অবিশ্বাস যাবো না, তাঁর পক্ষে স্বভা-বের স্থিরকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করাও আশ্চর্য্য নয়।

বিলাস। রাজন্‌! আমার হৃদয় শোকে বিদারিত হচ্ছে, যাকে আমি বিবিধ হীরকালঙ্কারে বিভূষিতা করে রাজপ্রাসাদে শোভান্বিতা কর্‌তেম, এবং যার উদ্বাহের মঙ্গলময় ধ্বনিতে সমস্ত রাজ্যে ব্যাপৃত হতো, সেই আম্পদের বধূমাতাকে বৈধব্যদশা-গ্রস্থা তাপসী দেখ্‌তে হলো? মা! একবার ওঠো, আমার সঙ্গে কথা কও, আমার কাঙ্গালের ধন যাতে প্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাই কর।

কাদ। (মূর্চ্ছাপনোদনে) হাঃ! মা! আমি কি নিদ্রা গেছ্‌লেম?

তারা। বৎসে! অল্পক্ষণ স্থির হও, অগ্রে বিস্তারিত মনোভাব সমস্ত সংযত কর, তৎপরে বাক্য প্রয়োগ করো।

কাদ। (অধোমুখে) মা! পিতঃ! আপনাদের চরণে আমার প্রণাম।

সকলে। বৎসে! শীঘ্র তোমার আইয়ত্ত পুনঃপ্রাপ্ত হও।

[সকলের প্রস্থান।

কাদ। আর্য্যগণ! অগ্রে আপনারা সকলে আমাদের শিলা গহ্বর দেখে শ্রান্তি লাভ কর্‌বেন চলুন, তৎপরে যাহা বিহিত করা যাবে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য।

কাদম্বরীর আশ্রম।

(কাদম্বরী মদলেখা আসীনা।)

কাদ। মদলেখে! মদনোৎসব কাল পেড়েছে বোলে নেপথ্যে কে যেন বসন্তসূচক গীত গাচ্ছে,—আমরা সকলে এই মহা শোকসাগরে নিমগ্না, এমন সময় কে ওরূপ গান গাচ্ছে?

মদ। দেবি! আমার বোধ হোচ্ছে যে ও স্বর দেবী মহাশ্বেতার,——

কাদ। মদলেখা পাগল হোয়েছিস? প্রিয়সখী স্বামী বিরহে এতাবৎ কাল কি ভাবে কালাতিপাত কোর্‌ছে, তার কি এখন সঙ্গীতের সময়?

মদ। আচ্ছা সখি, আমি দেখে আসি। প্রস্থান।

কাদ। (স্বগতঃ) হায়! কত দিনে যে নাথের শাপ বিমোচন হবে, তার আর স্থির নাই, আমি কি অভাগিনী যে এই মধুমাসে স্বামী স্বত্তে, এই বিরহ বেদনায় যন্ত্রণা পাচ্ছি? (চন্দ্রাপীড়ের আবরণ উন্মোচন করিয়া কপাল চুম্বন পূর্ব্বক) প্রাণেশ্বর! আমি আর এরূপ ভাবে থাক্‌তে পারি না! তোমার জন্য আমার যে কি হোচ্ছে, তা বোল্‌তে পারি না,—নাথ! একবার ওঠো,—এই দাসীর সহ একবার কথা কও, উঃ! কি যন্ত্রণা,—কৈ নাথ কথা রাখ্‌লেন না? তবে কি অভাগিনীকে আপনি ভালবাসেন না?

(চন্দ্রাপীড়ের গাত্রোত্থান করণ।)

কাদ। নাথ!

চন্দ্রা। অয়ি সরলে! ভয় কি? অদ্য আমার শাপাবসান হয়েছে, (চিবুক ধরিয়া) হৃদয়-রঞ্জিনি! তুমি আমার যা কর্‌লে তা এ আমার জাবজ্জীবন স্মরণ থাক্‌বে, কদাচ বিস্মৃত হবো না, আর চিন্তা কি? এবারে আর আমাদের জীবন স্বত্তে বিচ্ছেদ হবে না।

(মদলেখার প্রবেশ।

মদ। (চন্দ্রাপীড়কে দেখিয়া) ওমা! দেবি! আর কি, এই যে ঠাকুর-জামাই পুনর্জীবিত হয়েছেন! মা ভগবতি! তোমার চরণে প্রণাম করি,—সই! আমি এ শুভ বার্ত্তা সকলকে বলিগে।

(পুণ্ডরিক, কপিঞ্জল, মহাশ্বেতা ও তরলীকার প্রবেশ।)

চন্দ্রা। হা বয়স্যগণ! এসো আজ আমাদের পরম আহ্লাদের দিন।

পুণ্ড। কুমার! আমাদের অদৃষ্টের কি ফের? যা হোক, আমাদের জন্য যে এই কুলকামিনীগণ এতাদৃশ কঠিন কষ্ট সাধন করেছে, এদের ঋন কি দিয়ে পরিশোধ কর্ব্বো?

(নেপথ্যে) বৎসগণ! সে চিন্তা তোমাদের কর্‌তে হবে না।

(চিত্ররথ, হংস, মদিরা ও গৌরী অপ্‌সরা তৎপশ্চাৎ তারাপীড়, শুকনাশ, বিলাসবতী ও মনোরমার প্রবেশ।)

চন্দ্রা ও পুণ্ড। আমরা আপনাদের প্রণাম করি।——

বিলাস। বাবা চন্দ্রাপীড়! তুমি যে কে তা আমি জান্‌তেম না, বাবা! তোমায় গর্ভে ধরে আমি চরিতার্থ হয়েছি।

তারা। বৎস! আমার কথা শোন, তোমার বদন পুনঃ সন্দর্শন ও বচন শ্রবণ কোরে, আমার ঐহিকের সমস্ত সুখ অনুভুত হয়েছে, আর কিছুমাত্র বাঞ্ছা নাই, সুদ্ধ আমার এই বক্তব্য যে, গন্ধর্ব্বরাজ ও মহিষি তোমাদের বধূমাতাগণ সহ প্রকাশ্যরূপে পরিণয় দেন, আমি এই স্থানে তপ সাধন কোর্‌তে মানস কোর্‌ছি, আর শুকনাসের অনন্য গতি নাই, তা তোমাদের আশীর্ব্বাদ দিলাম, যে বধূমাতাগণ সহ সুখে রাজ্য করগে।

বিলা। হ্যাঁ বাবা! আর আমাদের কোন বাঞ্ছা নাই, বৎস পুণ্ডরিক সখী মনোরমে ও আমার সহ রইলো দেখো আমার চন্দ্রাপীড় যেন কোন কষ্ট পায় না।

তারা। গন্ধর্ব্বরাজ! বৎসে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার উভয়েয় পতিপরায়ণতা সন্দর্শন কোরে আমি যথেষ্ট পরিতোষ লাভ করেছি, অধিক বলা বাহুল্য আমি বৎসগণকে তোমাদের হস্তে অর্পণ কোল্লেম, সাদরে ওদের পালন কোরো।

শুক। তাই চলুন, আসুন মহিষী।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

Printed by B.M.Bhattacharjya, 115 Chitpore road.

বিজ্ঞাপন।

অস্মদ্দেশে সচরাচর যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া নাটকাদি লিখিত হইয়া থাকে, আমি সে প্রথা অবলম্বন করি নাই। তবে যে সকল ভয়ানক দোষ ও বিগর্হিত আচার ব্যবহার বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজে প্রচলিত আছে, এই 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' নাটকে তাহাই সাধ্যানুসারে বর্ণন করিলাম। পরন্তু এই পুস্তকের অনেক স্থলে ইংরাজি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, আধুনিক অবস্থাতে এদেশের লোকেরা যে প্রকার কথা কহিয়া থাকেন, কথিত নাটকে তাহার যথার্থ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য। অপরন্তু অনেক নাটকে পদ্য এবং সুদীর্ঘ শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে এই নাটক দ্বারা বঙ্গ-সমাজের যে কতদূর উপকার হইবেক, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে যদি কিয়ৎ-পরিমাণেও পাঠকগণের তৃপ্তিকর হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
২১শে আশ্বিন
সন ১২৭৮ সাল

উপহার।

পরম প্রণয়াস্পদ।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারি লালগুপ্ত সি,এস্।

প্রিয় বন্ধো!

বাল্যকালাবধি আমরা পরস্পর অকৃত্রিম প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ আছি। দুঃখের সময় তোমার প্রবোধ বাক্য দ্বারা দুঃখের লাঘব, ও সুখের সময় তোমার উৎসাহ বচন দ্বারা সেই সুখ দ্বিগুণিত হয়। সুতরাং এবম্বিধ মিত্র সমক্ষে হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটন করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতির উদ্দেশে প্রায় সার্দ্ধত্রয় বৎসর কাল সুদূর, দুর্গম-সাগর-পারস্থিত রাজ-ভূমি ইংলণ্ড দেশে অবস্থান করিয়াছিলে। জন্মভূমির উপর তোমার এতদূর আসক্তি, যে সহস্র ক্রোশ দূরে থাকিয়াও ইহাঁকে বিস্মৃত না হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গ ভূমির প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলে। আমিও তোমার সেই বাসনা পরিপূরণার্থে বহু যত্ন পুরঃসর এই দৃশ্য-কাব্য কুসুম প্রস্তুত করিয়াছি। এক্ষণে তুমি জগৎপাতা জগদীশ্বরের কৃপায় সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছ, আমিও উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া, প্রিয়দর্শন! তোমার কোমল-করপল্লবে আমার এই "সাক্ষাৎ-দর্পণ" অর্পণ করিলাম। ইহা তোমার পক্ষে অনুপযুক্ত হইলেও সূর্য্যরশ্মি সংযোগে কমলিনী প্রস্ফুটনের ন্যায় আমার এই মনোদ্যান কুসুম তোমার সস্নেহ দৃষ্টি পাতে যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই।

তোমারই——

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ।			
কালিকুমার		হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র	হরিশ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র
১	১৬	ষ্টকিং	ষ্টিকিং
১	১৭	ষ্টকিং	ষ্টিকিং
১	২১	ষ্টকিনের	ষ্টিকিনের
৯	৬	জিজ্ঞাসিলে	জিজ্ঞাসিলে
১৫	২২	"ইমপাটিলেণ্ট"	"ইমপার্টিনেণ্ট"
১৬	৮	"ট্রাবেল্"	"ট্র্যাভেল"
১৬	৯	।	?
১৬	১২	কেমন,	কেদার।
১৬	১২	"টর্টি"	"টিট্"
১৬	১৪	"টর্ট"	"টিট্"
১৬	১৫	"দোর্ভডিজা"	"দেডিজার্ভ"
১৬	১৫	"ট্রিটমেণ্ট"	"ট্রিটমেণ্ট"
১৭	১৫	কাহার	কার
১৭	১৫	তাহার	তার
ঐ	ঐ	তাহার	তার
ঐ	২৫	স্বীয়	তার
২৭	২৫	কোলে	কোল

		ঘ্বণা,	ঘৃণা হলো
২৮	৪।৫	আমার ইচ্ছাও নাই বিবাহ কর্ত্তে।	আমার বিবাহ কর্ত্তেও ইচ্ছা নাই
২৮	৫।৬	হইয়াছে	হয়েছে
২৮	৬	তাঁহাদের	তাঁদের
২৭	২৩	সরস্বতি	ভগবতি
৩১	৯	আলোকে	আলোটে
৩১	১৪	দিয়েছে	দিলে
ঐ	১৬	দিয়েছে	দিলে
৩২	৪	মিম্‌স	সিম্‌স
৩৯	৭	বলে জানাতে	বলা যায় না।
৩৯	২০	(ঘুর্ণায়মান)	০
৪১	১০	গাছি	গাছা
৪২	২১	সম্”	স্যাম”
৫২	৬	হরিণী যুবক	যুবতী হরিণী
৫২	৭	থেকে	দেখে
৫২	১৯	এত তার	এত কি তার
৫৯	২০	কড়	মড
৬১	৭	চক্ষুর	চক্ষের
৬২	২৫	ভুমি	ভূমি
৬৮	৪	আমাদের	তোমাদের
৬৯	১	জানিতে পারে	জানিতে কি পারে
৬৯	৯	দেখে	দেখি
৭৫	১২	একটী	একটীও

৭০	১৯	(সুবোধের প্রস্থান)	
৮২	৪	মীত বর	নীত বর
৮৮	২৬	কেস	কেন
৯৪	১০	দেখ দেখি	দেখ দিকি
৯৪	১৬	করো	কোরো
৯৫	৮	রাত্রি গেল	রাত্তির গেল
৯৫	২২	মনস্কাম	মনস্কামনা
১০৯	৩	এসে চারি	এসে আমার মনের চারি
১১১	১৮	বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমানে
১১২	৫	যেতাম;	যেতাম
১১২	১২	গেলে পরে তোমার	গেলে তোমার
১১২	২০	ঢুকলে	ঢোকে
১১২	২০	ফেলিয়া	ফেলিয়া আর
১১৫	২১	ভুমি	ভুমি

সাক্ষাৎদর্পণ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথমগর্ভাঙ্ক।

— ০ —

কলিকাতা হরিশ বাবুর বৈঠকখানা।

বাবু আসীন।

(সাংসারিক্ খরচের হিসাবাদি সম্মুখে)

হরিশ। (স্বগত) হুঁঃ। এ ব্যাটাদের আর কিছু না, কেবল্ ফাঁকি দেবার পন্থা। ওরে নিমে,

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

(নিমের প্রবেশ।)

হরিশ। একবার তামাক্ দে ; আর ওম্নি ঘোষ্‌জাকে ডেকে দে।

(নিমের প্রস্থান।)

হরিশ। (স্বগত) ছেলে বাবুদের বাবুয়ানা চাল্ দেখে, আর বাঁচা যায় না। ষ্টিক্, ষ্টকিং, রুমাল্ নইলে বাবুদের বেরোনো হয় না। আবার হাপ্ ষ্টকিং! হাপ্ ষ্টকিং পায় দেওয়া নয়্‌তো ; যেন পায় একটু ন্যাক্ড়া জড়ান! এ ন্যাক্ড়া জড়িয়ে যে কি হয়, তাতো বল্‌তে পারিনে। আমাদেরত এক কাল ছিল। আম্রাও ইয়ং বেঙ্গল্ ছিলাম। এ হাপ্ ষ্টকিনের নামও তো কখন শুনিনি। যিনি পেটে

খেতে পান্ না, তিনিও কোঁচার ফুলটী ধোরে হাপ্ ষ্টকিং পোরে বেড়ান্। কিছু হোক্ আর নাই হোক্, ইংরেজদের মুল্লুক্ হোয়ে, ছেলেগুলো বয়ে গেল। ছেলেদের বিদ্যেত বড়। আকাঁড়া বিদ্যে, কিন্তু অনুষ্ঠানটুকু বিলক্ষণ। মাসে মাসে স্কুলের মায়িনে দেও, নতুন্ নতুন্ বই দেও, কাপড় দেও, জুতা দেও, চাদর দেও, তার পরে ছেলে বড় হলো, হয়ে মদ্ মাংস খেতে আরম্ভ কল্লেন্। বাপ্ মার প্রতি শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আর ভয়ানক্ গোঁয়ার হয়ে উঠ্লেন্! সকলকেই তৃণবৎ বোধ কোর্ত্তে লাগ্লেন। গেল গেল, সংসার গেল !!! আর হবেই ত, এইতো কলির প্রথম বইতো না, আরো কত কি হবে !!! (জৃম্ভণ)

(ঘোষজার প্রবেশ)

ঘোষ। মশাই, আমাকে কি ডেকে ছিলেন্?

হরিশ। হাঁ, হাঁ, এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

ঘোষ। আজ্ঞে, বাজারের খরচটা চুকুয়ে দিচ্ছিলাম্।

হরিশ। (ঘোষজার প্রতি হিসাবের ফর্দ্দ নিক্ষেপ করত)
ওটা কি লিখেছ?

ঘোষ। (চস্‌মা গ্রহণ করত) আজ্ঞে এটা— মেজো বাবুর হাপ্ হাপ্—

হরিশ। হা লুম্! ওটা নয়, ওটা নয়: ওখানে বোসে কেবল্ হাপ্ প্ কোচ্ছেন্, ওটাত "হাপ্ ষ্টিকিং"। ওর নিচেটা পড়ো।

ঘোষ। (চস্‌মার দ্বারা স্পষ্টরূপে দৃষ্টিপাৎ করত)—আজ্ঞে ওটা পাল্কিভাড়া, ছ—আনা।

হরিশ। কার পাল্কি ভাড়া?

ঘোষ। কেন, আপনার।

হরিশ। কবেকার?

ঘোষ। কাল্‌কে আপিশ যাবার্‌।

হরিশ। আ-মোলো! আমি কাল্‌ পেট্‌ কাম্‌ড়ানর জ্বালায় ছট্‌পট্‌ কর্‌চি! আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি! ব্যাটা বলে কি না "আপনার আপিশ যাবার"!!

ঘোষ। আজ্ঞে। বিষ্ণু! ভুল হোয়েছে, বড় বাবুর চোর-বাগানে যাবার পাল্কি ভাড়া।

(নিমের প্রবেশ)

হরিশ। হ্যাঁ রে নিমে, কাল্‌ বড় বাবু পাল্কি চোড়ে চোর-বাগানে গিছ্‌লো?

(ঘোষজার নিমের প্রতি ইঙ্গিত)

নিমে। (মস্তকের কেশ কুণ্ডয়ন্‌ করিতে করিতে) আজ্ঞে আজ্ঞে, আমিত ছিলেম্‌ না!

হরিশ। "ছিলেম্‌ না কি রে"? সমস্ত দিন আমার পেটে তেল্‌ জল দিয়েছিস্‌। আবার ব্যাটা বলে 'ছিলেম্‌ না।'

নিমে। আজ্ঞে, সে যে সকালে।

হরিশ। তবে, বড় বাবু কখন্‌ গিছ্‌লো?

ঘোষ। আজ্ঞে বিকেলে।

(ঘোষজার প্রতি গুপ্তভাবে ইঙ্গিত করিতে করিতে নিমের প্রস্থান।)

ঘোষ। (পুনরায় কিছুক্ষণ পরে) আজ্ঞে গয়লার দুদের হিসেব্‌টা একবার দেখ্‌তে হবে।

হরিশ। দুদের না জলের?

ঘোষ। আজ্ঞে আজ্‌ কাল্‌ এই রকমই সর্ব্বত্র।

হরিশ। সর্ব্বত্র কি রে? এই হলধর বাবুদের বাড়ীতে ত খাসা দুদ দেয়। তারা পয়সা দেয়; আর আমরা কি পয়সা দিইনে?

ঘোষ। সে দিন্ মশাই যে দুদ খেয়ে এসেছেন, সে অনেক অনুসন্ধান কোরে এনেছিল। কারণ, ওদিন দুজন পাঁচ-জনকে নিমন্ত্রণ করেছিল।

হরিশ। বটে, এতো ভয়ানক পাগল্ হে! তা হবেই ত, নিজে ঘোষ। গয়লা কখনো গয়লার নিন্দে করে!—শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল্।

(হরিহর বাবুর প্রবেশ)

হরি। কি হচ্ছে হরিশ্ দাদা?

হরিশ। এস ভাই এস। এই সব্ গয়লা ব্যাটাদের কথা হচ্ছিল। ব্যাটারা এক সের দুদে; দুসের জল দেয়।

হরি। ও কথা ভাই, আর বলোনা। সব জায়গায় সমান্। এমন্ কি, শুনুতে পাই, ব্যাটারা, দুসের চার সের বেশী দর-কার হলে, ভাঁড়ে না থাকলেও ভয় খায় না। পাৎকোর ধারে গিয়ে, গাই দুয়ে দেয়!!

ঘোষ। আজ্ঞে যা বোল্লেন্, তা যথার্থই বটে।

হরিশ। সে রকম্ তদারক কল্লে, আর এ রকম্ হয় না।

ঘোষ। তদারক্ মশাই করাত বড় সহজ নয়। যদি বাড়ীতে জল্ মেশালে!

হরিশ। আমি তোমার কথা শুনুতে চাইনে। যা বল্লেম্ তাই কোরো।

ঘোষ। আজ্ঞে, তবে এখন আমি নিচেয় গিয়ে, বাজার খরচটা চুকিয়ে দিইগে।

(ঘোষের প্রস্থান)

হরি। ওহে! বিয়ের বড় গোল্ হোচ্ছে।

হরিশ। কেন, গোল্ কি?

হরি। গোল্ কি জান, হলধর বাবু, যে গহনা দিতে চাচ্ছেন্

তাতে ত কোন মতেই সম্মত হওয়া হয় না। তিনি বলেন্, "আমি সমুদয় গহনা দিব—কেবল বালা, সিঁতি, আর পাঁইজোর তিনি দেবেন"। আবার বলেন, "বিবাহেতে অধিক ব্যয় কর্ত্তে পারবেন্ না"। আমার, বরাবর ইচ্ছে ছিল যে, নলিনীর একটু ঘটা কোরে বিবাহ দিব। কেন না, এইবার হোলেই আমার হলো। আর একটা কথা, (মৃদুস্বরে) হলধরবাবুর ছেলেটীর চরিত্রের বিষয়, যে প্রকার শুন্লেম্; তাতে ত আমার একটুও ইচ্ছা নাই, যে তার সঙ্গে নলিনীর বিবাহ দিই। সে নাকি এক-বার খৃীষ্টান্ হোতে গিয়েছিল। আরও শুনেছি, মদ্ মাংস চলে। তার নাকিকিছুই অখাদ্য নাই! কিছুই অকার্য্য নাই! একে, কামিনীকে দিয়ে, আমি যে ভুগ্‌ছি; তাত আর বোলে জানান যায় না। বল্‌বো কি দাদা! মেয়েটার বিবাহ পর্য্যন্ত যামাই একেবারে বাড়ী পরিত্যাগ কোরেছে!! আর অখাদ্য ভোজন, বেশ্যা গমনেরত কথাই নাই! তা ভাই, এবার আমার বিলক্ষণ বহুদর্শীতা হোয়েছে। "আর নেড়া বেল তলায় যাবে না"। তবে বিধির নির্ব্বন্ধ কিছুই বলা যায় না। এ দিকে, মেয়েটীও যোগ্যা হয়ে উঠেছে। আর ত রাখাও যায় না।

হরিশ। তবে জেনে শুনে ওখানে সম্বন্ধ স্থির করে ছিলে কেন?

হরি। আমার শাশুড়ী, হলধর বাবুর পিসী হন্। তাঁরির জেদে ওখানে সম্বন্ধ হয়। আর শুনেছিলাম অনেক গহনা দেবে। আমার পরিবারেরও নিতান্ত ইচ্ছে যে, ঐ খানে বিবাহ হয়। কেবল এই সকল কারণেই কথা বার্ত্রা হয়। কিন্তু

যখন পষ্ট দেখ্‌ছি সকল বিষয় ফক্কা, তখন আর কেমন কোরে রাজী হই ?

হরিশ। তবে এখন্ কি করা স্থির হলো ?

হরি। আচ্ছা, সুবোধের সঙ্গে কেন এটা হোক্ না ? আমার-দের চিরকালের বন্ধুত্ব। এই জন্যই আমার নিতান্ত ইচ্ছে ; তোমার কোন ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েটীর বিবাহ হয়। তা হলে আমাদের পুরাতন সৌহৃদ্য আরও বদ্ধমূল হয়। (হরিশের হস্তধারণ পূর্ব্বক) "তা আমার এই কথাটী রাখ্‌তে হবে !"

হরিশ। দেখ ভায়া, আমাকে তোমার এত কোরে বোল্‌তে হবে না। আমারও কম্ ইচ্ছে নয়, যে তোমার কন্যা, আমার পুত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হোয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু ভাই কি করি, আমার ছেলে টা বড় বদ্। আমি যত তার বিবাহের সম্বন্ধ করি, সে ততই তার প্রতিবাদী হয়। আর দেখ, কালীকে ত, আমি ত্যেজ্যপুত্র করিছি। সেটার মুখও দর্শন্ করি না। সুবোধ ছোঁড়াকে ভালবাসি। ওর যাতে মন্দ হয়, কি অসুখ হয়, তাত আমি কোন প্রকারে কর্ত্তে পারিনে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো। তার যদি ইচ্ছে হয়, আমার কোন বাধা থাক্‌বে না।

হরি। সে কি দাদা ! তুমি কি ভেবেছ, সুবোধ তোমার কথা অবহেলা কোর্‌বে ! সে তেমন্ ছেলে নয়। তার মত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ছেলে, আজ্ কাল্ পাওয়া ভার। আর আমার বোধ হয় যে, তার সম্পূর্ণ ইচ্ছে যে নলিনীর সঙ্গে বিবাহ হয়। কেন না, আমি দেখ্‌তে পাই, প্রায় সে, নলিনীকে পড়ায়, ও উপদেশ দেয়। প্রায় একত্রে থাকে। বিশেষ, নলিনীও নিতান্ত মন্দ দেখ্‌তে নয়।

হরিশ। আরে ভায়া ; আমি কি জাহাজ্ থেকে নেবে এলেম্, যে তুমি ঐ কথা বোল্‌ছো। আমি সুবোধের এতো সম্বন্ধ কোরেছিলাম; কিন্তু তোমার মেয়ের মত পাত্রী, আমি একটীও পাইনি। তা সে যা হোক, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছে যে, সুবোধের সঙ্গে নলিনীর বিবাহ হয়।

হরি। দেখ হরিশ্ দাদা, আজ্ যেন আমি, ধড়ে প্রাণ পেলেম্। আমার যে আজ্ কি শুভ দিন, তা বোলে জানাতে পারি না। আমার বরাবর ইচ্ছে, নলিনী তোমার পুত্রবধূ হয়। কেবল আমার শাশুড়ী মাগী, আর পরিবারের জন্যে এত দিন্ ইচ্ছে প্রকাশ কর্ত্তে পারিনি। যা হোক্, এখন্ জগদীশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্।

হরিশ। আমারও যে কি সৌভাগ্য, তাও আমি বল্‌তে পারিনে। যেমন আমার সুবোধ—নলিনী তার উপযুক্ত পাত্রী। ফলতঃ নলিনীর সঙ্গে সুবোধের সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

হরি। তবে পত্রাপত্র কোরে, একটা দিন্ কেন ধার্য্য করা যাক্ না?

হরিশ। হান্ কি?

হরি। (পঞ্জিকায় অন্বেষণ করত দৃষ্টি পূর্ব্বক) এই মাসের পঁচিশে তারিখে দিন্ ভাল আছে।

হরিশ। আজ্ পাঁচুই! তা হলে একটু, হটাৎ হয়না? কেন না উদ্যোগ কর্‌তে হবে। সুবোধের বিবাহ, আমার যেমন তেমন করে, সমাধা কর্ত্তে ইচ্ছা নেই।

হরি। পত্র করা বই ত নয়। তাতে ত আর বিশেষ কোন উদ্যোগের আবশ্যক নেই। তার আর কি, এখনও কুড়ি দিন সময় আছে।

হরিশ। (উচ্চৈস্বরে) নিমে, তামাক দে যা। (নেপথ্যে, আজ্ঞে যাই) (হরি হরের প্রতি) না আমি বল্‌ছিলাম্ কি জান, সুবোধের যদি এত শীঘ্র বিবাহ কর্ত্তে না ইচ্ছে হয়।

(নিমের তামাক্ লইয়া প্রবেশ)

হরি। (ধূমপান পূর্ব্বক) যদি বিবাহ কর্ত্তেই হলো; তা হোলে দু চার মাস্ অগ্র পশ্চাতে কোন এসে যায় না। তার জন্যে তুমি ভেবো না। সুবোধ তোমার কথার অন্যথা কখনই কর্‌বে না।

হরিশ। আচ্ছা যা ভাল হয়, তাই কর।

হরি। বিবাহটা কোন্ মাসে স্থির করা যায়?

হরিশ। যদি এই মাসের পঁচিশে তারিখে পত্র করা স্থির হয়, তবে আর মাস নাগাৎ দেখা যাবে!

হরি। বেশ্ কথা। "শুভস্য শীঘ্রং" (কিঞ্চিৎ বিলম্বে) তবে এখন উঠি। স্নানটান্ করা যাক্‌গে। বিশেষ গিন্নীকে খবরটাও দেওয়া যাক্। আর শীতকালের বেলা, না দেখ্‌তে দেখ্‌তেই বেলা হয়ে পড়ে।

(হরি হরের প্রস্থান)

হরিশ। নিমে তেল নিয়ে আয়। (নিমের তৈল লইয়া পুনঃ প্রবেশ) (তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে স্বগত) হরিহর ভায়া ত, বিবাহের স্থির কোরে গেলেন্। তা—আমারও নিতান্ত অমৎ নাই—মেয়েটীও মন্দ নয়—বেশ্ স্বাকারা—আর খুব্ স্বল্প ব্যায়েও কাজটা নির্ব্বাহ হতে পারে। কিন্তু সুবোধের যে রকম ভাব দেখ্‌ছি, তা ত বিলক্ষণ। ও ছোঁড়া যে কি ভেবেছে, তা কিছুই বলা যায় না। বিবাহ যেন তার বাঘ্—না ভালুক্! কাম্‌ড়াবে নাকি! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ভাল-দেখা যাক্! (গাত্রোত্থান)

প্রথম অঙ্ক।

নিমের প্রবেশ।

নিমে। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করতঃ) বড়মানুষের আঁস্তাকুড়ও ভাল। এই বাবু উঠে গেলেন, আমি দিব্যি কোরে ফুলেল তেল মাখ্‌ছি। বাবু এই সিদিনে আট টাকা দিয়ে কাপড় কিনেছেন, দুমাস বাদে নিমচাঁদের। কোঁচাতে নেগিয়ে একটু ফাঁসিয়ে রাখবো, পরে জিজ্ঞাসিলে বল্‌ব পুরোণো কাপড় ছিঁড়্‌বে না! ছেলে বাবুরো সুখে থাক্, জুতোর ভাবনা নেই। আর বাড়ীতে খাওয়ান দাওয়ান জাগ যজ্ঞী হোলেত কথাই নেই। দশটী জোড়া জুতোর কাজ্ করবো। আজ কাল কিছু খদ্দেরের অভাব নেই। মাজারি গোচ অনেক বাবু আছেন, পুরোণো জুতো অথচ গোরার বাড়ীর হওয়া চাই, খুঁজে বেড়ান।

(নেপথ্যে—নিমে) আঃ এই আবার হাম্‌লে উঠ্‌লেন!

(উচ্চৈঃস্বরে) আজ্ঞে যাই।

[নিমের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

-০*০—

দ্বিতীয়গর্ভাঙ্ক।

হরিহর বাবুর বাটীর অন্দর গৃহ।

(সুবোধ ও নলিনী আসীন)

সুবোধ। (নলিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ওটা এম্‌নি কোরে ঘুরিয়ে নিয়ে এস, দেখো যেন হাত্ কাঁপে না, আবার ঐ অক্ষরটা লেখ। হ্যাঁ এই বার হয়েছে। আচ্ছা, এখন লেখা থাক্। দুকুর বেলা ভাত্ খেয়ে এক সেলেট্ লিখে রেখো, আমি বৈকালে এসে দেখ্‌ব। এখন আমি যাই। আমার স্কুলে যাবার বেলা হলো।

নলিনী। আমার পড়া বলে দেবে না?

সুবোধ। তবে শীগ্‌গির পড়ে নাও।

নলিনী। আমি শীগ্‌গির পড়্‌তে পারিনে। তুমি আর একটু খানি কেন বসোনা : (পুস্তক লইয়া) "আই, এম, আপ"।

সুবোধ। আমি উপরে আছি।

নলিনী। "হি ইজ্ ইন্"।

সুবোধ। তিনি ভিতরে আছেন্।

নলিনী। কি মানে "তিনি"?

সুবোধ। 'হি' মানে তিনি।

নলিনী। 'উই, গো, ইন্'।

সুবোধ। আমরা ভিতরে যাই।

নলিনী। কি মানে "আমরা"?

সুবোধ। 'উই' মানে আমরা।

নলিনী। 'উই, ডু, গো'।

সুবোধ। আমরা গমন করি।

নলিনী। 'ইট্, ইজ্, এন্, অক্স'।

সুবোধ। ইহা হয় এক বলদ।

নলিনী। 'ইট মানে কি'।

সুবোধ। ইট্ মানে ইহা।

নলিনী। "ডু নট্ পিঞ্চমি,,।

সুবোধ। আমাকে চিম্‌টী কাটিওনা।

নলিনী। (হাস্য করতঃ) কি মানে "চিম্‌টী"।

সুবোধ। "পিঞ্চ,,। মানে আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত তুমি মুখোস্ত কর; যদি তুমি পার তা হলে আবার নতুন পড়া দেব। আমি এখন যাই। অনেক দেরি হোয়ে গেল।

[সুবোধের প্রস্থান।

হরিহর বাবুর প্রবেশ।

নলিনী। বাবা! আজকে কেমন এক মজা পড়েছি। আচ্ছা, বলদিকি, "ডু নট্ পিঞ্চ" মানে কি!

হরি। (নলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া) কেন, তোর সুবোধ দাদা কি বলে দিয়েছে।

নলিনী। সুবোধ দাদা ঠিক্ বলে দিয়েছে, "পিঞ্চ' মানে কি জান। 'পিঞ্চ' মানে (অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করতঃ) চিম্‌টী—ই, বাবা! সুবোধ দাদা 'বলেছেন আমার ইংরিজী বইতে অনেক মজার মজার গল্প আছে"। আমি এই বার অবধি খুব পড়্‌বো। পড়লে, কেমন সব ভাল ভাল গল্প শিখ্‌বো। আর সুবোধ দাদা আমাকে পড়াবে।

মোক্ষদার প্রবেশ।

হরি। (হাসিতে হাসিতে) ওগো, তোমার মেয়েযে, বিবি হোয়ে

পড়্লো দেখ্ছি! ও বলে 'কেবলি ইংরাজি বই পড়্বো'। তা ওর এক জন সাহেবের সঙ্গে বিয়ে না দিলে তো নয়!

মোক্ষদা। ওলো! তোর দিদি এয়েছে, তোকে ডাক্‌চে, যা।

নলিনী। দিদি এয়েচে! আমি যাই গো।

[নলিনীর প্রস্থান।

মোক্ষদা। সত্যি সত্যি বিয়ের কি হলো।

হরি। আর কি হবে; তিনি কিছুই দেবেন না, আর বিয়েতে খরচ কত্তে চান্ না, তবে সেখানে বিয়ে কেমন কোরে হোতে পারে।

মোক্ষদা। সেখানে যেন না হলো, বিয়ে ত হওয়া চাই—। আইবুড়োত রাখ্তে পারবে না। কতকাল আর রাখ্বে। আর রাখ্লে যে লোকে নিন্দে করবে। বিয়ে দিলে যে এত দিনে দু ছেলের মা হতো!

হরি। (ঈষৎ রুষ্ট ভাবে) রাখ্তে না পারো, না হয় হাত্ পা ধরে জলে ফেলে দাও। ঘর বর দেখ্তে হবে।

মক্ষদা। আমি কি তাই বল্‌চি! আমি বল্‌চি কি, বলি আর এক বার কেন তাঁর কাছে যাও না। গয়না টয়নার কথা গুলো এক বার তোলগে না, গয়না তিনি কি দিতে চান।

হরি। খালি "বালা, সিথী, আর পাঁইজোর"।

মোক্ষদা। তাতে কেমন কোরে হবে! মেয়ের বিয়ে যেমন কোরে হোক্, আশ্চে মাসের ভিতর দিতেই হবে।

হরি। আমি এক কাজ করেছি। হরিশ বাবুর কাছে এই কথা তুলে, সুবোধের সঙ্গে যাতে এই কর্ম্মটী হয় তারির বিশেষ অনুরোধ করে এসেছি।

মোক্ষদা। তা কোরেছ, কোরেছ, কিন্তু আমি শুনিছি সুবোধ নাকি বেহ্মজ্ঞানী। আবার নাকি কোথায় সভায় যায়;

সে খানে সকল জাতের সঙ্গে খায়! তা যদি হয়; তা হোলেতো সকলে আমাদের এক ঘোরে কর্‌বে।

হরি। তা হোক্। আজ কাল্ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হচ্চে। ব্রহ্মজ্ঞানী হলেই কি সকলের সঙ্গে খেতে হয়, সমাজে কি আর সকলে খেতে যায়। সেখানে পরমেশ্বরের গান হয়, আর উপাসনা হয়। এই আমি ত সে দিন সমাজে গিয়াছিলাম। তাতে কিছু দোষ নেই।

মোক্ষদা। আচ্ছা, এরা গয়না গেঁট্রে কি দেবে। ভালো না দিলেতো, আমার এমন চাঁদপানা মেয়ে দেব না।

হরি। ওগো! তুমি বঝো না। হরিশ বাবু যে ধনী, তা কে না জানে? শুনেছি ওর বড় ছেলেকে চরিত্র মন্দ বোলে দেখ্‌তে পারেন না। কেউ কেউ বলে, তাকে ত্যজ্য পুত্র করেছে। তা যদি হয়, তা হলে আর ভাবনা কি? এখন যদি ভাল গয়না টয়না না দেয়, নাই দিলে। পরেত সবি ওর।

মোক্ষদা। তুমি কি বল! গয়না না দিলে দেবে কি? লোকে বল্‌বেই বা কি? "অমন বড় মানুষের ঘরে দিলে, মেয়েটার গাটাও ঢাক্‌তে পাল্লে না! মরণ আর কি! টাকা নিয়ে বুঝি ধুয়ে খাবে! তা বাবু আমি লোকের খোঁটা সইতে পার্‌বো না।

হরি। ওগো! তা হবে তা হবে। তার জন্যে আর এত ভাবনা কি। হরিশবাবু গহনা না দেয়, আমি দেব।

মোক্ষদা। আচ্ছা তুমি যে, এখানে সম্বন্ধ স্থির কচ্ছো, হলধর বাবু তা জানেন।

হরি। যদি না জেনে থাকেন, ক্রমে জান্‌তে পারবেন। তিনি কি না আগে বল্লেন "সমুদায় গহনা দেবো, বিয়েতে খরচ

করবো"। এখন কি না বলেন "আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সমুদায় গহনা দিতে পারবো না। অল্পই দেব। আর কোন রূপে শুভ কার্য্যটী নির্ব্বাহ কোরে বউ ঘরে আনবো। তিনি কি মনে করেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে ভিন্ন, আমার মেয়ের আর বিবাহ হবে না! তা সে যা হোক; আমি সেখানে আর যাব না। হরিশবাবুর সঙ্গে পাকা কথা হয়েছে। এই মাসের ২৫এ পত্র। তুমি এখন দেখগে খাওয়া দাওয়ার কি হলো না হলো; আমি স্নান করে আসি।

[হরিহর ও মোক্ষদার প্রস্থান।

(যবণিকা পতন।)

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হলধর বাবুর বাটী।

কেদার বাবুর বৈটকখানা।

(কেদার ও কালি আসীন।)

কালি। তার পর কি হলো?

কেদার। তার পরতো সে সাহেব টিকিট কিনলে, আমিও কিনলাম। তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তোমাকে বলেছি, আমার ইচ্ছাও ছিল দুজনে এক গাড়িতে উঠি। তাই সে যে গাড়িতে উঠেছিল, আমিও সেই গাড়িতে

উঠ্‌তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এক বেটা জমাদার আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বল্‌লে "তোম্ কেয়া সাব্‌কা সাৎ এক্ গাড়ীপর যানে মাংতা? দোস্‌রে গাড়ীপর যাও।" আমার্‌ত ভয়ানক রাগ হলো। তার পর সেই সাহেব চৌকীদারকে এক লাতিমেরে আমাকে গাড়ীর ভিতর আস্‌তে বল্‌লেন। সন্দের সময়, সে বর্দ্ধমানে নেবে গেল। বর্দ্ধমান থেকে দুজন বাঙ্গালী উঠ্‌লো। আমাদের গাড়ীতে সাহেব নাই বলে রাত্রিতে আলো দিলে না। যদিও আমাদের সেকেন্‌ক্ল্যাস। তার পর রাৎ আটটার সময় (কোন্ ষ্টেশনে আমার মনে হচ্চে না) দুজন ইংরেজ আমাদের গাড়ীতে উঠ্‌লো। উঠিই বল্‌চে "তোমরা সব এক কোণে চুপ্‌টী করে বোসে থাক্‌বে, আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অনুমতি করবো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঠোঁট খুলতে পারবে না।" আমি বল-লাম কেন তোমরাও টিকিট কিনেছ আমরাও কিনেছি, আমরা কেন চুপ্ কোরে বোসে থাক্‌বো? একজন বাঙ্গালী আমাকে বল্‌তে লাগ্‌লেন। চুপকরো চুপ্‌করো। এখুনি প্রাণটা হারাবে। আর একজন বাঙ্গালী সাহেব্‌দের বল্‌লেন "দিস ফেলো সিমস ভেরি ইম্‌পার্টিনেণ্ট" এই সব শুনে একজন সাহেব আমাকে এক ঘুশো মারলে। আমিও রুকে দাঁড়িয়ে ছিলেম। এমন সময়ে আর একজন সাহেব এসে ছাড়িয়ে দিল। তার পর বেটারা মদের বোতল খুল্লে, আর যে বাঙ্গালী আমাকে "ইম্‌পার্টিনেণ্ট" বোলেছিল তাকে ড্রিঙ্ক কর্‌তে "রিকোয়েষ্ট" কল্লে। সে বল্লে "তুমি আমার মনিব। ইংরেজ মাত্রেই আমাদের মনিব। তোমরা যা মনে কর, তাই কর্‌তে পারো। কিন্তু আমি কখন "ড্রিঙ্ক করিনি; আমাকে অনুগ্রহ কোরে ক্ষমা কর"। গোরা

ব্যাটা বল্লে "ইউ মাস্‌ট ড্রিঙ্ক" এই বোলে তার গলা টিপে খানিক "র ব্রাণ্ডী" খাইয়ে দিলে, দিতেই বাঙ্গালী ভায়া চোক্‌ কপালে তুলে সারা হোয়ে যান্‌। আর সাহেব ব্যাটাদের হাসি। তার পর "নেক্‌স্‌ট ষ্টেসনে" আমি 'গার্ডকে বল্লুম' আমি এ গাড়ীতে থাক্‌বো না। গার্ড আমাকে আর এক গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে, গাড়ীতে যেতে যে কষ্ট। আমিত সেই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করেছি আর কখন "ট্রাভেল" করবো না।

কালি। তুমি বুঝি বেনারস্‌ পর্য্যন্ত গিচ্‌লে।

কেদার। হ্যাঁ, কিন্তু আর আমার বেড়াবার ইচ্ছা নাই।

কালি। তাই তো হ্যাঁ, এব্যাটারা কি কিছুই কেয়ার ন্যায় না! কেমন, বল্‌বো কিহে! সাহেবদের সঙ্গে এমনি ট্রিট্‌ করে যেন ও ব্যাটারা তাদের স্লেভস্‌। আর বাঙ্গালীদের যেন ওদের স্লেভসের মত ট্রিট করে। আর তাও বলি বাঙ্গালীরে "দোর্ভ ডিজা নোবেটার ট্রিটমেণ্ট" বাঙ্গালীরা এমনি 'কাউয়ার্ডস,যে ওদের হাজার বল্লেও কথা কয়না,কিন্তু নরমের উপর সম্পূর্ণ রোখ। এই মনে কর, এই নেটিব কনেষ্টেবিল গুলো ইংরেজ দেখলেই পালায়, আর বাঙ্গালী দেখ্‌লেই ঘাড়ে চড়ে, সে দিন আমার একটি ফ্রেণ্ড, আমার কাছে গল্প কল্লে যে, সে আর দুটি ফ্রেণ্ডস্‌ রাত্রে 'কোন ইন্‌ভিটেসন্‌ থেকে আসছিল পথের মধ্যে একটা গোরার সঙ্গে ঝগড়া হলো। সে ব্যাটা বিনি অপরাধে তাদের মারতে লাগলো। আর তারা 'চৌকিদার চৌকিদার' কোরে চেঁচাতে লাগল। কোন ব্যাটা কনেষ্টেবেল এগুলো না। তার পর গোরাবেটা চলে গেলে, একজন চৌকিদার এসে জিজ্ঞাসা কল্লে "কি হয়েছে"। তারা বল্লে "তুই থাক্‌তে।

আমাদের মেরে গেল; তুই কিছু বল্লিনে? তোর নামে আমরা রিপোর্ট কর্‌বো। তোর নম্বর কত বল্।" এই বলে তার নম্বর দেখ্‌তে চাইলে, সে তাদের এক ধাক্কা দিয়ে বল্লে "চলা যাও"। তারাও তাকে এক ঘুসো মেরেছিলো। সে অমনি 'হুঁ' করে চীৎকার করে উঠল। শব্দ শুনে আরো তিন বেটা চৌকিদার এল; এসে তাদের মার্ত্তে মার্ত্তে পুলিসে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে যে টাকা কড়ি ছিল, সমুদায় কেড়ে নিলে। একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত রাৎ তাদের গারোদে রেখে দিয়ে, সকালে এক এক টাকা জরিবানা করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু চৌকিদার বেটারা যে, তাদের বিনি অপরাধে অতো মার্‌লে, তাদের কিছুই হলোনা। আমার বোধহয় ইংরেজ্‌রা প্রতিজ্ঞা করে বসেছে যে, যাতে আমাদের অপমান হয় তাই করবে। আর বাঙ্গালীরাও প্রতিজ্ঞা করে বোসেছে যে, ইংরেজেরা অপমান কল্লে তারা কথাটীও কবেনা। সকাল বিকাল গালাগাল দিলেও ওরা ঠোঁট নাড়্‌বেনা। বাঙ্গালীদের কেবল নরমের উপরই চাপ। কেবল দলাদলি ঢলাঢলি নিয়ে আছেন, মোকদ্দমা মামলায় খুব প্রিয়, সে কথার লড়াই কিনা, আর আইনের লড়াই। তাতে যদিও সর্ব্বস্বান্ত হয় বটে কিন্তু রক্তপাত হয়না। আদৎ লড়াইতে এগোন্ না।

কালি। "বাট্ ষ্টিল্ উইয়ার নেটিভ্‌স্"।

কেদার। দেখ কালি, আমি যদি নিজে বাঙ্গালী না হোতাম, তা হলে আমি কখন বাঙ্গালী জাতির উপর একটা কথাও কইতাম না। কারণ তাহলে আমি ওদের বিষয়ে মাথা গরম করা অনাবশ্যক আর অনুপযুক্ত মনে কর্‌তাম্। কিন্তু আমি নাকি নিজে বাঙ্গালী, তাই আমি বাঙ্গালীদের

দুঃখে দুঃখিত হই। আমার বোধহয় আজ পর্যন্ত কি বাঙ্গালা, কি ইংরেজ, কারো কাছে অপমান সহ্য করিনি। এই জন্য আমার বিষয়ে আমায় ভাববার বিশেষ কারণ নেই। কিন্তু আমি প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখি, যে আমার সঙ্গে যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ, যাদের এক দেশীয় বলে স্বীকার কত্তে হয় তারা এরূপ পদে পদে প্রতি মুহূর্ত্তে বিদেশীয়দের দ্বারা অপদস্ত হোচ্ছে; আর সেই অপমান ঘাড় হেঁট কোরে সহ্য কোচ্ছে; তাতেই আমার এমন দুঃখ হয়, আর রাগ হয়। যেদিন শুনি কোন বাঙ্গালী; ইংরেজ কি কারো কাছে অবমানিত হয়েছে, সেদিনে আমার ভাল কোরে আহার হয়না, সে রাত্রিতে আমার ভাল কোরে নিদ্রা হয় না। আমরা কি চেষ্টা কর্‌লে এর নিবারণ কর্‌তে পারিনে! স্বাধীন্ হোতে পারিনে! রাজকীয় সাধীনতার কথা আমি বল্‌চিনে। আমাদের নিজের "ইন্‌ডিভিজুএল্" স্বাধীনতা বজায় রেখে যদি চল্‌তে পারি, তাহলেও যে দেশের অনেকটা মান থাকে। বেরালের ন্যাজ মাড়ালে, কি কুকুরকে লাতি মার্‌লে, তারাও শোধ নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী-ভায়ারা (যাঁরা মনুষ্য জাতির মধ্যে গণ্য) দু কুড়ি এক কুড়ি লাল ঘুশো খেলে, ক্রন্দন ব্যতীত ঠোঁট নাড়েন না। আর হয়ত মনে মনে গাল্ দ্যান, কি শাঁপ্ দ্যান। কি জন্যেই যে এত ভয়, তাওত বল্‌তে পারিনে।

কালি। ইংরেজ্‌দের জোরে পারে না বোলেই এত ভয়।

কেদার। জোরে পারে না বোলে তাদের কাছে অপমান হবে?

কালি। আরে! সে যা হোক্, ওসব কথা ছেড়ে দাও। আমরা যদি আজ্‌কে এখানে হাজারো বোকে মরি,

তাহলেও তুমি ভেব না, এতে কোন উপকার হবে। বাঙ্গালীরা আজ্‌কেও যেমন; কালও তেম্নি থাক্‌বে।

কেদার। দেখ কালি! এ বিষয়ে আমাদের দেশের জন্যে আমার যত কষ্ট হয়, তা আমি বোলে জানাতে পারিনে। তুমি আমাকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কেন এত ভাব"? তার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত দিন্ রাত্ আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই, আমাদের দেশ অধীনতায় পীড়িত হয়ে দিবানিশি হাহাকার কোচ্ছে! সকলেরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা কোচ্ছে! কিন্তু কেউ কর্ণপাৎ কোচ্ছে না। হায়! কবে যে আমাদের দেশ এসব থেকে মুক্ত হবে, কবে আমরা ভিন্ন জাতির কাছে অহঙ্কার কোরে পরিচয় দেব, যে আমরা ভারতবাসী; আর আমাদেরই এই ভারতবর্ষ!

কালি। তোমার মত কজন বাঙ্গালী আছে? তুমি যেন এই সকল কথা ঘরের ভিতর বোলে পার পাচ্ছো, কিন্তু অন্য লোকের কাছে বল্লে তোমাকে হেঁসে উড়িয়ে দ্যায়।

কেদার। তা না হলে এতক্ষণ আমি ঘরে একলা বোসে এ সকল কথার আন্দোলন কর্ত্তেম না। গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে, রাস্তায় রাস্তায় এই সকল কথা বোলে বেড়াতাম। কিন্তু আমি নাকি জানি বাঙ্গালীদের মধ্যে আজো কুসংস্কার প্রভৃতি অনেক দোষ আছে। আর তারা নাকি আমার ভাব্ বুঝ্‌তে পার্‌বে না; কাজে কাজেই আমাকে হেঁসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমার মনে মনে ভারি ক্লেশ হয়। আমি সম্পূর্ণরূপে এ সকল ভাব দমন কর্‌তে পারিনে, তাই কখনো কখনো প্রকাশ করি।

(দোয়ারির প্রবেশ)।

দোয়ারি। কিহে! কিসের ঝগ্‌ড়া?

কালি। না ঝগ্‌ড়া নয়, একটা কথা হচ্ছিল।

দোয়ারি। নাও নাও, তোমাদের গম্ভীর চাল্ রেখে দাও। মদ্ টদ্ আছে বল্‌তে পার?

কালি। তুমি যে একেবারে আগুন খাগির মত আশ্চো দেখ্‌তে পাই!

দোয়ারি। আগুন না আগুন না, মদ্ বোলাও। দেখ ভাই। আজ্ কলুটোলার ভিতর দিয়ে আশ্চি, দেখিনা ভিড়্ যে হয়েছে, তা আর বল্‌বার কথা নয়! গাড়িতে আর লোক জনে একেবারে ঠেসে গিয়েচে।

কেদার। ওঃ! আজকে যে কেশব সেন বিলাত থেকে এলো।

কালি। কেশব সেন খৃষ্টান হয়েচে নাকি?

কেদার। বিলক্ষণ! খৃষ্টান হবে কেন!

দোয়ারি। আরে তুমি জান না। আমি একবার উঁকি মেরে দেখেও এলাম কি না, ঠিক খৃষ্টানের মত সাজ্।

কালি। না, অমন সাজ্ কেশব বাবু আগেও এখানে পর্‌তেন। কিন্তু আমি শুনেছি যে, কেশব বাবু "ইউনিটেরিয়ন্‌দের" মত্ ফলো করেন্।

কেদার। না তা নয়। কিন্তু এ কথা বল্‌তে হবে বটে যে, উনি বাইবেলের এতো প্রশংসা করেছেন (যা করা উচিত ছিল না)। যা শুনে ইংরেজ্‌রা ওঁয়ার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ছিল। উনি যদি বাইবেলের অতো প্রশংসা, আর ক্রাইষ্টকে প্রায় পরমেশ্বরের মত তুলনা না কর্‌তেন, তাহলে বোধ হয় উনি যত আদর পেয়েছেন, তার অর্দ্ধেকও পেতেন্ না।

কালি। উনিত স্পষ্ট বলেছেন, "ক্রাইষ্ট পরমেশ্বর"!

কেদার। উনি যে ক্রাইষ্টকে গড্; তা বলেন নি। কিন্তু যে দেশের লোক তাই বিশ্বাস করে, সে দেশে যদি বলা হয়, ক্রাইষ্ট মনুষ্য

অপেক্ষা প্রধান ছিলেন, ঈশ্বর কেবল তাঁকে পৃথিবীর উন্নতির জন্যে পাঠাইয়াছিলেন। এ সকল কথা বল্লেই তাদের মনে বিশ্বাস হতে পারে যে, উনি খৃষ্টান্। কিন্তু যথার্থ বল্‌তে গেলে, যে ক্রাইষ্টের মত ধর্ম্মের জন্য সমুদায় বিসর্জ্জন কর্‌তে পারে, সে সাধারণ লোক অপেক্ষা মহৎ। আর যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সে সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত। কেশববাবু কোন অন্যায় কথা বলেন নাই। কিন্তু কেউ কেউ বলে উনি অনেক্‌টা ইংরাজদের মন রাখবার জন্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে আপনার মনের ভাব প্রবাশ করেন নাই। এ কথা কতদূর পর্য্যন্ত সত্ত্যি, তা যারা ঐ সকল কথা বলে, আর কেশববাবুই জানেন।

কালি। সে যা হোক্, কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার কর্‌বে না যে এক কেশববাবু আর ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়ে, পাদ্রি বেটাদের অন্ন মারা গেল।

কেদার। ও কথা তুমি বল্‌তে পার না। কেন, এখন কি খৃষ্টান হচ্চে না?

কালি। কৈ এখন ত প্রায় শোনা যায় না।

কেদার। কেন এই আমি সে দিন শুন্‌লাম, চুঁচ্‌ড়াতে দু জন "কন্‌ভার্ট' হয়েছে।

দোয়ারি। সে যা হোক্, আমাদের রেভারেণ্ট কালাচাঁদ কোথায় গেল?

কালি। কালাচাঁদ, দিন কতক কি রঙ্গটাই কর্‌লে! প্রত্যেক বারে "ব্রাহ্মইজ্‌মের এগেন্সটে লেক্‌চার" দিত। বেঁটে ছোট্ট ঘাড়টি নেড়ে কত মজাই কত্তো। দোয়ারি! মনে আছেহে, কালাচাঁদ যে বারে বল্লে"ব্রাহ্মরা কেবল পেণ্ডুলামেরমতন দোলে"। সে বার কি হাঁসানটাই হাঁসিয়ে ছিল। হি—হি—হি—

কেদার। সে যা হোক কিন্তু রেভারেণ্ট কালাচাঁদ একজন সাধারণ লেক্‌চরর্ নয়। ওঁর মত ইংরাজি কটা বাঙ্গালীতে জানে?

দোয়ারি। নে কেদার, তোর আর গোঁড়াম কত্তে হবে না আমি যদিও ইংরাজি ভাল জানিনে, আর বল্‌তে পারিনে কে ভাল, কে মন্দ লেক্‌চারার। কিন্তু সকলেইত বলে, কেশব সেনের মত ইংরাজি বল্‌তে কেউ পারে না। শুনেছি রাণী নাকি ওর সঙ্গে আপনি ইচ্ছে করে দেখা করেছিল আর ও লেক্‌চার দিয়ে একেবারে বিলাত্ গরম্ করে তুলেছিল!

কেদার। আমার বোধ হয় কালাচাঁদ যদি বিলাতে যেতো তাহলেও রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত।

দোয়ারি। সুধু রাণী ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তো এমন নয়; ওকে বেঙ্গলে ফিরে আস্‌তে দিত না। একেবারে চির-কালের জন্যে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় রেখে দিত।

কালি। আচ্ছা কেদার! তোমার কি এখনো খৃষ্টানিটীতে বিশ্বাস আছে?

কেদার। আমার ওতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই; কিন্তু সকল ধর্ম্মের চেয়েও ঐ ধর্ম্ম সত্যি বোধ হয়।

দোয়ারি। তোরা যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে পাগল হলি দেখ্‌ছি! তোদের আবার ধর্ম্মের প্রতি এত মন হলো কবে? ব্রান্ডি থাকে ত নিয়ে আস্‌তে বল। নিছক শুক্ন কথা ভাল লাগে না। আজ্‌কে আর এক ছিটেও গুলি টানা হয় নি।

কেদার। দোয়ারি! তুমি গুলিটা ছেড়ে দাও।

দোয়ারি। কেন বল দেখি! গুলির মত নেসা কি আর আছে নাকি?

কালি। আহা কি নেসা! চক্ষু ক্রমে ভিতরে ঢুকচে' পেট্ ক্রমে নাইখোগুলের নিচে অবধি ফুলচে, হাত পাগুলি টেনে ছিড়ে ফেলা যাচ্চে। মরে যাই আর কি!

দোয়ারি। আচ্ছা বাবা! এই ত এক জন ভদ্রলোক রয়েছে, এঁকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, আমার শরীর কি এত মন্দ?

কেদার। না ভাই, গুলিটা খাওয়া বড় মন্দ, ওতে শরীর একবারে খারাপ হয়ে যায়। ওর্ চেয়েও একটু একটু মদ খাওয়া ভাল।

দোয়ারি। যে যা ভালবাসে সে তারি সুখ্যাৎ করে। তুমিযে বলচো মদ খাওয়া ভাল, তবে আমাকে বলতে হলো। (যদি ও দুঃখের বিষয় আমিও এবটু একটু লাল জল নিতান্ত অপছন্দ করিনা) আচ্ছা বলদেখি, পিলে, জগৃদ্, আমরক্ত এসকল, গুলি খেলে হয়, না মদ খেলে হয়?

কালি। মদখেলেই যে, পিলে জগৃদ হয়, তার মানে নেই। তা যদি হতো, তাহলে ইংরেজদের ভিতর কেহই জগৃদ্ ছাড়া থাকতনা।

কেদার। তাবলে তুমি যদি এখন্ নিছক্ সমস্ত দিন রাৎ ব্র্যাণ্ডি খাও, তাহলে কি তোমার ব্যায়রাম হবেনা? কিন্তু ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত বলে, "অল্প পরিমাণে মদ্ খেলে ভাল বই মন্দ হয়না"।

দোয়ারি। তা আমি জানিনে, কিন্তু মদতো কেউ ভাল বলেনা। আর তাও বলি, খেতে গেলে অল্প খাওয়া যায় না। কিন্তু সে যাহোক্, গুলি খাওয়াত আমি কোন রকমে মন্দ বল্‌তে পারিনে।

কালি। আরে ছিঃ! ভদ্রলোকে গুলি খায়!

দোয়ারি। বাবা, তোমার সঙ্গে এর পর তর্ক করাযাবে, এখন

যদি কিছু থাকে তাহলে নিয়ে আস্‌তে বলো, আমারও বোকে বোকে গলা শুকিয়ে কাট্‌ হয়েছে।

কেদার। ওরে পেঁচো — (নেপথ্যে — আঁজ্ঞে যাই)।

কালি। তবে দোয়ারি! এখন কোথাহতে আগমন।

দোয়ারি। যেখান থেকে আগমন হয়ে থাকে। আজকে একবার মনে কর্‌চি ত বাড়ী যাব।

কালি। বাড়ী?

কেদার। তোমার বাড়ীর যে ভারি সৌভাগ্য দেখ্‌চি! স্ত্রীকে মনে পড়েছে নাকি?

দোয়ারি। রক্ষে কর মা! যে "জহরের" হাতে পড়িছি, তা-হলে কি সে আমাকে আস্ত রাখ্‌বে! ছুঁড়ি যেন আমায় কি করেছে! যথার্থ বল্‌চি, এত টাকা দি, তবু বেটির কিছু-তেই মন ওঠেনা। টাকার জন্যে ভারি খেঁচ্‌খেচানি লাগিয়েছে। তাই একবার বাবার কাছে গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আস্‌তে হবে।

কেদার। আচ্ছা তোমার বাপ্‌, টাকা দেবার সময় কিছু বলেন না?

দোয়ারি। তার ভেতরে অনেক কথা আছে। বরাবরিত মার কাছ-থেকে লুক্‌য়ে টাকা নিতাম, তারপর একদিন বেশীটাকার দরকার হওয়াতে বাবার লোহার সিন্দুক্‌টা ভেঙ্গেছিলাম।

কেদার। তার পর, তার পর!

দোয়ারি। ভেঙ্গে দুহাজার টাকার একটা তোড়া বের করে নিই। বাবা টের পেলেন, পেয়েত ভারি রাগ করলেন। আমাকে ধরতে হুকুম্‌ দিলেন। আমিত আস্তে আস্তে পিট্টান দিলাম। তার পর মা, অনেক করে বাবাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, য্যান আমাকে কিছু না বলেন। তার পর বাবা বল্লেন যে "আমি ওকে মাসে ১০০ টাকা করে খরচ দেব, কিন্তু

ও ষ্যান আমার বাড়ীতে ঢোকেনা, আর আমার সুমুখে বেরোয় না।" সেই পর্য্যন্ত আমি বাড়ী থেকে বিদায় লয়েছি, আর টাকার অভাব নেই, সুখেরো অভাব নেই ; কিন্তু আজ্ কাল্ নাকি ১০০ টাকাতে কিছু হয় না, তাই একবার পিতা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কত্তে হবে।

কালি। আচ্ছা যখন ঐ ঘটনা হয়, তখন তোমার বিয়ে হয়েছিল ?

দোয়ারি। হ্যাঁ, বোধহয় মাসখানেক বিয়ে হয়েছিল।

(পেঁচোর তামাক্ লইয়া প্রবেশ।)

কেদার। ওরে পেঁচো, কাল্কে যে বাক্সটা এসেছে, তাই থেকে দুটো ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়। আর ফল্ টল্ কিছু নিয়ে আয়।

(পেঁচোর প্রস্থান)

আচ্ছা দোয়ারি ! আমি শুনেছি তুমি নাকি বিবাহপর্য্যন্ত আদতে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করনি, একি সত্যি ?

দোয়ারি। সত্যি নাতো কি ? সেই বিবাহের সময় যে চার চক্ষুর মিলন হয়েছিল, সেই পর্য্যন্ত—

কালি। আচ্ছা, বিবাহের রাত্রি তুমি কেমন "এন্জয়" করেছিলে ?

দোয়ারি। আঃ ! সে আর জিজ্ঞাসা করোনা। তখন গুলিটা কিছু অধিক খেতাম। বিয়ে কর্তে বেরবার আগেত বাড়ীতে কশে দুচার ছিটে টেনে গিয়েছিলাম। তার পর ত ঢুল্তে ঢুল্তে সভায় গিয়ে বসলেম্। সকলে আবার আমাকে "কোয়েস্চন" জিজ্ঞাসা করে, আমিত কিছুতেই উত্তর কর্লেম না। আর জানিনে যে, কি উত্তর কর্ব, তার পরত ভাই শুন্লেম্, রাৎ দুকুর একটার সময় লগ্ন। আমারত পিলে অম্নি চম্কে উঠ্লো। সভায় চারি দিকে লোক, এক ছিটে

গুলি খাওয়া দূরেথাক্, এক ছিলিম তামাকও খাওয়া ভার! তার পর কত কষ্টে লগ্ন উপস্থিত হলো। ছাল্‌না তলায় আমাকে দাঁড় করালে। আর ভাগ্‌গিশ নাপিত বেটার সঙ্গে শড় ছিল, তাই চার চক্ষুর মিলনের সময়, নাপিত বেটা ধাঁ করে আমাকে এক ছিটে গুলি সেজে দিলে। বোধ হয় আগে থাকতে সেজে রেখেছিল। আর বেটা চাদরখানা বেশ্ করে আমার মাথায়, আর কোণের মাথায় মুড়ি দিয়ে দিলে। যদি কেউ দেখে বোলে, খুব মুখ্‌খাস্ত করে গালাগালি দিতে লাগ্‌লো: গালাগালির ভয়ে কেউ এগুলো না। আমিত বেশ্ করে শোষটান্‌টী টেনে নিলেম। তবে একটু সুস্থির হই। তারপরে অন্য অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যে মজা,—সে আর কি বল্‌বো। শেষে প্রদীপটা নিবান পর্য্যন্ত হয়েছিল! সেই পর্য্যন্ত আমার এক খুড়্‌শাশুড়ীর সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে যায়। সকলে টের পেয়েছিল যে, বাবা—আচ্ছা জামাই!

কেদার। আচ্ছা বাসর ঘরে কি এমন মন্দ ব্যবহার হয়? ভদ্র-লোকের স্ত্রীদের চরিত্র কি এমন মন্দ? আমার্‌ত বিশ্বাস হয় না।

দোয়ারি। আমি কি তোমাকে মিথ্যা করে বল্‌চি!

কালি। আমি যতদূর জানি (কেন না আমারও একসময় বিবাহ হয়,) আর আমিও বাসর ঘর "এন্‌জয়" করিছি। কিন্তু আমি বল্‌তে পারি যে, বাসর ঘরে যে সকল স্ত্রীলোক যায়, সক-লেরি যে চরিত্র মন্দ, তা নয়। কিন্তু তাও বলি, তাদের ভিতর অনেকে ফোচ্‌কে থাকে, আর কারো কারো চরিত্র মন্দ।

কেদার। আমাদের দেশের এ রকম বিবাহের প্রথা শুনলে,

বিবাহের প্রতি ঘৃণা জন্মে। আমি এই পর্য্যন্ত "প্রমিস্" করলেম যে, আর বাঙ্গালী মতে বিবাহ করবোনা। (এই বলিয়া বিছানার উপর এক ঘুসো)

দোয়ারি। এঃ এঃ ও কালি ! কেদার টা নিতান্ত খেপেচে ? ওতে আর পদার্থ নেই। (কেদারের প্রতি) বাসর ঘরে কেউ কেউ একটু আমোদ্‌করে বোলে, তুমি কিনা একেবারে বাঙ্গালী বিয়ে করবে না ! তুমি বাবা, এত সতি হলে কবে ? এইতো পরশু দিন মুক্তার কাছে গিয়ে বিলক্ষণ মজা করে এলে, তাতে বুঝি দোষ নেই, আর ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকদের ভিতর একটু আদ্‌টু আমোদ করতেই যত দোষ।

[পেঁচোর বোতল লইয়া প্রবেশ।]

কেদার। দেখ দোয়ারি ! তুমি বকোনা। তোমার মন যেমন, তুমি ভাব সকলেরি সেইরূপ। তুমি অন্য লোকের মনের ভাব বুঝ্‌তে পার না। আমি যদি কোন বেশ্যালয়ে যাই, (আমি জানি যে সে কাহার স্ত্রী নয়, তাহার স্বামী নাই) আর নাই যাই, তাহার চরিত্র কখন ভাল থাকবে না। আমার স্ত্রী নাই যে, অন্য স্ত্রীলোকের নিকট গেলে আমার স্ত্রীর প্রতি "অন্‌ফেৎফুল" হওয়া হবে, কিম্বা আমার স্ত্রী মনে দুঃখু পাবে। আর আমাদের মনে "ন্যাচুরেলি" যে সকল "এ্যপিটাইটস্" আছে, তাদেরও "স্যাটিস্‌ফ্যাকশান্" চাই। আর যদিও আমি অন্য স্ত্রীলোকের নিকট না যাই, তথাপি আমার মনকে সম্পূর্ণরূপে মন্দ ভাব থেকে বিরত রাখতে পারি না। আর আমার মতে মনে ভাবা, আর কর্ম্ম করা প্রায় সমান। কিন্তু তাই বোলে, যে ব্যক্তি কোন নির্ব্বোধ অবলাকে ঘর থেকে, স্বীয় স্বামীর কোলে থেকে, তার মা, বাপ, ভাই, বোন্ সকলের কাছ থেকে,

বার কোরে নিয়ে যায়, সমাজ থেকে জন্মের মত বিদায় লওয়ায়, আর পরিণামে তাকে ত্যাগ করে, এমন ভয়ানক পামর পাশণ্ডের মুখোদর্শনও কর্‌তে নেই। যাহারা এমন কর্‌তে চেষ্টাও পায়, তাহারা ভদ্রলোকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। যেমন পাগ্‌লা কুকুর, পাগ্‌লা শেয়াল দেখ্‌লে, সকলে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা পায়, সেইরূপ এমন ভয়ানক লোক, সমাজের মধ্যে থাকিলে তাহাকেও সেইরূপ যত্নের সহিত সমাজ থেকে দূরকরে দেওয়া সকলেরি উচিত। আর এক কুলটা স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ অপেক্ষা, চিরকাল আইবড় থাকা সহস্রগুণে ভাল।

দোয়ারি। (কেদারের মাথায় থাব্‌ড়াতে থাব্‌ড়াতে) বস্‌ বস্‌, থামো বাবা, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। একটু জিরোও। কালি! কেদার আমাদের দ্বিতীয় কেশবসেন, কিম্বা "রেভারেণ্ট" কালাচাঁদ হয়ে পড়েছে!

কেদার। যাও যাও, দোয়ারি! তুমি ঠাট্টা করোনা, তোমার ঠাট্টা আমার ভাল লাগেনা। আমি যা বল্‌ছি, তা তুমি কি বুঝবে?

দোয়ারি। আমরা ভাই মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ। আমরা তোমার "লেকচার" কেমন করে বুঝ্‌বো বল।

কালি। যাক যাক ওসব কথায় কাজ নেই, এখন একটু গ্রেপের জুস্‌ পান করে মনকে শীতল করা যাক্‌।

(তিনটি গ্লাস পূর্ণ করিয়া কালি দণ্ডায়মান হইয়া)

যদিও আমরা দেখ্‌ছি যে, কেদার বিবাহ করবেনা, "প্রমিস্‌" করিয়াছেন, তবুও আমরা নাকি জানি হরিহর বাবুর সুন্দরী কন্যা নলীনীর সঙ্গে অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ হবে;

সেইজন্যে আমি কেদার বাবুর বিবাহের "অনারে ড্রিঙ্ক" করি, "এ প্রস্‌পারাস্ ম্যারেজ্-টু মিষ্টার কেদার"!

(কেদার ব্যতীত সকলের মদ্যপান)

কেদার। আমি জানি; সে বিবাহ হবে না। আমার ইচ্ছাও নাই, বিবাহ কর্ত্তে। কিন্তু আমার দুই বন্ধুর বিবাহ হইয়াছে। আমি তাঁহাদের স্ত্রীর "হেল্‌থ্‌ড্রিঙ্ক" করি।

কালি। এইত বাবা, এদিকে বিবাহ করবেনা, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পছন্দ হয় না, আমাদেরো পছন্দ হয় না, কিন্তু আমাদের স্ত্রীকে তুমি বেসত পছন্দ কর!"বাইরনেরপ্রিন্সিপাল" কি জান "লাভ্ নট্ইওর নেবার্স, বাট্‌লাভইওর নেবারস ওয়াইভ্‌স।"

কেদার। "অল্ অনার ডিউ টু দি ফেয়ারার সেক্স।"

দোয়ারি। আর ইংরাজি কাজ কি বাবা, বঙ্গালা কথা কও। যা দুটো একটা বুঝ্‌তে পারি।

কালি। ওহে পাঁটা টাঁটা কিছু আছে?

কেদার। প্রস্তুত নেই, বলত "অর্ডার" করে দিই।

দোয়ারি। সে কাজ্ নেই, তুমি মোছলমানের দোকান থেকে কিছু কাবাব্ আন্‌তে বলো। তা নাহলে পাঁটা তয়েরি কর্ত্তে রাত্তির দুকুর হবে।

কেদার। কালি, তোমার কাবাব্ খেতে কোন "অব্‌জেক্‌সন" নেই?

কালি। না "অবজেক্‌সন" নেই; কিন্তু মোছলমান বেটারা পাঁটার নাম করে প্রায় গরু দেয়!

দোয়ারি। তুই বাবা, ওঠ, তোর মদ্ খেয়ে কাজ নেই। মা সরস্বতি খাবিনাত খাবি কি? খাবি খাবি?

কালি। খাবি খেয়ে কাজনেই, আর একটু একটু মধু ঢাল।

(দোয়ারি সকলকে ঢালিয়া দিয়া, সকলের সহিত (গ্ল্যাসে গ্ল্যাসে ঠেকাইয়া মদ্যপান।)

কেদার। পেঁচো, মোছলমানের দোকান্ থেকে চার আনার কাবাব নিয়ে আয়।

[পেঁচোর প্রস্থান।

কালি। কেদার! তুমি ভাই বেস "সার্ভেণ্ট" পেয়েছ। আমাদের বাড়ীর চাকরগুলো পাঁটা পর্য্যন্ত ছোঁয় না! কি ছোট লোক, কি ভদ্র লোক, আজ্‌কাল কেউ বড় জাৎ মানেনা। কিন্তু এক একজন এখনো এমন হিঁদু আছে যে তারা দূর্গা নাম না লিখে জল খায়না।

কেদার। ক্রমে ক্রমে সকলি লোপ্ পাবে। সকলে টের পেয়েছে যে ইংরেজরা ক্রমে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একেবারে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজে কাজেই লোকেরা দেখচে দেবতাদের পূজা করা, কেবল অরণ্যে রোদন!

দোয়ারি। তবে তোমার মতে হিন্দুধর্ম্ম কোন কাজের নয়?

কেদার। হ্যাঁ; ছেলেদের পুতুল খেলাবার কাজে আস্‌তে পারে।

দোয়ারি। তুমি হিন্দুধর্ম্মের কি বোঝো?

কালি। তোমরা ততক্ষণ ঝক্‌ড়া কর, আমি সেই অবকাশে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেই।

কেদার। হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা এ "প্রুভ" করা এত সহজ, যে আমি তোমার সঙ্গে ও "সাব্‌জেক্ট" তর্ক করা "ওয়ার্থ হোয়াইল" না মনে করে, কালির মতে মত দিয়ে যাতে "বটল" শাগ্‌গির "ফিনিস্‌ট' হয়, তাতে আমি যত্নবান হলেম।

দোয়ারি। আমার একলা বকা নিতান্ত পাগ্‌লামি, ভেবে আগে থাকতে আমার গ্ল্যাস পরিপূর্ণ করলেম।

(সকলে "ব্রাভো ব্রাভো" সকলের মদ্যপান) পেঁচোর চাট লইয়া প্রবেশ এবং কল্‌কে লইয়া প্রস্থান।]

দোয়ারি। সে দিন ভারি মজা হয়ে গিয়েছে।

কালি। কি রকম?

দোয়ারি। সে দিন আমি কালেজ ষ্ট্রিটের কাছ দিয়ে আস্‌চি, দেখিনা অনেক লোক একত্র হয়ে এক জন সাহেব আর এক জন বাঙ্গালীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মনে কল্‌লেম, কাণ্ডখানা কি দেখ্‌তে হবে। এই মনেকরে একজনের বগলের ভিতর দিয়ে দেখি না, যিনি সাহেব তিনি হাত পা নেড়ে চক্ষুঃ আকাশ দিকে করে বল্‌চেন, "আইস ভেড়া টিড়ি গণ টোমাডেড় অণ্ডকাড় হইটে, আলোকে লইয়া যাই। টোমড়া কুসংস্কাড়-কূপে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া গিয়াছ। আইস তোমাদের পায়ের ব্যথা ভাল করি"। সাহেব যখন এই সকল কথা বল্‌ছেন, তখন গোটাকত মুটে মজুর সাহেবের দুই চক্ষেঃ দুই মুটো ধুলো দিয়েছে আর রেভারেণ্ট বাঙ্গালী যিনি ছিলেন তাঁর টুপি কেড়ে নিয়ে মাথায় এক মুটো ধুলো মাখিয়ে দিয়েছে, আর সকলে "হরিবোল হরিবোল" বলে চিৎকার করে চলে গেল।

কেদার। তুমি কেন তাদের এমন ব্যবহার কর্ত্তে বারণ কর্‌লেনা?

দোয়ারি। কাদের বারণ কর্ব্বো?

কেদার। কেন রাস্তার লোকদের?

দোয়ারি। এটা কোথাকার পাগোল হে! আমি বারণ কল্লে কি এত রগোড় হতো?

কালি। তুমি যদি বারণ কর্ত্তে, তা হলে তোমাকেও খৃষ্টান ভেবে, তোমার মাথায় ও চোকে ধুলো দিতো।

দোয়ারি। তার আর ভুল আছে। যে মরে, সে মর্‌বে। আমার মাথা ব্যথায় দর্‌কার কি?

কেদার। তোমার কি "লজিক্"! তুমি বোলে নয়, প্রায় সকল

বাঙ্গালীই তোমার মতো "থিঙ্ক" করে।

দোয়ারি। যারা তোমার মত পাগোল, আর যারা খৃষ্টান্‌দের গোঁড়া, তারাই তোমার মত ভাবে।

কালি। "ডোয়ারি, ইওর আরগুমেণ্ট মিমস টু বি ভেরি রিজ-নেবেল্, দেয়ার ফোর ইউ মাষ্ট প্লীজ মি ইন্ এ গ্ল্যাস অফ্ ব্র্যাণ্ডী"। কালি এবং দোয়ারির মদ্যপান।

কেদার। (স্বগত) আমার এদের "কম্প্যানী" তে "মিকস" করা উচিত নয়। এরা একটাও ভাল "থট এপ্রিসিএট্" করতে পারে না। এরা খালি মদ খাবে, মাতলামী করবে এই জানে। পৃথিবীর মন্দ ব্যতিরেকে, ভাল করতে জানে না। এদের "বিস্ট" বল্লেও বলা যায়, মানুষ বল্লেও বলা যায়। ভদ্র লোকের যে কি "ডিউটি" কিছুই জানে না। এদের কোন "প্রিন্‌সিপল্" নেই। যাদের "প্রিন্‌সিপল" নেই, যারা সমস্ত দিন রাত "ব্যাড থট্‌স্" "ব্যাড একসন্‌স" নিয়ে আছে, যাদের মন "হেল্" লের চেয়েও "ডার্ক" আর "টেরিবল্"; তাদের সঙ্গে কোন ভদ্র লোকের বেড়ান উচিত নয়। আমি কি "আন্‌ফরচুনেট" কি "মিজারেবল" যে এমন "কম্প্যানি" তে আমাকে "মিক্‌স" করতে হয়। আর কি সেই ছেলেব্যালাকার "কম্প্যানিয়ন্‌স" পাব? আর কি ছেলেব্যালাকার "সিম্‌প্লিসিটি" আর "থট্‌লেসান্স" আমার মনকে শীতল করবে? (দীর্ঘনিশ্বাস)

কালি। কি হে! তুমি যে দুই তিন গেলাস খেয়েই নিঝ্‌ঝুম্‌মেরে গেলে। আর একটু খাওনা? (মদের গ্ল্যাস কেদারের মুখের নিকট দেওন) এবং কেদারের মদ্যপান।

"ওএল" কেদার! তোমার বিবাহের কি হলো?

কেদার। আমার বিবাহ করবার ইচ্ছা নাই। বাবাকেও আমি

"কন্‌ভিন্‌স' করেছি যে, বিবাহ করা আমার পক্ষে এখন ভাল নয়!

দোয়ারি। আমার শালির সঙ্গে না তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে?

কেদার। হচ্ছিল বটে, কিন্তু এখন সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছে।

কালি। তুমি বিবাহ কর্ব্বেনা কেন?

কেদার। আমি বিলাতে যাব।

কালি। বিলাতে যাবে? (সকলের গ্লাসে মদ ঢালিয়া)" হ্যাপি সাক্‌সেস্‌ টু ইওর আন্‌ডার টেকিং"

(সকলের মদ্য পান)

দোয়ারি। আর কেন বাবা বিলাতে মত্তে যাবে। এখানে কি "ইংলিষ্‌ লেডিস্‌" নাই?

কেদার। সকলেই কি বিলাতে "ইংলিষ্‌ লেডিস্‌" এর জন্যে যায়?

দোয়ারি। তার আর ভুল আছে!

কালি। (সকলের গ্লাস পূর্ণ করিয়া) " লং লিভ্‌ আউয়ার হ্যাপি ব্র্যাইড্‌ গ্রুম্‌ এ্যাণ্ড ইংলিষ ব্র্যাইড" (সকলের মদ্য পান)

দোয়ারি। বাবা! কে "থিয়েটার" শুন্‌তে যাবে বল?

কেদার। কোথায় "থিয়েটার" হবে?

কালি। যোড়াসাঁকর "থিয়েটার" কিন্তু আচ্ছা! এত "থিয়েটার" শোনা হয়েছে, কিন্তু অমন জম্‌কাল "থিয়েটার" কোথাও শোনা হয়নি।

দোয়ারি। যা বল যা কও, কিন্তু আমারত "থিয়েটার" ভাল লা-গেনা। তাও বলি, নাটক ভাল না হোলে "থিয়েটার" ভাল হবে কেমন করে? এখনকার নাটক সকল প্রায় এক প্রকার। এখন

দেখবে, "স্ক্রীন্" উটতেই একজন নট আর নটী উপস্থিত। নট বল্লেন, প্রিয়ে একটী গীত গাওত। প্রিয়ে একটু কাকুতি মিনতির পর অমনি "ই-ই-করে সুর ধল্লেন।

কালি। "ও ইয়েস্ ও ইয়েস্" "পার্ ফেক্‌টলি রাইট্"। দোয়ারি। "হিয়ার হিয়ার"।

কেদার। আবার দেখ, সকল নাটকেই একটু একটু কবিতার বুকনি আছে। নাটক লেখবের "অব্‌জেক্ট" হচ্চে, যা যথার্থ ঘটে তাই রিপ্রেজেণ্ট করা। মুখে মুখে কেহই কখন "পইট্রি্তে" কথা কয় না। আর প্রায় সকল নাটকেই একটী করে বিদুষক লেগেই আছে। দুই একখানি ছাড়া এখনকার প্রায় সকল নাটকই পাগলামি!

দোয়ারি। "হিয়ার হিয়ার! অতএব এস সকলে এক এক ঢোক অমৃত পান করা যাক। (সকলের মদ্যপান)

দোয়ারি। কে "থিয়েটার" দেখ্‌তে যাবে বল?

রাগিণী সুরট্ মোল্লার তাল খেমটা।

কালি। "করুনা ময়ি মা—তোমায় ভাতে দিয়ে খাব।"

কেদার। টিকিট কোথায়?

কালি। "তেল চাইনে নুন চাইনে—চট্‌কে মট্‌কে খাব"

দোয়ারি। (দণ্ডায় মান হইয়া) নাচিতে নাচিতে এবং হস্ত নাড়িতে নাড়িতে) "করুণা ময়িমা—তোমায় ভাতে দিয়ে

(কালি এবং দোয়ারি) "তেল চাইনে নুন চাইনে চট্‌কে মট্‌কে খাব"

কেদার। (স্বগত) এরাত সকলে তয়েরি হয়েছে দেখ্‌ছি।

দোয়ারি। প্রিয়ে নটী! একবার সভায় এস, তোমার সঙ্গে সকলে আলাপচারি কর্‌বেন।

কালি। (চাদর খানি ঘোমটার মত করিয়া মাথায় দিয়া, দোয়ারির দাড়ি ধরিয়া) কি বল্‌ছো প্রাণ?

দোয়ারি। প্রি-প্রি-প্রিয়ে! তুমি এই সভাতে ভদ্র লোকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর; একটী গীত গাও।

কালি। ই-ই-ই—

কেদার। ওহে! তোমরা পাগল হলে নাকি?

কালি। "রোম্যান্‌স্‌ কাণ্ট্রিমেন, এ্যাণ্ড লভারস্‌" আমার ফ্রে-ফ্রে ফ্রেণ্ড" যা বল্লেন, আমি তাতে সেকেণ্ড কল্লেম।

দোয়ারি। হিয়ার! হিয়ার! অর্ডার! ডিজর্ডার! আমি ওতে "থার্ড" কল্লেম।

কেদার। ওহে! তোমরা "থিয়েটার" দেখতে যাবেনা?

দোয়ারি। ও ইয়েস্‌! আমি যাব।

কেদার। দোয়ারি! যদি "থিয়েটর" দেখ্‌তে যাওয়া যায়, তা হলে টিকিট কোথায়?

দোয়ারি। আমি দেব, তোমার কিছু ভাবনা নাই চাঁদবদনি!

কেদার। কৈ, দ্যাও দেখি?

দোয়ারি। তো—তো—মায় আমি-স-সব দিতে পারি। এই নাও—টিকিট নাও--এই নাও আ-আমার চা-চাদর নাও; এই নাও আ-মার ষ্টিক্‌ নাও—এই নাও আ-আমার কা-কাপড় নাও।

(উলঙ্গ হইতে উদ্যত)

কেদার। "হোয়াট্‌স্‌ দ্যাট্‌" "হোয়াট্‌স্‌ দ্যাট্‌" চল চল সকলে উঠ। দেরি করে গেলে "সীট্‌" পাওয়া যাবে না। (স্বগত) এদের বিদেয় কত্তে পাল্লে বাঁচা যায়।

কালি। আ—আমি হরকালির কাছে যাবো, আমাকে-তো তো-তোমরা ছেড়ে দাও।

কেদার। আচ্ছা চল হরকালির কাছে যাই। কিবলো দোয়ারি ?

দোয়ারি। বেশ্ বেশ্! অতএব আমি ফিরিয়ে নেই আমার বস্‌বরে স্থান।

কেদার। আবার বস্‌লে কেন হে ?

দোয়ারি। আমি বা—জহরের কাছে যাব।

কেদার। আচ্ছা তাই চল, বসে থাক্‌লে আর কি হবে ? (কেদার কালিকে ধরিয়া উত্তোলন এবং সকলের গাত্রোত্থান)

(সকলের গমন এবং দোয়ারির গীত।

"হরিবোল হরিবোল বোলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে"

(যবনিকা পতন।)

—•○•(*)•○•—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[চোরবাগান হরকালির গৃহ।]

হরকালি এবং তাহার মাতা আসীন।

হরকালির-মাতা। আমি যা বলি তাত তুই শুন্‌বি নে! তোর আপনার কথাই বেম্মান্তর। কথায় বলে "আমি মরি ঝি ঝি করে, ঝি মরে ভাতার ভাতার করে" তাই হয়েছে তোর।

হর। কি কর্ব্বো তাই বল না কেন? আমি অমন সুধু সুধু মুখ নাড়া সইতে পারি নে।

হর-মা। কেন? মুখে কি কথা নেই, বল্‌তে পারনা আমার এটা—ওটা—চাই? এই কত দিন ধরে মনে কচ্চি কালি-ঘাটে গিয়ে একবার মার মুখখানি দেখি। এ আজ্‌পর্য্যন্ত আর হলো না! তুই যদি মুখ ফুটে না বলিস্, আমি বল্‌বো নাকি? আজ দশ টাকা চেয়ে নিস্।

হর। তার কাছে যদি টাকা না থাকে?

হর-মা। টাকা না থাকে? ওমা আমি কোথায় যাব! এমন পাগল মেয়ে কেউ কখন দেখেচো গা! কালি বাবু তোকে রেখেচে। ব্রজগোপাল কেবল ফাঁকি দিয়ে রোজ রোজ মজা করে যায়। যদি সে কালে ভদ্রে দু পাঁচ টাকা না দিতে পার্‌বে, তবে তার এখানে আসার কি প্রয়োজন? তুই কি কেবল ভূতের ব্যাগার খাট্‌বি নাকি? দেখ্ হর! তুই যদি অন্য লোকের কুমন্ত্রণা শুনে আমার কথা তাচ্ছল্যি করিস্, তা হলে তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদ্‌বে। কথায় বলে "গুরুর কথা না শুন্‌লে কানে, প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে" তুই দেখিস্, দেখিস্!

হর। আচ্ছা আজ না হয় কাল্‌কে বল্‌বো।

হর-মা। এর আবার আজ্‌ কাল কি? টাকা নেই টাকা চাবি, যে দিতে পার্‌বে সে থাক্‌বে। যে না দিতে পার্‌বে, সে পথ দেখ্‌বে। তোর ঢং দেখ্‌লে লোকের গায় জ্বর আসে। বুড় মাগি হলি এখনো আক্কেল হলো না?

হর। হেঁগো হেঁ—আমি বুড়ো, তোমার মত যুবতী ত আর নেই? আমার যা ভাল বোধ হয়, তাই আমি কর্‌বো, তুই যা।

হর-মা। বলি হেঁলা হর! তোর যে বড় চোপা হয়েচে দেখ্‌চি? আমাকে অমন করে বলিসনে, মুখে কুড়িকিষ্টি বেরুবে?

হর। কি বল্লি? মুখে কুড়িকিষ্টি বেরুবে? হেঁলা সর্ব্বনাশি? তুই জানিস্‌নে তুই কে? আমি যদি তোর পেটে হতেম, তা হলেও তুই আমাকে অমন শক্ত শক্ত কথা বল্‌তে পাত্তিস্‌নে। তুই কি না চাক্‌রাণি! হলি ছোট লোক, ছোটজাত। আমার এম্‌নি পোড়া কপাল যে, তোকেও আমার মা বল্‌তে হয়!!

হর-মা। আচ্ছা বাবু আচ্ছা, তোমার ঘর শংসার নিয়ে তুমি থাকো, আমি চল্লেম। কিন্তু বাবা তোমার নাকের জলে চকের জলে হবে! (হরকালির মাতার প্রস্থান)

হর। (স্বগত) কি আশ্চয্যি! আগে মনে করেছিলেম যে কত সুখে থাক্‌বো, কত টাকা রোজ্‌গার কর্ব্বো। নিত্তি নিত্তি নতুন মজা কর্‌বো। কিন্তু সে সকল চুলোর দোরে গেল! এখন কিনা যে মাগা চাক্‌রাণি ছিল, তার লাতি ঝ্যাঁটা খেতে হচ্চে! কিন্তু কি কর্‌বো আমার দোষ নেই। বিয়ে হলো একটা বুড়োর সঙ্গে। বচর ফিরে আস্‌তে না আস্‌তেই বুড়ো গেল মরে! বাপের বাড়ীর লাঞ্ছনার আর শেষ

রইল না; একটা চাকরের সঙ্গে হেঁসে কথা কয়েছিলাম বোলে, দাদা মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। তাতেই এই নাপ্‌তেনি মাগির কুহকে পড়ে আমি এই পথ নিলেম। এখন কি না ওকে মা বল্‌তে হচ্চে, ওর গালাগানি সহ্য কর্‌তে হচ্চে! কবে যে এ ছার কপালে পোড়া আগুণ লাগ্‌বে, তা আর বল্‌তে পারিনে। এখুনি এই, এর পরে যে কপালে আরো কত কি আছে, তাও বলে জানাতে পারিনে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) (আরশি লইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে) আমার চেহারা খানা নিতান্ত মন্দ নয়। যদিও একটু কাল বটে, কিন্তু কৃষ্ণও ত কাল ছিলেন, তবে কেমন করে অত গোপিনীর মন হরণ করেছিলেন! আমার নাক্‌টি বেস। যদিও একটু ছোট্ট আর অল্প মোটা বটে, কিন্তু যেমন মুখ তাতে মানিয়ে গিয়েছে। মুখ চোকেরত কথাই নেই। চোক একটু ট্যারা, কিন্তু স্ত্রীলোকের ডান চোক ট্যারা হওয়া সুলক্ষণ। সে যাহোক, আমার কি খাসা চুল! যদি মাথাঘসা দেওয়া তেল মেখে মদ্ধের চাড়্‌ডি চুল না উঠে যেতো, তাহলে কি খাসা দেখ্‌তে হতো! হঠাৎ যদি আমাকে কেউ দ্যাখে, তাহলে নিশ্চয় মোহিত হয়ে যায়। তা না হলে কালি বাবু আমাকে দেখা পর্য্যন্ত, একেবারে পাগলের মত হয়ে যায়! আমাকে চোক (ঘুর্ণায়মান) ঘুরালে কিন্তু চমৎকার দেখায়। (চক্ষুঃ ঘুর্ণায়মান) মা মাগি বলে কি না আমি বুড়ো হইছি! তিরিশ, বত্রিশ, বচরে কেউ কখন আবার বুড়ো হয়? তাতে আবার স্ত্রীলোকের বয়েস!

নেপথ্যে-এই--এই-হর-ও-ও কালি এই ও-দ-দ-দরজা খোল্?—

হর। কেগা? এযে ভারি রঙে এসেছে দেখ্‌চি! কে বল, তবে দরজা খুলে দেব?

নেপথ্যে—"ইউ ষ্টুপিড্"—আমি-আমি আমরা।

হর। তুমি কে? তোমরা কে?

নেপথ্যে। (বিকট স্বরে) "তুমি কে—তোমরা কে!" তোমার ভাতার—

হর। কালি বাবু?

নেপথ্যে। (বিকট স্বরে) "কালি বাবু!"

হর। আর কে?

নেপথ্যে—(অন্য এক স্বরে) কু-উ-উ—

হর। (দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া) উটি কে? কোকিল পাকি নাকি?

(দোয়ারি, কালি, এবং কেদারের প্রবেশ।)

দোয়ারি। (কু-কু-করিতে করিতে হরকালির সম্মুখে মুখোব্যাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

হর। কালি বাবু! এটীকে কোথাথেকে ধরে নিয়ে এলে? রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানা ত কাছেই আছে, এমন যায়গা থাক্‌তে এখানে নিয়ে এলে কেন? যদি কিচ কিচ্ কোরে আঁচ্‌ড়ায়, কাম্‌ড়ায়, তা হলে শিক্‌লি কোথায় পাব?

দোয়ারি। আর শিক্‌লিতে কায নেই বাবা! তোমার রূপেতে অধীন্‌কে এম্‌নি বেঁধেচো যে, যদিও কিচ্-কিচ্-করি তাহলে তোমার ঐ শ্রীচরণে পড়েই কর্ব্বো!

হর। মরি মরি তোমার বালাই নিয়ে মরি!

দোয়ারি। শাঠ্! ষষ্ঠির দাস, বাবাঠাকুরের দাস, মা ঠাকুরের দাস। অমন কথা বল্‌তে আছে? তুমি মলে এত রাত্তিরে আমরা কার কাছে মর্ত্তে যাব? (পদধুলী হরকালির মাথায় অর্পণ করিয়া) চিরজীবী হও। আমার বগোলে যত চুল তত তোমার প্রমাই হোক্। হাতের নোয়া ক্ষয় যাক্।

হর। মরণ আরকি! এতো ভাল জ্বালাতন করলে গা! রাস্তার যত ধূল কাদা মাথায় দিলে!

দোয়ারি। বাবা! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তাতে কোন দোষ নেই।

হর। ব্রাহ্মণই হও, আর শুদ্দুরই হও; তা বলে আমার মাথায় ধূলো কাদা দেবে? আমার মাথা কি আঁস্তাকুড়? যেমন রূপ তেমনি গুণ!

দোয়ারি। কেন মন্দটা কি দেখ্‌লে? আমাকে কি পছন্দ হয় না? (মুখোব্যাদন করতঃ হরকালির দিগে আগমন)

হর। সর সর। আমার অমন রূপ হলে আমি এক গাছি দড়ি আর কলসি নিয়ে ডুবে মত্তেম।

দোয়ারি। তবে তুমি এখনও বসে আছ কেন?

কালি। আঃ দোয়ারি কি করিস? হর ব্র্যাণ্ডি বোলাও। জল্‌দি ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

হর। বেস্‌ ত তয়ের হয়েছো, আর ব্র্যাণ্ডি কাজ কি?

কালি। না, না, ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

হর। (উচ্চৈস্বরে) ও ভবি! ভবি! মাগি গেল কোথায়? (দ্বারের নিকট গমন পূর্ব্বক, উচ্চৈস্বরে) ওলো ভবি—ও ভবি। মাগি মরেছে। তোমরা বোসো আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। (হরকালির প্রস্থান)

কেদার। কালি, তোমার কি পছন্দ! এ যে ঠিক জ্বোলার পেৎনি। একে আবার তুমি মাইনে দিয়ে রেখেছ?

কালি। আরে দূর! কালো হলে কি হয়? বাবা---

দোয়ারি। মুখে আগুণ তোমার।

(হরকালির প্রবেশ)

কালি। "কাম্‌ এ্যাণ্ড সিট্‌ বাই মি"।

হর। আ মলোরে!

কেদার। কি হয়েছে?

হর। দেখুন দেখি মশাই! মাগিকে রাখা অবধি দেখলামনা যে, কো'ন দিন এক ডাকে উত্তর দিলে: আর যদিও কখন উত্তর দ্যায়, তা হলে য্যান কামড়ে খেতে আসে! মাগির ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়েনা। অনেক অনেক চাকরাণি দেখি- চি, বাবু এমন বজ্জাৎ মেয়ে মানুষ কোনখানে দেখিনি।

কেদার। এখন এক্‌বার তাকে ডাক, তামাক দিয়ে যাগ। তোমরা যে মদ আস্তে বল্‌চো, এখন মদ পাবে কেন? এত রাত্তিরে যে, সমুদায় দোকান বন্দ হয়ে গিয়েছে?

কালি। "ওঃ নো"!

দোয়ারি। এত দিন কোল্‌কাতায় থেকে বুঝি এ জান না?

কেদার। কি বল দিকি?

দোয়ারি। সকল দোকানেই একটা কোরে প্রাইভেট্‌ দরজা থাকে, সেই খানে দু এক জন লোক নিয়ত দাঁড়িয়ে থাকে। যদি কেউ মদ নিতে যায় কি খেতে চায়, তাকে আস্তে ২ সেই দরজা দিয়ে নিয়ে যায়।

কেদার। প্রাইভেট্‌ দরজা খোলা থাকে না দেওয়া থাকে?

দোয়ারি। দেওয়া থাকে। বাইরের লোকেরা ইসারা কল্লেই অম্‌নি ভেতর থেকে এক জন খুলে দেয়।

কেদার। „ওপ্‌ন্‌ সি সম্‌" নাকি?

দোয়ারি। প্রায়।

কেদার। আচ্ছা পুলিষে এর কিছু জানে?

দোয়ারি। কেন জান্‌বে না? ইনিস্‌পেক্টারদের সুমুক দিয়ে "কে ডাকে কে ডাকে" বোলে রাত্রে বিক্রি করে, ওরা কিছুই বলে না।

কেদার। তবে আমাদের দেশের পুলিষ তো চমৎকার! কেবল পীড়নের সময় তৎপর!

দোয়ারি। বাবা চুপ কর। আমাদের ও সকল কথায় কাজ নেই।

(ভবর প্রবেশ।)

ভব। কি আজ্ঞে হবে বলো?

কালি। এক বোতোল দু নম্বরের একুশা নিয়ে এস। এই দুটো টাকা ন্যাও।

(ভবর প্রস্থান)

দোয়ারি। এক ছিলিম তামাক দিতে বল্লেনা?

হর। আর ওমাগিকে ডেকে কাজ নেই। আমি তামাক সাজ্‌ছি।

(হরকালির কল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

দোয়ারি। আমার ত নেশা সব ছুটে গিয়েছে।

কেদার। আমার ত নেশা প্রায় হয়নি।

কালি। "ও ইএস্‌"! আমারও নেশা আদতে নেই।

(হরকালির কল্কে লইয়া প্রবেশ।)

দোয়ারি। চাবুক্ লাগান যাক্ বাবা!

(ধূম পান)

কেদার। ও হে চাটের কি হবে বল দিকি?

হর। আমার কাছে গোটা কত নেবু আছে দিচ্চি।

কালি। তাতে হবে না। আমার খিদে পেয়েচে, কিছু জল খাবার চাই।

কেদার। আচ্ছা তোমরা বোসো, আমি নিয়ে আশ্চি।

কালি। চল সকলে যাই।

দোয়ারি। বেশ কথা।

(কালি, দোয়ারি এবং কেদারের প্রস্থান।)

হর। (স্বগত) পুরুষ মানুষ কেমন স্বাধীন জাৎ! যারা এসেছিল, বোধ হয় সকলের ঘরে স্ত্রী আছে, কিন্তু তবুও কেমন মজা কর্‌চে। (কিয়ৎক্ষণ পরে) পান গুলো সাজি, আবার বাবুরা এখুনি আস্‌বে (পান সাজিতে সাজিতে গীত)

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী—তাল আড়াঠেকা।

বল সখি অরসিকে কি জানে প্রেমধন হায়!
মুখে কি বলে সকলে অনুভবে বোঝা যায়।
কোথায় এ শোনা যায়, অবলা মুখ ফুটে কয়,
প্রেম করিব আয় আয়, শুন্‌লে সখি হাঁসি পায়॥

(নেপথ্যে)। সাবাস্ বাবা! সাবাস্!

(অন্যস্বরে)। প্রাণ কেড়ে নিয়েছ বাবা!

হর। এলে?

(নেপথ্যে)। হেঁ-বা-দ-দরজা-খো-খোল।

(হর কর্ত্তৃক দ্বার উদ্ঘাটন) দুই মাতালের প্রবেশ।

হর। তোমারা কেগো?

১ম মা। আমরা বিদেশী বাবা। তোমার কাছে আজ অতিথ্ হলেম।

হর। তোমরা বাবু এখান থেকে যাও। আমার মানুষ এখনি আস্‌বে। সে এলে আর রক্ষে রাখ্‌বে না।

২য় মা। বাবা! সেকি তোমার মানুষ, আর আমরা কি তোমার এঁড়ে?

হর। সত্যি সত্যি তোমরা শীগ্‌গির যাও। ঐ তারা আশ্‌চে বুঝি!

১ম মা। বাবা! তোমাকে একলা রেখে যে আম্‌রা যেতে পারিনে?

(নেপথ্যে) "কোন্ হায় রে, শূয়ার কি বাচ্ছা! আবি মুণ্ডু লেঙ্গে রও শালে"।

(দোয়ারি, কালি, এবং কেদারের প্রবেশ)

১ম মা। কে বাবা তোমরা?

কালি। তুই শালা কে? তুই আমার ঘরে আসিস্ তোর এত বড় যোগ্যতা! হর, এরা এলো কেমন করে?

হর। তোমার নাম করে দরজা ঠেল্‌তে লাগ্‌লো, আমি ভাবলেম্ বুঝি তোমরা এলে। তাই দরজা খুলে দিলেম। তার পর দেখি না, দুই নব কাত্তিক এসে উপস্থিত!

২য় মা। মেয়ে মানুষ রসিক আছে বাবা!

দোয়ারি। পাজি অন্তজ্, ছোট লোক বেটারা! এখনও বল্ উঠ্‌বি কি না? এখনও বল!

১ম মা। চোপ্‌রাও শালে! তুই জানিস নে আমি কে! আমি টেলিগ্রাপ্ আপিসে কর্ম্ম করি, কুড়ি টাকা মাইনে পাই, তুই আমাকে গালাগালি দিস্! তোর প্রাণে একটুও যে ভয় নেই দেখ্‌চি! আম্‌রা কাঁসারি পাড়ার ছেলে। ডাক্-সাইটে নাম বাবা। মেচোবাজার থেকে সোনাগাছি পর্য্যন্ত সব বেটির সঙ্গে আলাপ, আমাদের সঙ্গে আবার চালাকি! (তাকিয়া ঠেসান দিয়া শয়ন)

দোয়ারি। তবে কেদার, বেটাদের একবার শামচাঁদ দেখান যাগ?

কেদার। ওরা ছোটলোক, ওদের মেরে কি হবে? আর আম্‌রা তিন জন ওরা দু জন বই ত নয়, মনে কল্লেই মারা যায়। আর ওরা এম্‌নি মাতাল হয়েছে যে, দাঁড়াতে পার্চ্চে না। (মাতালদের প্রতি) বলি তোম্‌রা উঠে যাও না, গোল কর্‌চো কেন?

২য় মা। হা! হা! ওরে ভগা! এ শালা বলে কি রে? ওঠ্‌তো একবার বোনাই বলে ছাড়াই। (সকলের মারামারি)

হর। ওমা কি হলো! ওমা কি হলো! ওগো তোমরা আর ওদের মেরো না।

২য় মা। পাহারা ওয়ালা, পাহারা ওয়ালা! মেরে ফেল্লে রে, যাই!

১ম মা। ওরে আমি ছুতোর। তেলিগ্রাপ আপিসে কর্ম্ম করিনে। বাবা আমায় ছেড়ে দে, আমি যাচ্চি যাচ্চি! মলুম মলুম!

দোয়ারি। বাহার শালা বাহার! বাহার শালা বাহার!

কালি। (দ্বারের পাস হইতে) মারো বেটাদের। "ষ্ট পিড্‌ র‍্যাস্‌কেল্‌স্‌"!

(দুই মাতালের পলায়ন)

কেদার। ভারি আপদ্‌!

দোয়ারি। দেখ দিকি! ছোট লোকের গালাগালি কি সহ্য হয়?

কেদার। কালি গেল কোথায়?

কালি। (এক কোন হইতে) বেটারা কি গিয়েছে?

(সকলের হাস্য)

কেদার। তারা গিয়েছে। তুমি এখন ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো।

কালি। আমি আর একটু হলেই বেটাদের মেরে ফেলে ছিলেম আর কি। কিন্তু মিছে মিছি ছোট লোকদের সঙ্গে মারা মারি কর্ব্বো, তাই একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেম।

দোয়ারি। এক বেটার চোকে এমনি এক ঘুশো মেরেছি, বোধ হয় তাঁর আর সে চোক দিয়ে তাকাতে হবে না।

কালি। আমিও বড় কশুর করিনি। এক বেটা যেই দর-জার কাছে এসেছে, অমনি দরজার ফাঁক দিয়ে তার পেটে এমনি ঝেঁটার কাটি দিয়ে প্যাঁক করে ফুটিয়ে দিয়েছি যে, বেটা অমনি "বাপ্‌রে" করে ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে পালিয়েছে।

দোয়ারি। আমার ত নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছে।

কালি। ওহে দরজা টা দিয়ে বোস, বেটারা এসে আবার উৎপাৎ কর্ব্বে।

দোয়ারি। এবার এলে কি বেটাদের আস্তো রাখ্‌বো?

কেদার। দোয়ারি! তোমার শরীর ঐ, কিন্তু সাহস আছে ত?

দোয়ারি। আর ভাই ঐ কাজ করে বুড় হলেম। মারা মারি ত হচ্চেই। সে যা হোক কিন্তু ঐ বুঝি ভব আশ্চে, প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।

(ভবর প্রবেশ।)

ভব! এই নাও বাবু। এত রাত্তিরে কি পাওয়া যায়! কত হাঁকা হাঁকি, ডাকা ডাকি করে তবে এনেছি। আর দরকার হলে কিন্তু বাবু আমি আস্তে পার্ব্বো না।

হর। তুমি মদ আস্তে পার্ব্বে না, কোন কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে না; তবে তোমার মুখ দেখ্‌তে তোমাকে রাখা হয়েছে নাকি?

ভব। না রাখ্‌তে চাও আমাকে জবাব দাও, আমি চলে যাই। তা বলে আমি এত রাত্তিরে শুঁড়ির দোকান আর ঘর কর্ত্তে পারি নে।

হর। আচ্ছা এই নে তোর মাইনে নে।

[বাক্স খুলিয়া টাকা দিতে উদ্যত]

কেদার। আঃ! তুমিও কি খেপ্‌লে? ও বুঝতে পারিনি একটা কথা বলেচে বলে কি রাগ কর্ত্তে হয়?

ভব। দেখ দিকিন্‌ বাবু, যখন তখন উনি বলেন "তুই বেরো"। তা কল্‌কাতার সহরে গতোর থাক্‌লে চাক্‌রির অভাব নেই।

দোয়ারি। আর সে সকল কথায় কাজ নেই, বাছা এখন তুমি এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে এসো।

(ভবর কল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

কালি। ওহে তবে বোতলটা খোলা যাগ?

দোয়ারি। তা আর বল্‌তে! আমারত তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল!

কালি। হর! কাক্‌ইস্ক্রুপ কোথায়?

হর। (আলমারি হইতে বাহির করিয়া) এই নাও।

কালি। (বোতল খুলিয়া) গ্ল্যাস কোথায়?

হর। ঐযে তাকের ওপর, হাৎবাড়িয়ে নাও। (ভবর কল্‌কে দিয়া প্রস্থান)

কালি। "অল্‌রাইট"! (গ্ল্যাসে ঢালিয়া) হর, একুটু মদ যে খেতে হবে!

হর। আমি মদ খাইনে।

কালি। একটু খেতেই হবে।

হর। আমি কখন খাইনি কেমন করে খাব?

দোয়ারি। আরে বাবা কেঁড়িলি কর কেন? খেয়ে ফেল না।

হর। এ তো তোমাদের মন্দ কথা নয়! আমি কখন খাইনি, খাব কেমন করে? আর যদি নেশা হলো।

কালি। না, নেশা হবে না, এক সিপ্ খাও।

দোয়ারি। বলে--"চিরকাল গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডান্" আমাদের সঙ্গে তোমার আর চালাকি কর্ত্তে হবে না। ছে-নালি রেখে দাও, ঐ টুকু সোনা হেন মুখ করে খাও, তার পর তোমাকে আর কেউ জেদ কর্ব্বে না।

হর। ওতে বাবু শরীর বড খারাপ করে। কত স্ত্রীলোক মদ খেয়ে একেবারে বয়ে গিয়েছে।

কালি। "হিয়ার! হিয়ার! (করতালি)

দোয়ারি। আমি চল্লুম। (গমনোদ্যত)

কেদার। আরে বোসোনা। হয়েছে কি?

দোয়ারি। না আমি চল্লুম। (গাত্রোত্থান)

কেদার। বোসো বোসো।

দোয়ারি। আরে না আমি বোস্‌বো না। সেই অবধি বকে বকে আমার মুখে ফেকো পড়্‌লো, আর বল্‌ছি আমার মোউতাৎ হয়েছে। তা না শুনে মাগি লেকচার দিতে লাগ্‌ল, আর মিন্‌সে বগোল তুলে হাততালি দিতে লাগ্‌ল। এমন বেল্লিকদের সঙ্গে আমি এয়ারকি দিতে চাইনে।

কেদার। আরে না না তুমি বোসো। আমরা এই বারেই আরম্ভ করে দেবো। হরকালি তবে তুমি একটু খাও। যদি না ইচ্ছে হয় তবে খেয়ে কাজ নেই।

কালি। তুমি না খেলে আমরা কেউ খাবো না।

হর। সত্যি সত্যি বাবু আমি মদ খাইনে। তা যেকালে তোমরা সকলে জেদ করচো আমি খাই, কিন্তু আর আমাকে খেতে জেদ করোনা। (মদ্য পান করিয়া) গাম্‌ছাটা দ্যাও।

কালি। (গামছা লইয়া) এই নাও। এক কোয়া কমলা নেবু খাও। "নাউ দোয়ারি ইট্‌স ইওর্ টার্ণ"।

দোয়ারি। "গুড্ হেল্‌ত"।

কেদার। (হরকালির দিকে তাকাইয়া) "আই ড্রিঙ্ক ইওর হেল্‌ত"।

হর। তোমরা বাবু বাঙ্‌লা করে বল। আমি ইংরিজি জানিনে। গালাগাল্ দিচ্চ কি ভাল কথা বল্‌ছ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

কালি। বেটারা রম্ মিশিয়েছে। আদত জিনিস দেয়নি।

হর। রাত্রে কি ভাল জিনিস পাওয়া যায়?

দোয়ারি। মেয়ে মানুষ! তোমার ঘরে বাঁয়া তব্‌লা আছে?

হর। বাঁয়া তব্‌লা থাক্‌বে না ত ঘর করি কি নিয়ে।

কালি। আমার মেয়ে মানুষের ঘরে যন্তর নেই, তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেমন করে?

দোয়ারি। তবে নিয়ে এস একটু আমোদ প্রমোদ করা যাগ্। কিন্তু আর একটু খেয়ে নিলে ভাল হয়।

কালি। (মদ্য ঢালিয়া) হর খা ভাই।

হর। আবার কেন? "নড়ে চড়ে বুঝি বুড়ির পোঁদে হাত?"

কালি। হর একটু খা।

হর। মদ না খেলে বুঝি মজা হয় না। গাও বাজাও আমোদ কর, মদ খাওয়া কেন?

কালি। গাওনা বাজনা ত হবেই। এটা কেবল বাড়্‌তির ভাগ। আর কি জান সাদা চোকে মজা হয় না। কেমন য্যান ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। এ অমৃত যখন পেটে পড়ে তখন চারি দিক য্যান গম্ গম্ কর্‌তে থাকে। মন ডানা বের্ করে, মেজাজ্ গড়ের মাঠ হয়। সরস্বতি নাকে, মুখে

চকে, চারিদিকে বাসা কর্ত্তে আরম্ভ করেন। মদ না খেলে মজা মিইয়ে যায়, হাঁসি কাষ্ট হাঁসি হয়। মদের যে কত মহিমা তাকি বলে ওঠা যায়! (গ্ল্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বাবা মদ! তোমার কি লাল চেহারা, তোমার কি শরল তরল ভাব, তোমাকে যে দেবতা তয়ের করেছে তার শ্রীচরণে আমি এই পোঁদ্ উপু করে নমস্কার করি।

দোয়ারি। ও কালি!

কালি। এমন দেবতাকে আমি বার বার নমস্কার করি।

দোয়ারি। ও বেটা কালি!—

কালি। কি বা—

দোয়ারি। আমাদের একটু একটু খেতে দিবি কি না তা স্পষ্ট করে বল্?

কালি। হচ্চে হচ্চে। "ওএল্ মাই সুইট্ হার্ট্টেক্ এ সিপ্"।

হর। দাও দাও! ভারি আপদ!

কালি। "দ্যাট্স্ লাইক্ এ গুড্ গের্ল্"!

দোয়ারি। বাবা, তবে নাকি তুমি মদ খাওনা, বেশ ত চিনির পানার মত খাচ্চো?

হর। তোমাদের উপ্রোধে।

(সকলের মদ্যপান)

দোয়ারি। (তব্লায় চাটি মারিয়া) হর তোমাকে একটী গাইতে হবে।

হর। আমি গাইতে জানিনে।

দোয়ারি। এতেও ছেনালি?

কেদার। একটী গাওনা, তাতে দোষ নেই।

হর। আচ্ছা গাচ্চি, কিন্তু তোমরা ঠাট্টা কোরো না।

কেদার। না, না, কেউ ঠাট্টা কর্ব্বে না।

হর—(গীত)

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী তাল আড়াঠেকা।

না জানিয়ে প্রেম করে হায় বুঝি প্রাণ যায়।
আমি যারে ভাল বাসি সে না বাসিল আমায়॥
যৌবন তৃষার ন্যায়, হরিণী যুবক প্রায়,
দূরে থেকে জলাশয় মরিচিকা পিছে ধায়॥

কালি। বেশ বেশ! "ব্রাভো ব্রাভো"! তুমি অত্যন্ত টায়ারড্ হয়েছো, একটু ব্র্যাণ্ডি খাও।

হর। আবার! (পান)

কালি। দোয়ারি! "হেল্প ইওর্ সেলফ্"।

দোয়ারি। "থ্যাঙ্ক্‌স"।

কালি। "ডোণ্ট মেন্‌শান্"। কেদার "ওব্লাইজ্ মি"।

কেদার। এস, (মদ্যপান)

কালি। (মদ্য পানকরিয়া) আমি বাবা একটা গাবো তুমি বাজাও।

দোয়ারি। আচ্ছা।

রগিণী কালেংড়া তাল আড়খেমটা।

কালি। (গীত) এত তার মনে ছিল ভাল বাসিতাম যারে,
বিচ্ছেদ্ আগুণ জল্‌চে দ্বিগুণ না হেরে তাহারে॥
মিষ্টি কথায় দুষ্টু হেঁসে, ঘন ঘন কাছে এসে,
রাগ্‌লে তার কোন দোষে সাধ্‌ত পায় ধোরে॥
তরি ভাসিয়ে দিয়ে জলে, সে পালাল আমায় ফেলে
এখন তরি ডুবে গেলে, দেখ্‌বেনা আমারে॥

(ভবর কল্‌কে লইয়া প্রবেশ)

কালি। ভব, ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

ভব। ওমা! এখন্ ব্র্যাণ্ডি কোথা পাব গো?

কালি। এই তিনটে টাকা নাও। তোমার এক টাকা, আর দু টাকার ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এস। এক্ষুনি যাও।

(ভবর প্রস্থান)

কেদার। আমি বাজাব।

দোয়ারি। আমি গাব।

হর। আমি নাচ্‌ব।

কালি। "অল্‌রাইট্, ভেরিই-ই ওএল্"। আমি তোমার সঙ্গে নাচ্‌ব।

(কালি এবং হরকালীর নৃত্য)

রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ তাল পোস্ত।

দোয়ারি। (গীত) অমন করে আমার দিকে আর তাকিওনা।
তোমার আঁখি ঠেরা দেখে প্রাণ আর বাঁচে না।
যে দিন অবধি করে, হেরিলে ও আঁখি ঠেরে,
আছি আমি প্রাণে মরে, আর জ্বালিও না॥

কালি। বা-বা-বেশ্! বেশ্! বেটি-বেশ্!

রাগিণী সিন্ধু তাল আড়খেম্‌টা।

দোয়ারি। (গীত) বড় আশা ছিল মনে তাই তব বাসাতে আসা।
সুখে থাক এই বাসনা, চাইনে তব ভালবাসা॥
তোমার যে প্রিয় আছে, সুখে থেকো তার কাছে,
কিন্তু বলি বলা মিছে, করোনা তার এমন দশা॥

দোয়ারি। আমি আ-আর গাইতে পারিনে। (শয়ন)

হর। ব্র্যাণ্ডি ব্র্যাণ্ডি! (মদ্যপান)

কালি! (দণ্ডায়মান হইয়া) "লেডিজ. এণ্ড, জেণ্টেলমেন্" ! সকলে ওঠ, আমাদের দেশের কি দুরবস্থা! দেখ বোতলে এক ফোটাও মদ নেই! (উদ্গার) এইবার বঙ্গদেশ ছার খার হয়। ঐ বুঝি শমন এলো।

(ভবর প্রবেশ।)

ভব। ওগো অন্ধকার কেন?

কালি। ঐশালা শমন এসেছে, মার শালাকে! (প্রহার)

ভব। (ক্রন্দন করিতে করিতে) মাগো। গেলেম গো! সর্ব্ব-নাশির বেটা, মেরে ফেল্লে গো!

কেদার। কিও কালি! কিও কালি!

কালি। বেটা শমন। মার বেটাকে!

হর। কি হ—হলো, অন্ধকার কেন?

ভব। আঁটকুড়ির বেটা খুন কল্লে গো!

হর। ও—কালি? কি হয়েছে! কি হয়েছে!

কেদার। কালি, ছেড়ে দাও। আর মেরোনা!

(চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকিদার। "কেয়া হুয়া"!

(যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিহর বাবুর অন্দর গৃহ।

(কুসুম, কামিনী, বামাসুন্দরী আসীন)

বামা। তবে এখন আসি।

কামিনী। ঠাকুরঝি বঁসো না?

বামা। না ভাই—আমি তোমার মার কাছে একবার যাই। নেমন্তন্যে এসেছি বলে কেবল যে খেতেই হবে, এমন্ ত কথা নয়। দেখি তিনি কি কচ্চেন।

কামিনী। তিনি বুঝি রান্না ঘরে আছেন।

বামা। আমিও যোগাড় দেইগে।

(বামাসুন্দরীর প্রস্থান।)

কুসুম। কামিনী! তোমার ঠাকুরঝি ভাই খুব কাজের লোক, না?

কামিনী। তাতে খুব! একদণ্ডও বসে থাক্‌তে পারেন না।

কুসুম। তুমি বুঝি সমস্ত দিন্ বসে বসে পড়?

কামিনী। আমাদের তো কাজ কিছু বেশি নয় যে, আমাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে; তা বলে কি সারাদিন পড়ি, না সমস্ত দিন কখনো পড়া যায়?

কুসুম। আমি শুনিচি, তুমি খালি খাবার সময় আর কাপড় কাচ্‌বার সময় নিচে নাব, তা না হোলে সারাদিন উপরে বসে পড়।

কামিনী। না তা নয়; তবে প্রায় উপরে থাকি বটে। কখন পড়ি, কখন বা ঘুমুই। আর যখন মনমোহিনী কি থাক

আসে, তখন হয় গল্প করি, নয় তাস্ খেলি।

কুসুম। মনমোহিনী, থাকমণি কি, প্রায়ই তোমাদের বাড়ী আসে ?

কামিনী। আসে বৈ কি। আমাদের বাড়ীর পাশেই ওদের বাড়ী কি না; আমাদের পাচ্ দোর দিয়ে আসা যায়; তাই ওরা প্রায় আসে। আচ্ছা কুসুম! তুমি এখন কি পড়্ছ ?

কুসুম। আমি এখন ভূগোল পড়্ছি, ব্যাকরণ, রত্নসার আর "ফাষ্টবুক্ অফ্ রিডিং" পড়্ছি।

কামিনী। তোমাকে কে পড়া বলে দ্যায় ?

কুসুম। ঠাকুরপো বলে দ্যায়। নলিনীতে আর আমাতে এক বই পড়ি।

কামিনী। সুবোধ কি তোমাদের মনোযোগ করে পড়া বলে দেন ?

কুসুম। মনোযোগ করে! তিনি যে যত্ন করে আমাদের পড়ান, তাতে বোধ হয় তাঁর যেন আর কিছু কাজ্ নেই। ঠাকুরপোর মত লক্ষ্মণ দ্যাওর কোথাও দেখিনি। আপনার মার পেটের ভায়ের চেয়েও আমাকে যত্ন করেন, আর ভাল বাসেন।

কামিনী। তুমি ভাই খুব সুখী! রামের মত ভাতার, লক্ষ্মণের মত দ্যাওর, আর কৌশল্যের মত শাশুড়ি পেয়েছ।

কুসুম। কামিনী, আমার দ্যাওর লক্ষ্মণের মত বটে, আমার শাশুড়িও কৌশল্যের মত বটে, কিন্তু আমার স্বামীর বিষয় তুমি কিছু জান না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমি হেঁসে খেলে বেড়াই বলে, লোকে ভাবে আমি খুব সুখী। তা সে সকল কথা যাক্। তোমাদের বাড়ীতে এসেছি,

দুদণ্ড আমোদ প্রমোদ করা যাক্, ও সকল কথা কয়ে দুঃখু বাড়িয়ে কি হবে !

কামিনী। কুসুম ! তুমি যার কাছে এসেছ, তার আমোদ প্রমোদ সব শুকিয়ে গিয়েছে। তার দুঃখু তোমার চেয়েও অনেকগুণে বেশি।

কুসুম। সে কি কামিনি! এও কি কখন সম্ভব হয়, আমার চেয়েও দুঃখিনী কি ভারতে আছে ! যার রাত্রে ঘুম হয় না, পৃথিবীর কোন জিনিস খেতে পত্তে ইচ্ছে হয় না, যার পক্ষে দিন্ রাত্ কাঁদা সহজ হয়ে পড়েছে ; যার যৌবন কালে সোয়ামী বেঁচে থাক্তে বিধবাদের মত শরীরে অযত্ন ; যে মা বাপ ভাই বন্ধু, সকল ত্যাগকরে এক জনের হাতে জীবন যৌবন সমর্পণ করেছে; কিন্তু সেজন তার দিকে এক বার ফিরেও তাকায় না। কামিনি, বল দেখি এমন হত ভাগিনীর মত দুঃখিনী পৃথিবীতে কে আছে ?

কামিনী। আমি জান্তেম্ না যে, তোমার এত দুঃখু। কিন্তু এখন আমি বুঝ্তে পাচ্ছিনে কি জন্যে তোমার সঙ্গে আর কালী বাবুর সঙ্গে এত বিচ্ছেদ হয়েছে। তা সে যাহোক্ তবুও তোমার চেয়ে দুঃখু আরো অনেকের আছে।

কুসুম। আমার ত বোধ হয় আমার মত এত দুঃখু কারো নেই।

কামিনী। ও কথা ভাই তুমি বল্তে পার না। দেখ, যারা গেরোস্ত লোক তারা মনে করে, তারা অত্যন্ত গরীব। যারা তাদের চেয়েও গরীব, তারা মনে করে যে, আমরা সকলের অপেক্ষা গরীব। কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের চেয়েও অনেক গরীব আছে, যেমন ভিকিরি ! এই রকমি সমুদায় সংসার। কিন্তু যারা দিনে খেতে পায় না, রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুমোয় তাদের চেয়েও গরীব আছে, যেমন আমি।

কুসুম। ভাই, এখন ঠাট্টার সময় নয়।

কামিনী। কুসম, আমি কি ভাই এত নিষ্ঠুর যে তোমার দুঃখের কথা শুনে ঠাট্টা কর্‌বো! আমার মনে কি দয়ার লেষ মাত্র নেই! আমি কি স্ত্রীলোক নৈ!

কুসুম। তবে ভাই তোমার এত কি দুঃখু, যে যারা খেতে ও পায়না জায়গার জন্যে ঘুমুতে পায়না, তারাও তোমার চেয়ে সুখী?

কামিনী। তুমিকি আমার দুঃখু শুন্তে সাহস্ কর?

কুসুম। লোকের দুঃখু শুন্তে কি আর সাহস দরকার করে।

কামিনী। করে বৈ কি? আমার মনের ভাব যদি তোমাকে প্রকাশ করে বলি, তাহলে অজাগর বিজনবনে হটাৎ একটা ভয়ানক বাঘ দেখ্‌লে তোমার যেমন সেটাকে ভয়ানক বলে বোধ হয়, আমাকে তোমার তার চেও ভয়ানক বলে বোধ হবে। কিন্তু আমার মনের কথা যদি তোমার শুন্তে ইচ্ছে হয়, তাহলে তোমাকে বলি।

কুসুম। ভাই, কেন তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বল্‌বে।

কামিনী। কুসম, আমি যদি তোমাকে এক তিলও অবিশ্বাস কত্তেম তা হলে তোমাকে এমন কোন চিহ্ন দেখাতেম না, যাতে তুমি বুঝ্‌তে পাত্তে যে আমি অসুখী।

কুসুম। তুমি যে আমাকে এত বিশ্বাস কর, এ শুনেও আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হলেম তা বলে জানাতে পারিনে। দেখ ভাই! তোমাকে আর নলিনীকে আমি যত ভাল বাসি এত আর কাকেও বাসিনে। আমার যদি মার পেটের কেউ থাক্‌তো তাহলে বোধ হয় তোমাদের চেয়ে ভাল বাস্‌তে পাত্তেম না। কিন্তু ভাই তুমি যেকালে আমাকে তোমার মনের কথা বল্‌তে চাচ্চো, তখন আমার মনের

দুঃখু সব তোমাকে জানাবো।

কামিনী। দেখ ভাই! আমি একটা কথা বলি, য্যান আর কেউ জান্‌তে না পারে।

কুসুম। ভাই কামিনি! তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বলো আর নাই বলো, কিন্তু তোমাকে আমি বলচি যে বিশ্বাসঘাতক হয় সে সব কত্তে পারে। ভাই, আমি দিব্বি কচ্চি যে, কাকেও তোমার কথা বল্‌বো না।

কামিনী। তোমার দিব্বি কত্তে হবেনা।

কুসুম। আমার মনের কথা ভাই আমি আগে তোমাকে বল্‌বো।

কামিনী। আচ্ছা।

কুসুম। তবে ভাই গোড়াথেকে বলি। আমি যখন প্রথম ঘর কর্‌তে এলেম আমার সোয়ামী তখন একটু একটু মদ খেতেন, কিন্তু বাড়ীর কেউ জান্তো না। এক দিন রবি-বারে আমি ঘরে বসে পান সাজ্‌ছিলেম, উনি টল্‌তে টল্‌তে ঘরের ভেতর এলেন। এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে ন্যাকার কর্‌তে নাগ্‌লেন। আমি মুখে মাথায় জল দিয়ে পাকার বাতাস কত্তে লাগলেম। কিন্তু যখন পাকার বাতাস কচ্ছিলেম তখন তাঁর কষ্ট দেখে আমার মনে ভারি দুঃখু হয়ে ছিল, তাই কেঁদে ছিলাম। আমার কান্না শুন্তে পেয়ে উনি ধড়্‌ফড়্‌ করে বিছানা থেকে উঠে আমার হাত ধল্লেন। আমার মনে একটু ভয় হয়ে ছিল, কেননা শুনেছিলেম লোকে মদ খেলে পাগোলের মত হয়। তাই আমি ঘরথেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলেম। কিন্তু পুরুষ মানুষের জোরে পার্কো কেন ভাই, তাই তার হাত ছাড়াতে পাল্লেম না। উনি আমার হাত আরো কোশে ধল্লেন, আর বল্‌তে লাগলেন "পালাবি কোথা শালি, আজ তোকে

মদ খাইয়ে তবে আমার আর কাজ।” আমার মনে বড় ভয় হলো। আমি বল্লেম “আমাকে ছেড়ে দাও আমি ঠাকরুণের কাছে যাই। আমি কখন মদ খাইনি, আমাদের বাড়ীতে কেউ মদ খায় না, আমি কেমন কোরে মদ খাবো? তোমার দুটী পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও।” তিনি একটা খারাপ কথা কয়ে বল্লেম” দূর শালি।” এই সকল কথা শুনে আমার ভারি ভয় হল, দুঃখুও হল, রাগও হলো। আমি চেঁচিয়ে কাঁদ্দে লাগ্‌লেম। তারপর উনি চেঁচিয়ে কাঁদ্দে দেখে, আমাকে চিৎ করে ফেলে আমার মুখের ভেতর আঁচোল পুরে দিলেন। আমি মনে কল্লেম, চেঁচাই। কিন্তু চেঁচাবারও যো ছিল না; তারপর কি হয়েছিল আমি জান্তে পারিনি। যখন আমার হুঁস হলো, তখন দেখি না নলিনী আমার গলা জড়িয়ে কাঁদ্‌চে, আর ঠাকরুণ “কি হলো! কি হলো! সর্ব্বনাশ হলো!” বলে কপালে চাপড় মাচ্চেন। আর ঠাকুরপো আমার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। আমি প্রথমে এ সকলের কারণ কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। তারপর ক্রমে ক্রমে আমার সব মনে পড়্‌লো। আমি ঠাকরুণের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদ্দে লাগলেম। তিনি “মা! মা! আমার ঘরের লক্ষ্মী,” বলে কাঁদ্দে কাঁদ্দে আমাকে কোলে নিলেন। ঠাকুরপো চোক মুচ্‌তে লাগলেন আর বলতে লাগলেন “একটু চুপ কর, এখন কেঁদো না।” বোলে বাতাস কত্তে লাগলেন। (চক্ষু মুছিতে ২) দেখ ভাই কামিনি, শাশুড়ি যেমন হতে হয় তেমনি হয়েছে, দেওরও যেমন হতে হয় তেমনি হয়েছে কেবল এক দুঃখে আমার হাড় কালি হলো। (ক্রন্দন)

কামিনী। (কুসুমের হস্ত আপনার হস্তে লইয়া) কুসম, কেঁদোনা বোন্ কেঁদোনা, দুঃখু কল্লে কি হবে? পরে সকলি ভাল হবে এখন ত তোমার সোয়ামী তেমন করেন না?

কুসুম। তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? সেই পর্য্যন্ত ভাই আমার ভাতার ওপরে শোয় না। হয় বাইরের বৈটক-খানায় শোয়, তা নইলে ওয়াঁর হরকালি বলে এক জন ঢেমনি আছে তার কাছে পড়ে থাকে। তা দেখ ভাই সোয়ামী থাকতে সোয়ামী নেই, এর চেয়েও দুঃখু কি আর আছে! (ক্রন্দন)

কামিনী। কাঁদো কেন ভাই কুসম, তুমি তোমার সোয়ামীকে ভাল বাস। কত দিন তাঁর সঙ্গে ঘর করেছ। তিনি যখন বাড়ির ভেতর এসে শোবেন তখন তোমার কোন দুঃখু থাকবে না। কিন্তু আমার বিষয় একবার ভেবে দেখো দিকি। সেই যে সোয়ামীর সঙ্গে চার চক্ষুর মিলন হয়ে ছিল সেই পর্য্যন্ত, আর কখন তাঁকে দেখিনি।

কুসুম। অমন কথা বলোনা কামিনি। বিয়ে হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তোমার ভাতারকে দেখনি? সে কি!

কামিনী। তা নইলে বল্‌চি কি? আবার শোনো যদি এখন আমার সোয়ামি আমার ঘরে রাত্তিরে আসে, তা হলে আমি গলায় দড়ি দিই।

কুসুম। কি বল কামিনি! (স্বচকিতে)

কামিনী। কুসম, ইরি জন্যে বল্‌ছিলেম আমার দুঃখের কথা শুন্‌লে তোমার গায় কাঁটা দেবে।

কুসুম। সত্যি কামিনি এ কখনো হতে পারে? তোমার সোয়ামী তোমার কাছে এলে তুমি কোথা সুখী হবে - না তুমি মর্ত্তে চাও? তুমি বুঝি ঠাট্টা কচ্চো?

কামিনী। আমি ঠাট্টা কচ্চিনে, আমি তোমাকে ঠিক কথা বল্‌চি। যখন আমার বিয়ে হয় তখন চার চোকের মিলনের সময় আমি যেরূপ দেখেছিলাম, তা এখনও আমার মনে হলে বুকের ভেতর ধড়্ ফড়্ করে, আর রক্ত জল হয়ে আসে। এমন ভয়ানক কদাকার রূপ আমি কখন দেখি নি।

কুসুম। ভাই সোয়ামির নিন্দে কত্তে নেই। কথায় বলে ভাতারের নিন্দে কল্লে নরোকে ভুগ্‌তে হয়।

কামিনী। যাকে আমি কখন ছুঁইনি আর কখন ছোবও না, যার কাছে কখন শুইনি আর কখন শোবও না, যার সঙ্গে কখন কথা কইনি, আর কখন কবও না, সে আবার আমার সোয়ামী কি?

কুসুম। ও মা! অমন কথা বল্‌তে আছে কামিনী? তুমি কি পাগোল হয়েছ না খেপেচ? অমন কথা বলোনা ভাই। ছি! তোমাকে আম্‌রা আমাদের মধ্যে ভাল বলে জানি, তুমি এত লেখা পড়া শিখেছ, তোমার এত বুদ্ধি, তুমি কি না এখন পাগোলের মত কথা কও? ছি ভাই!

কামিনী। কুসম, আমার ওপর রাগ করো না। আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না। তুমি যদি আমাকে না ভাল বাস, তাহলে আর আমাকে কে ভাল বাস্‌বে? মা বাপ আমার হাত পা ধরে জলে ফেলে দিয়েছেন। সকলে আমাকে ঘৃণা করে, তাচ্ছল্য করে, কেবল তুমি আর নলিনী আমাকে ভাল বাস, আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না (ক্রন্দন)

কুসুম। ভাই দিদি আমার, কামিনি! আমি তোমার ওপর কেন রাগ কর্ব্বো? তুমি আমার কি করেছো? তুমি হাজার দোষ কল্লেও তোমার ওপর রাগ কর্ব্বো না; কেননা আমি

তোমাকে না ভাল বেসে থাক্‌তে পার্ব্বো না। তুমি নাকি বল্লে যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে তিনি তোমার সোয়ামী নন, তাই আমি বল্লেম, অমন কথা বলতে নেই।

কামিনী। ভাই কাকে ও তুমি বলো না কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌চি আমি তাকে আদতে ভাল বাসি নে। তাকে আমি ঘেন্না করি ভয় করি। তাকে দেখ্‌লে আমার অসুখ করে।

কুসুম। আমিও আমার সোয়ামীকে সেই পর্য্যন্ত চোকে দেখ্‌তে পারিনে। আচ্ছা ভাই কামিনি! আমাদের দুজনার কপালে কি এই ছিল! (উভয়ের ক্রন্দন)

কামিনী। (চক্ষু মুছিয়া) আচ্ছা আমাদের বিয়ে হয়ে কি সুখ হোলো? চিরকাল এমনি করে কাটান কি কখন সম্ভব হয়? তবু নাকি আমরা মেয়ে মানুষ, তাই সহ্য করি, পুরুষ মানুষ হলে কখন পারত না।

কুসুম। পুরুষের কি ভাই? একটা না হয়ত আর একটা। এই যে আমার ভাতার, আমার কাছে আসে না, কিন্তু চেম্‌নির বাড়ি পড়ে থাকে। কিন্তু আমাদের পোড়া কপালে নোড়ার বাড়ি। এ বাঁদিপানা করতেই হবে। ঐ সোয়ামীর পায়ে তেল দিতেই হবে, তিনি লাতিই মারুণ আর ঝেঁটাই মারুণ।

কামিনী। আর বাপ্‌ মার কি আক্কেল! পাত্তোর কেমন না দেখে, আগে ঘর খোঁজেন। কুল মান কি পেটের মেয়ের চেয়েও বড় হলো? মেয়েদের কি সুখের ইচ্ছে নেই, তাদের কি রক্ত মাংষের শরীর নয়? তারা কি সকল সুখে জলাঞ্জলি দেবে, আর পুরুষ মানুষের ইচ্ছে হলে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবে,

যটা ইচ্ছে তটা বিয়ে কর্ব্বে, এ সওয়ায় বিবি নিয়ে বাই নিয়ে মজা কর্ব্বে? আর মেয়ে মানুষে সেই উননে মুখ দিয়ে পড়ে থাক্‌বে, বাসন মেজে ঘর গোবোর দিয়ে হাতে কড়া পড়্‌বে। আরো সকলের মুখ নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রাণটা যাবে? এমন পোড়া কপাল পুড়িয়েও আমরা মেয়ে জন্ম ধারণ করেচি! ধিক! ধিক! আমাদের জন্মকে ধিক!!

কুসুম। কিন্তু ভাই, সত্যি কথা বল্‌তে কি এর জন্যে তোমার যত কষ্ট হয়, আমার তত হয় না। আমার বাইরেও বড় যেতে ইচ্ছে করে না, গাড়ি ঘোঁড়া চড়তেও ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে খালি রোজ রোজ সকলের সঙ্গে দেখা করি, আর আমোদ আহ্লাদ করি।

কামিনী। পাখীরা যেমন খাঁচার ভেতর থাকে, তেম্‌নি ভাই আমরা ছেলেব্যালা অবধি এই দেয়াল ঘেরা আছি। দেয়ালের বাইরে গেলেই বোধ হয় য্যান, কি ভয়ানক পাপ্‌ কল্লেম। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না, না বাইরের জিনিস্‌ দেখ্‌তে মন যায় না? রান্না ঘরে ঘোমটা ঢাকা অনেক কোনের বৌ দেখ্‌তে পাবে, যারা ঘোমটা আড়াল দিয়ে তাদের দুঃখের ভাবনা ভাবে, চোকের জলে ভেসে যায়, আর পরমেশ্বরকে সাক্ষি রেখে তাদের দেশকে গালাগালি দেয়!

কুসুম। আচ্ছা ভাই আমাদের দেশে ত এত বড় বড় লোক আছেন, তাঁরা কেন আমাদের যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করেন না?

কামিনী। থাকবেন না কেন, এমন অনেক বড় লোক আছেন বটে কিন্তু তাঁদের যত চেষ্টা করা উচিৎ তা তাঁরা করেন না

কুসুম। কি জান ভাই, আমরা হলেম্‌ মেয়ে মানুষ, আর তাঁরা

হলেন পুরুষ মানুষ, আমাদের জন্যে চেষ্টা কর্‌তে তাঁদের কি মাথা ব্যাথা পড়েছে?

কামিনী। ও কথা বল্লে ভাই অন্যায় বলা হয়। কেন না অনেকে এমন আছেন, আমাদের কিসে ভাল হবে এই ভেবে তাঁদের রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু তাঁরা কিছু করে উঠ্‌তে পাচ্চেন না। অধিকাংশ লোকেরি কি না এ সকল বিষয়ে অমনোযোগ, তারির জন্যে কিছু হয়ে উঠ্‌ছে না। সেদিন এক খানা বাঙ্‌লা কাগচে দেখ্‌লেম এক জন ভদ্দর লোক কি নাম্‌টী ভাল — কি সাগর—

কুসুম। উত্তর সাগর?

কামিনী। (ঈষৎ হাসিয়া) না না।

কুসুম। দক্ষিণ সাগর?

কামিনী। তিনি জলের সাগর না ভাই, তিনি বিদ্যার সাগর। তা সে যাহোক্‌ আমি বল্‌ছিলেম যে তিনি নাকি বিধবা বিবাহ দিয়ে দেউলে হয়ে পড়েছেন।

কুসুম। তবেত ভাই সাগর বাবু খুব ভাল লোক! আর অনেকে ত তবে স্ত্রী লোকের যাতে ভাল হয় তারির চেষ্টা কচ্চেন!

কামিনী। দু এক জন চেষ্টা কচ্চেন বৈকি। কিন্তু দু এক জনের চেষ্টাতে কি হতে পারে? তোমাকে একটা কথা বলি, আম্‌রা লেখা পড়া শিখে আমাদের কষ্ট যাতে দূর হয় তার চেষ্টা না কর্‌লে, চিরকাল্‌টাই আমাদের এই কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে।

কুসুম। সে কেমন করে হতেপারে? আম্‌রা কি জানি? কিছুই জানিনে। আম্‌রা ঘরের ভেতর থেকে কেমন করে চেষ্টা কর্‌ব? আমাদের টাকা নেই, সাহস নেই, স্বাধীনতা নেই, আম্‌রা কেমন করে কি কর্ব্বো?

কামিনী। কেন? আমাদের যত দুঃখু সমুদয় কাগচে লিখ্‌ব। আমাদের মা বাপ যার তার সঙ্গে বিয়ে দেন, আমাদের ইচ্ছে আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন না। শশুরবাড়ীতে আমাদের চাক্‌রাণির মত ব্যবহার করে। আমাদের কখন বাইরে বেরুতে ইচ্ছে হলে আমাদের দুশ্চরিত্র বলে নিন্দে করে, আর গালাগালি দেয়। আম্‌রা লেখা পড়া শিখ্‌লে আমাদের উপহাস করে, আর ঘেন্না করে। বিধবা দের বনের জন্তুর চেয়েও কষ্ট দেয়; তাদের ভাল জিনিস্‌ খেতে দেয় না, ভাল কাপড় পর্‌তে দেয় না, তাদের মাচ খেতে দেয় না, একাদশীর দিন তেষ্টাতে ছাতি ফেটে গেলেও এক্‌ ফোঁটা জল খেতে দেয় না। যদি কোন লোকের প্রথম বিয়ে করে (তারদোষেই হোক্‌ আর তার স্ত্রীর দোষেই হোক্‌) ছেলে না হয়, তাহলে সে আর একটা বিয়ে করে, ছোট স্ত্রীকে ভাল বাসে, আর বড় স্ত্রীকে ছোটর চাক্‌রাণির মত করে রেখে দেয়। আমাদের এই সকল দুঃখু যখন দেশ দেশান্তরে জানাব, তখন কি কেউ আমাদের দুঃখু দূর কর্‌তে চেষ্টা কর্ব্বে না? ইংরেজেরা এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতা দেখে কি কথাটীও কবে না? যারা এই সকল অত্যাচার করে, তারা ও কি আমাদের চীৎকার শুনে ভয় পাবে না? কুসুম! আমি তোমাকে বল্‌চি আমাদের চেষ্টা না হলে কিছুই হবে না।

কুসুম। তুমি ঠিক্‌ কথা বলেচ ভাই। এবার অবধি আমি খুব মনোযোগ কোরে পড়্‌ব আর যাতে কাগচে লিখ্‌তে পারি তারি চেষ্টা কর্ব্বো।

(বামাসুন্দরীর প্রবেশ।)

বামা। কিলো কি কচ্চিস্‌? তোরা কিন্তু ভাই বেশ সুখী।

কামিনী। কেন?

বামা। কেমন মনের মত সঙ্গিনী পেয়েছিস্, মনের কথা কচ্চিস্, সুখে আছিস্।

কুসুম। তোমার কি মনের মত সঙ্গিনী নেই?

বামা। আমাদের আর সঙ্গিনী তার আবার কথা। আর যদিও কারুর সঙ্গে দুট পাঁচটা কথা কই, সে কেবল দুঃখের কথা। তাতে দুঃখু বই আর সুখ হয় না। সে সকল কথা যাক্, এখন তোরা একটু তাস টাস খেল্‌বি কি না বল্।

কামিনী। উদিকের কত দূর?

বামা। উদিকের এখনও অনেক দেরি। আমিও তবু একটু আদ্‌টু গুচিয়ে দিয়ে এলেম্।

কুসুম। তিন জনে কি তাস খেল্‌বে?

বামা। কেন নকশো?

কুসুম। কড়ি কোথায় পাবে?

(কাদম্বিনীর প্রবেশ)

কাদ। কিগো গেরস্তোরা, কি হচ্চে?

কামিনী। এই যে কাদু দিদি, কখন্ এলে?

কাদ। কেন আমাতে বৌতে যে এক সঙ্গে এসেছি!

কামিনী। তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কাদ। নিচে মনমোহিনীর সঙ্গে আর থাকমনীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেম।

কামিনী। মনমোহিনী থাকমনী এসেছে?

কাদ। এসেছে বৈ কি। তুমি কেবল ওপরে বসে এয়ার কি দেবে বৈ ত নয়। তোমাদের বাড়ী হলো কাজ, আর তুমি রইলে ওপরে বসে।

কামিনী। না তোমাদের বোর সঙ্গে নাকি অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে তাই দুট পাঁচটা কথা কোচ্ছিলেম।

বামা। তোর ভাতার না আজ্ এসেছে? তবে যে তোকে ছেড়ে দিলে?

কাদ। ভাতার অনেক দূর।

কুসুম। দূর আর কি? কামিনীদের বাড়ী ত আমাদের বাড়ী থেকে বড় দূর নয়, তা এ বাড়ীতে না থেকে তিনি তোমাদের বাড়ীর চৌকাটে বসে পথ পানে চেয়ে আছেন, তুমি বাড়ী গেলেই পাল্কি থেকে নাব্তে না নাব্তেই তোমায় কোলে করে নিয়ে গিয়ে দরজা দেবেন।

কাদ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত) তা হলে আর ভাবনা ছিল না। আজ্কে বল্তে এসেছিল যে আর ছমাস বাড়ী আস্তে পার্ব্বে না। ওদের আপিস্ বুঝি শিম্লে পর্ব্বতে উঠে গিয়েছে তাই সেই খানে যাবে।

কামিনী। তবেত ভাই তোমার ভারি কষ্ট!

কাদ। কি কর্ব্বো দিদি, পোড়া নারি জন্মত আর ঘুঁচ্বে না!

বামা। তুই যদি ভাই অত দুঃখু করিস্ তা হলে আম্রা ত আর বাঁচিনে। তুই তবু ছমাস পরে তোর ভাতারের কোল জুড়ুবি, কিন্তু আমাদের ও চাষ একেবারে উঠে গিয়েছে।

কাদ। সত্যি সত্যি ভাই তোমাদের কি কষ্ট! আমি এখন টের পাচ্চি. রাঁড়েদের কত কষ্ট। এই ছ মাস যান আমার এক যুগ বোধ হচ্চে। তবে ভাই তোদের কি না কষ্ট হয়!

বামা। দুঃখের কথা বলিস্নে দিদি দুঃখের কথা বলিস্নে। (চক্ষুঃ মুছিয়া) দুঃখে দুঃখে হাড় মাটি হলো। আমাদের যে কত দুঃখু তা আর কাকে বল্ব বল। আর কেবা আমাদের দুঃখু বুঝ্তে পার্ব্বে? কথায় বলে না, "যার জ্বালা সেই জানে, জানিবে কি পরে, প্রসব বেদনা কি বাঁঝা

জানিতে পারে” ? আমাদের যে কত কষ্ট সে ভগবানই জানেন। আমাদের দুঃখু দেখেও কেউ দেখে না, শুনেও কেউ শোনে না। আগে আগে আমাদের সকলে কত যত্ন কর্‌ত, স্নেহ মমতা কর্‌ত, এখন আমাদের দাসীর মত ব্যবহার করে। কেউ ফল দেখ্‌লে, কারু ছেলে হলে, কারুদের বাড়ীতে জামাইষষ্ঠিতে জামাই এলে, সকলে কত সাদ্‌ আহ্লাদ করে। আম্‌রা চখে দেখে, আমাদের আগেকার কত কথা মনে পড়ে, আর বুকে য্যান শেল বেঁধে, মনের দুঃখু মনেই থাকে, আর আড়ালে গিয়ে দু ফোটা চোকের জল ফেলি। শত্তুরও য্যান আমাদের মত দুঃখু পায় না। আমরা চির দুঃখিনী জন্মেছি, এখন তেমনিই থাক্‌তে হবে, তার পর এক সময়ে সব দুঃখু ঘুচে যাবে। (ক্রন্দন)

কামিনী। (বামা সুন্দরীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ঠাকুর্‌ঝি তোমার যত দুঃখু আমি বুঝতে পেরেছি। দেখ ভাই দুঃখু করে আর কি হবে বল দিকি? যত ওসকল কথা মনে না পড়ে তারির চেষ্টা করা উচিত।

বামা। ওসকল কথা কি সাধ্‌ করে মনে আনি? আপনা হতে আসে কি কর্ব্বো বল?

কাদ। সত্যি সত্যি ভাই, ওদের কি সাধারণ দুঃখু! দেখ খিদে পেলে দুবার ভাত খাবার যো নেই। লোকের পাতে মাচের মুড়ো, কিন্তু ওদের সাগ শস্বড়ি দিয়ে ভাত খেতে হবে। সকলে কত গহনা পাতি, কত ভাল ভাল কাপড় চোপড়্‌ পরে, ওদের চুড়ি গাছটীও হাতে দেবার যো নেই। আর সেই ঠ্যাঙে ওঠা থানফাড়া পর্‌তে হবে। একি কম্‌ কষ্ট বোন্‌?

বামা। কাদু তুই ভাই জানিস নে, খাওয়াতে পরাতে সুখ নেই। যত হয় ততই ইচ্ছে হয়, আরও হোক্। কিন্তু মনের সুখই সুখ। যার সোয়ামী নেই তার কে আছে বল দিকি? কোথায় গেলেই বা সে সুখ পায়? মা, বাপ, ভাই, বোন কেউ কারো নয়। যার সোয়ামী নেই তার কেউ নেই। যদি কেউ একটা অপমানের কথা বলে, তাহলে অম্নি মনে হয় আমার সোয়ামী নেই বোলে তাই আমাকে সকলে তাচ্ছিল্লি কর্চে। কিন্তু সোয়ামী থাক্লে কেউ কত্তে পার্ত না।

কাদ। তার আর কথা কি ভাই। কথায় বলে, "সোয়ামীধন বড় ধন।"

(মোক্ষদার প্রবেশ।)

মক্ষদা। হ্যাঁ কামিনি, বলি তোমার কি নিচে নাব্দে নেই মা? ওপরে বসে থাক্লে কি কোন কাজ হয়ে থাকে? হাঁগা বামা! তোমার বাবা কি বাড়ী ফিরে এসেছেন?

বামা। কেন, তিনি ত কোথাও যান্ নি?

মোক্ষদা। ওমা, তুমি বুঝি কিছু খবর রাখোনা? তোমার বাপ্ যে পুলিষে গিয়েছেন?

বামা। (স্বচকিতে) সে কি!

মোক্ষদা। তোমাদের ভাই, কালি, আর বাঁড়ুয্যেদের কেদার নাকি কাল রাত্তিরে কোথায় মারামারি করেছিল বলে, তাদ্দের পুলিষে ধরে নিয়ে গেছে; তাই তোমার বাপ, সুবোদের বাপ, আর আমাদের কর্ত্তা তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আস্তে গিয়েছেন্।

কাদ। দাদারত এমন আগে ছিল না, কেবল পাঁচ্ জনে পড়ে ওঁয়াকে খারাপ্ কল্লে।

বামা। যে খারাপ হয় তাকে কি আর অন্য লোকে খারাপ করে, সে আপ্‌নিই হয়।

মোক্ষদা। এদেরত ফোপল্‌ দালালি দেখে বাঁচা যায় না! অন্য লোকে মারামারি করেছে তোর বাবু মাথা ব্যাথার দরকার কি? আর যাহোক্‌ বাড়ীতে যখন এমন একটী পুরুষ মানুষ নেই যে দেখে শোনে, এমন সময়ে বাড়ী ছেড়ে যেতে আছে গা? তবু ভাগ্গিস সুবোধ ছিলো তাই দেখ্‌চে শুন্‌চে, তা না হলে কি হতো বল দিকি?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। ওগো মাঠাকরুণ! মেয়েদের এখনও খাওয়ান দাওয়ান হয়নি বলে কত্তা ভারি রাগ কচ্চেন।

মোক্ষদা। এরা এসেছে নাকি?

লক্ষ্মী। কত্তা নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

মোক্ষদা। বামা একবার আয় মা, আমি একলা পেরে উঠিনে।

(মোক্ষদা এবং বামার প্রস্থান।)

(থাকমণি এবং মনমোহিনীর প্রবেশ।)

থাক। ওমা এইযে! আমরা বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্চি, কোথায় কুসুম কোথায় কামিনী—তোম্‌রা যে এখানে নরোক্‌কুণ্ডু আল করে বসে আছ তা কে জানে ভাই।

কুসুম। আমাদের যেমন ভাগ্গি। তোমাদের চাঁদ মুখ দেখে স্বর্গে যাব, এমন কপাল ত করে আসিনি, তার আর কি হবে বল?

থাক। হায়! হায়! কুসুম আবার এমন রসিক নারি হোলি কবে?

কামিনী। বোস না মনমোহিনী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

কাদ। থাক, এ এয়ারিং কবে গড়িয়েছ ভাই?

থাক। এই বার পূজার সময়।

কুসুম। বেশ্ এয়ারিংত!

মন। কেনা, না তৈয়েরি?

থাক। কেনা।

মন। দেখি দেখি! কাদু তাইত লো এ তাবিজ্ গড়ালি কবে?

কাদ। দিন্ পাঁচ্ ছয়।

মন। দেখ থাকো কেমন সুন্দর তাবিজ দেখ, আচ্ছা ভাই এতে ক ভরি সোনা লেগেছে?

থাক। পনের ভরি।

মন। তোরা কিন্তু ভাই বেশ ভাতারকে বশ কর্ত্তে পারিস্। হুকুম কল্লিই অমনি নতুন নতুন গয়না পাস্। আম্‌রা খোসা-মোদ করে মলেও এক্‌টা মাক্‌ড়ি পর্য্যন্ত দেয় না।

কামিনী। মনমোহিনী তুমি এত মিথ্যা কথাও কইতে পার? এই সে দিন তুমি আমাকে বল্লে এক খানা ডাইমোন্ কাটা বাজু আর একটা গোঁপহার কত্তে দিয়েছ।

মন। অমন যদি ভাই দু এক খানা না হবে, তবে ত সুদু নোয়া হাতে দিয়ে থাকলেই হয়!

(মোক্ষদার পুনঃ প্রবেশ)

মোক্ষদা। ওমা তোরা এখন দাঁড়িয়ে গাল গপ্পো কচ্চিস্? সকলের যে খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। আয় মা আয়।

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাটী সুবোধ বাবুর বৈটক খানা

সুবোধ বাবু আসীন।

সুবোধ। (সম্মুখে পুস্তক খুলিয়া স্বগত) এতখানী পড়্‌লেম, কিছুই মনে নেই। আমার যে কপালে কি আছে তা কিছুই জানিনে। ভেবে ভেবে যে গেলেম! আর ভেবেই বা কি কর্ব্বো?

(পরাণ এবং প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। কি হে সুবোধ কি হচ্চে?

সুবোধ। এস পরাণ! কোথা থেকে?

পরাণ। এই বরাবর তোমার কাছেই আস্‌চি।

প্রসন্ন। পথে তারক বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওঁয়ারা বুঝি একটা চাঁদা করেছেন যত বিধবা তাদের বিবাহ দেবেন।

পরাণ। আচ্ছা তুমি কি বল বিধবা বিবাহ ভাল?

সুবোধ। সে আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌চ?

পরাণ। আমিতো বিধবা বিবাহকে বিবাহই বলিনে। যার বিবাহ হলো, সে তার স্বামীকে ভাল বাস্‌লে, সে আবার কখন অন্য পুরুষকে ভাল বাস্‌তে পারে?

প্রসন্ন। আর যার বিয়ে হয়েই স্বামী মরে গেল?

পরাণ। হ্যাঁ এমন যদি হয় তাহলে সেই বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু যে স্ত্রীলোকের আঠার উনিশ বচরে স্বামী মরে যায়, তার আর বিবাহ করা উচিৎ নয়।

প্রসন্ন। তার মানে কি? তার যদি পুনরায় বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছে হয়?

পরাণ। সে ইচ্ছে ভাল নয়। যার ইচ্ছে হয় তার তবে চরিত্র ভাল নয়।

প্রসন্ন। সে তোমার নিতান্ত ভ্রম।

সুবোধ। আমি একটা কথা বলি। বাঙ্গালীদের যে বিবাহ হয়, সে একটা 'কার্স' বল্লে চলে। কোনের বয়েস যখন আট বচ্ছোর, সে বিবাহের কি জানে? যখন বড় হয়, তখন হয়ত তার স্বামীকে 'লাভ' কর্ত্তেও পারে আবার নাও পারে। এমন যখন হচ্চে তখন বলা যায় না যে বিবাহ হলেই সকলেই সকলের স্বামীকে ভাল বাস্‌বে। ইরি জন্যে বাঙ্গালীদের ভেতর যে বিধবা বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছে করে তার বিবাহ দেওয়া উচিত।

প্রসন্ন। আমিত বলি বাঙ্গালীদের ভেতর 'ট্রুলাভ' কখন হতে পারে না।

পরাণ। তুমি কখন ওকথা বলতে পার না। 'ট্রু'লাভ তুমি কাকে বল?

প্রসন্ন। যদি কেউ কারু অভাবে ভয়ানক কষ্ট পায়, তাকে না দেখ্‌লে চারিদিক অন্ধকার দেখে, যার ভালবাসাতে আদতে 'সেল্‌ফিশ্‌নেস্‌' নেই, যে ভালবাসার পাত্র ছাড়া আর কারু দিকে মন্দ ভাবে তাকায় না; তার ভালবাসাকে আমি 'ট্রুলাভ' বলি।

পরাণ। তবে আমি বল্‌চি যদি কোন জাতের ভেতর 'ট্রুলাভ' থাকে তা হলে বাঙ্গালীদের ভেতর আছে। আমার স্ত্রীকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও ভাল বাসি, আমি তাকে ছাড়া আর কাকেও চাইনে, তাকে না দেখ্‌তে পেলে আমি পৃথিবী অমাবস্যারাত্তিরের মত দেখি।

প্রসন্ন। আমি বল্‌চিনে যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভাল বাস না।

এমন বাঙ্গালী অনেক আছে যারা বলে যে তারা তাদের স্ত্রী বৈ আর কারুকে জানে না, কিন্তু অনেক সময় ইংরেজ-টোলাতে বেড়াতে বেড়াতে তাদের স্ত্রীর নামও তাদের মনে থাকে না।

পরাণ। তা, প্রলোভন কি সকলে এড়াতে পারে?

প্রসন্ন। যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে যথার্থ ভাল বাসে তার অন্য দিকে মন যাওয়া অসম্ভব।

পরাণ। তবে, "রোমিও রোজে লাইন্‌কে লাভ" কোরে কেমন করে আবার "জুলিএট্‌কে লাভ" কর্‌লে?

প্রসন্ন। যখন "রোজে লাইন্ রোমিও"কে ভালবাসলে না, তখন রোমিওর রোজে লাইনের প্রতি ভাল বাসা অনেক কমে এল। তখন ভালবাসা ঘুঁচে গিয়ে অনেক্‌টা ঘৃণা, কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ রূপে "রোজে লাইন্"কে ভুলে যেতে পারেনি। তাই কখন কখন দুঃখু কর্‌ত। কিন্তু যখন সেই, নম্র শুশীল, সুন্দর 'জুলিএট' রোমিওকে দেখেই একেবারে তার সঙ্গে মনেমনে মাল্য বদল কর্‌লে, তখন "রোমিওরোজে লাইনের" অহঙ্কারি-চেহারা ভুলে গিয়ে একেবারে ধন, প্রাণ, মন, সমুদয় "জুলিএটের" পায়েতে সমর্পণ কর্‌লে।

পরাণ। আর ও সকল কথায় কাজ নেই। এখন তোম্‌রা যদি কেউ "বেথুন সোসাইটি"তে যাও তা হলে বল?

সুবোধ। ওখানে আজ্‌কাল প্রায় ছেলে ছোক্‌রা গিয়ে গোল করে।

পরাণ। প্রসন্ন যাবে?

প্রসন্ন। আমি একটু পরে যাচ্চি।

পরাণ। তবে আমি চল্লেম। "গুড্ ইভ্‌নিঙ্"!

সুবোধ। "গুড্ ইভ নিঙ"! (পরাণের প্রস্থান)

প্রসন্ন। তবে সুবোধ ! বিবাহের কি হোল ?

সুবোধ। আমার বিবাহ কত্তে ইচ্ছে নেই।

প্রসন্ন। কেন ?

সুবোধ। তুমি যদি কারুকে না বল, তাহলে তোমাকে বলি।

প্রসন্ন। আমি "প্রমিস" কচ্চি কারুকে বল্‌ব না।

সুবোধ। দেখ প্রসন্ন আমি "অল্‌রেডি" আর কোন স্ত্রীলোক-কে ভাল বাসি।

প্রসন্ন। সেকি ! তোমার ত কখন মন্দ চরিত্র ছিল না !

সুবোধ। ভালই বল, আর মন্দই বল, আমি পাগলের মত হয়েছি। আমি মরে যাই সেও স্বীকার, তবু আমি যাকে ভাল বাসি, সে ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোক্‌কে ছোঁব না।

প্রসন্ন। এমন স্ত্রীলোক কে ?

সুবোধ। তুমি কি এখনও বুঝ্‌তে পার নি ?

প্রসন্ন। না।

সুবোধ। তবে আর এক সময় বল্‌ব, এখন না।

প্রসন্ন। ভাই তুমি অমন মনে করো না। বিবাহ কর, তাকে ভালবাস, তাহলেই সব ভাল হবে।

সুবোধ। অসম্ভব !

(নেপথ্যে—ঠং—৮টা বাজিল)

প্রসন্ন। ঐ আট্টা বাজল তবে ভাই আজ যাই, আর এক দিন তোমার সঙ্গে এই বিষয়ের কথা কব। হয়ত 'বেথুন সোসা-ইটীতে' লেক্‌চার আরম্ভ হয়েচে।

(সুবোধের হস্ত নাড়িয়া প্রসন্নের প্রস্থান)

সুবোধ। (স্বগত) বিবাহ ! হে পরমেশ্বর ! আমার মন এমন হোল কেন ? যখন কামিনীর বিবাহ হোল তখন আমার দুঃখু হয়েছিল বটে, কিন্তু আর এক সঙ্গে খেলা কর্ত্তে পার্ব্বো

না, এক সঙ্গে বেড়াতে পাব না, ইরি জন্যে হয়েছিল। একি! এখন এ রকম কষ্ট হয় কেন? এমন মনের ভাব আমার কবে হলো? লোকে বলে সময়ে সকলে সকল্‌কে ভুলে যায়, কিন্তু কৈ আমি ত কামিনীকে আজ পর্য্যন্ত ভুল্‌তে পার্‌লেম না। বরোঞ্চ রোজ রোজ আরো বাড়্‌চে। সে ভদ্রলোকের বাড়ীর—পরিবার তার জন্যে আমার এত মন্দ ইচ্ছে হয় কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা আমি শুনেছি কামিনী বিবাহ পর্য্যন্ত তার স্বামীর কাছে কখন শোয় নি, সে কি সত্যি? সত্যি বটে, ঝি যখন বলেছে (আর ঝি ওদের বাড়ীর সকল খবর জানে) তখন সে মিথ্যা হবে না। ঝিকেও দেখে আমার আহ্লাদ হয়, ঝি আমা-দের দু জনকে মানুষ করে কি না। আহা! আগেকার কথা মনে পড়্‌লে যথার্থ কান্না পায়। তখন কত সুখে-ছিলেম, দু জনে কত মনের সুখে খেলা কত্তেম। (অশ্রু পতন) তখন মনে হতো না যে কখন বিচ্ছেদ হবে। মনে হতো চিরকাল এম্‌নি কোরে হাত ধরা ধরি করে কাল কাটাব। এখন বালক কালের আশা কোথায় রইল! সে আমোদ প্রমোদ, সে শরলতা নির্ম্মলতা, কোথায় গেল! এখন সে সকল দিন আমার স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে। হা! মানব জীবন! এই জীর্ণ-তরী এক দুঃখু থেকে আর এক দুঃখে, এক ক্লেশ থেকে আর এক ক্লেশে, এম্‌নি কর্ত্তে কর্ত্তে শেষে ভয়ানক যাতনার কঠিন পাহাড়ে ঠেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিনষ্ট হয়! যৌবন কালে কত সকলে আহ্লাদ আমোদ করে, মনের সুখে কাল কাটায়, কিন্তু আমার রাত্রিতে নিদ্রা নেই, দিনে কর্ম্ম নেই, সমস্ত দিন ভাব্‌তে ভাব্‌তে দুঃখু কর্‌তে কর্‌তেই জীবন গেল! কেনই বা আমি জন্মে

ছিলেম। (কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া) আচ্ছা যদি আমাকে নাই ভাল বাস্‌বে, তবে কেন রোজ স্কুলে যাবার আসবের সময়, কামিনী জানেলার কাছে বসে থাকে; বোধ হয় অবিশ্যি আমাকে ভাল বাসে। আর যে রকম কোরে আমার দিকে তাকায়, তাতে বেশ স্পষ্ট বোধ হয় যে, যে আ-গুণ আমাকে সমস্ত দিনরাতদগ্ধ কোচ্চে, সেই আগুণ কামি-নীর কোমল অন্তঃকরণেও প্রবেশ করেছে। দেখলে য্যান বোধ হয়, আমাকে বল্‌চে যে "আমাকে এই জ্বলন্ত আগুণ থেকে উদ্ধার কর"। কোন্ কঠিন নিষ্ঠুর প্রাণ, কোন্ নির্দ্দয় পামর, সেই কোমল আঁখির মনোগত ভাব বুঝ্‌তে পেরে, আপনার চক্ষের জলের ঝরনা খুলে দিয়ে তার দুঃখু মোচন করতে চেষ্টা না পায়? কে সেই সুন্দর, কিন্তু মলীন মুখ দেখে তাকে চুম্বন না করে, বরদাস্ত কর্‌তে পারে? তার ঠোঁট দেখ্‌লে বোধ হয় আমার সঙ্গে কথা কইতে আস্‌চে; কিন্তু লজ্জায় পাচ্চে না। কে সেই কোমল সুন্দর ঠোঁট্ দেখে আপনার ঠোঁটের সঙ্গে না মিশায়ে থাকতে পারে? কিন্তু আমি কি কর্চ্চি? আমার কি অধিকার আছে যে আমি অন্য লোকের স্ত্রীর বিষয়ে এমন মন্দ ভাব আন্দোলন করি? কিন্তু কামিনী কি কর্ব্বে! সে কিছু ইচ্ছে করে অমন যায়গায় বিবাহ করে নি। সে কখন দোয়ারিকে ভাল বাসে না, তা আমি নিশ্চয় জানি। দোয়ারিও তার স্ত্রীকে চায় না। আমরা ছেলে বেলা থেকে এক সঙ্গে খেলা করেছি, এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, তবে কেন আম্‌রা এখনও ভাল বাস্‌বো না? কেন আম্‌রাপরস্পর দু জনের সহবাস সুখভোগ কর্ব্বো না? আমাদের পিতা মাতা আমা-দের পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে দিলেন না বলে কি আম্‌রা চির

কালই এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণাতে কষ্ট পাব? যদি বাঙ্গালীদের ভেতর, যার যাকে ইচ্ছে, তাকে বিবাহ কর্ত্তে না পায়; তবে আমরা বাঙ্গালীদের ভেতর থাকতে চাইনে। আমি আজকেই কামিনীকে চিটি দেব? (কিঞ্চিৎ কাল পরে) আচ্ছা কাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। ঝি বইত গতি নেই। কিন্তু ওকেত কত দিন জেদ করেছি, ওত নিয়ে যেতে চায়না। এখন কি করি! তা সে যাহোক, আজ আমি ঝির পায় খুনো খুনি হব, তা হলে বোধহয়, সে নিয়ে যাবে। সে আমাকে যেমন ভাল বাসে, কামিনীকেও তেমনি ভাল বাসে। (মৌনাবলম্বন) আমি কি কর্‌তে উদ্দত হয়েছি! যদি কেউ টের পায়! যদি আমার নাম দেশ দেশান্তরে যায়! যদি লোকে আমার নাম কোরে ছেলেদের ভয় দেখায়! যদি আমি সুবোধ নামের কলঙ্ক কল্লেম বোলে আমাদের দেশ থেকে সুবোধ নাম উঠেযায়! তা আমি কি কর্ব্বো এ "সাস্‌পেন্‌সের" চেয়েও সকল দুঃখ ভাল। আমি আজ পর্য্যন্ত কামিনীর জন্যে সকল জলাঞ্জলি দিলাম! যাহয় তা হবে তা বলে আমি এত কষ্ট আর সহ্য করতে পারিনে। যাই ওপরে গিয়ে চিঠি খানা লিখিগে, এখানে আবার কেউ আস্‌বে? কাল বিকালে চিঠি খানা পাঠিয়ে দেবো।

(তারক বাবুর বৈটক খানা
তারক ও কেদার আসীন)

তারক। না আমি তা কোন মতেই শুন্‌ব না। তোমার বল্‌তেই হবে যে মদ আর আমি ছোঁব না।

কেদার। আচ্ছা তুমি যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার যে, মদ ছোঁয়াতে পাপ আছে, তাহলে তুমি আমাকে যা বল্‌তে বল্‌চো তাই বল্‌ব।

তারক। মদ ছোঁয়াতে যে পাপ এত কেউ বলে না। খেতেই দোষ। তা আমি অক্লেশে তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি যে, মদ খাওয়া ভয়ানক পাপ।

কেদার। যদি কেউ অল্প খায়?

তারক। অল্প খেলেত্ত পাপ।

কেদার। কেন?

তারক। অল্প খেলেই বেশি খেতে ইচ্ছে করে।

কেদার। কারু কারু করেও না।

তারক। আমার বোধ হয় এমন লোক আদতে নেই।

কেদার। আমি জানি অনেক আছে।

তারক। তা সে যাহোক, ওসকল কথায় আর কাজ নেই; কিন্তু তুমি আর মদ খেলে চল্‌বে না।

কেদার। দেখ আমি জানি যে মদ খাওয়া অন্যাই, কেননা মদ খেলে শরীর খারাপ হয়,অন্যাই কেননা মানুষ মাতাল হয়ে আপনার ওপর আর অন্যের ওপর অনেক অত্যাচার করে, অন্যাই কেননা মিছি মিছি টাকা অপব্যায় কোরে পরিবার আর ছেলে পিলেকে কষ্ট দেয়, অন্যাই কেননা যারা মদ খায় কেবল মন্দ লোকদের সঙ্গে বেড়িয়ে শরীর মন নষ্ট করে, এর সওয়ায় আরো অনেক কারণ আছে যার জন্যে মদ খাওয়া অন্যায়। কিন্তু যদি কোন লোক কখোন বেশি না খায়, টাকা মিছি মিছি খরচ না করে, মন্দ লোকের সঙ্গে না বেড়িয়ে মনের মত ভদ্র লোকের সঙ্গে বেড়ায় তাহলে ত আমি মদ খাওয়াতে কোন দোষ দেখি নে।

তারক। কাজ কি খেয়ে? মদ না খেলে কি দিন কাটে না? এই যে আমরা মদ খাইনে, তাই বলে কি আমাদের মনে কখন আমোদ হয়, না না আহ্লাদ হয় না?

কেদার। হয়ত মদ খেলে তোমাদের আরো আমোদ হোত, আরো আহ্লাদ হোত; কিন্তু মদ খাওনা বলে হয় না। আর যদি কোন জিনিস খাওয়াতে দোষ না থাকে অথচ খেতে ইচ্ছে হয়, তবে কেনই বা খাবো না?

তারক। দেখ ভাই কেদার, তোমার সঙ্গে আমার ছেলে বেলা থেকে আলাপ। তোমার মন্‌ও খুব ভাল তাও আমি জানি, আচ্ছা তুমি আমার কথাতে কেন মদ্‌টা ছেড়ে দাও না?

কেদার। আমি তোমাকে বল্‌চি যে তোমার অনুরোধে আমি অনেক কাজ কত্তে পারি; কিন্তু যে কর্ম্ম আমি অন্যায় ভাব্বো, তা আমি কেমন করে করি? মদ খেতে নেই বোলে যে না খাওয়া, সে নিতান্ত দূর্ব্বল মনের কাজ। কিন্তু আমি বল্‌তে পারি যে, যত দিন পর্য্যন্ত মনের মত লোক না পাবো, তত দিন মদ খাবো না; আর যদি কখন খাই; তাহলে বেশি খাবো না।

তারক। আচ্ছা তুমি বল যে, পনের দিন তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াবে, আর পনের দিন তুমি মদ খাবে না। আর কালি কিম্বা দোয়ারির সঙ্গে বেড়াবেনা?

কেদার। পনের দিন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করচি যে এক মাস মদ খাবোনা, আর খালি তোমাদের সঙ্গে বেড়াব।

(মন্মথ এবং বিন্দু বাবুর প্রবেশ।)

মন। নমস্কার তারক বাবু!

তারক। নমস্কার! আসুন্ বিন্দু বাবু।

মন। কেদার বাবু কেমন আছেন?

কেদার। অম্‌নি এক রকম আছি মশাই! না ভাল, না মন্দ।

মন। এই বার কি 'এম্ এ' দেবেন?

কেদার। ইচ্ছেত আছে! দেখি কি হয়।

বিন্দু। তারক বাবু তবে আজ বিবাহতে নেমতন্ন রাখ্‌তে যাবেন্‌ত?

তারক। বিলক্ষণ! আমি হলেম মাতবর, আমি না গেলে চল্‌বে কেন?

কেদার। আচ্ছা, ব্রাহ্ম বিবাহ কি ঠিক ইংরেজদের মত?

তারক। তা নয়; কিন্তু আমাদের বিবাহ যে ভাষাতে হয়, সে সকলেই বুঝ্‌তে পারে। হিন্দু মতে বিবাহ যা হয়, সে ভাষা ভূতের বাবার সাদ্ধিতে নেই, যে বুঝ্‌তে পারে কেন না যখন ভশ্চাযিয়ের মুখ দিয়ে সংস্কৃত বেরোয়, তার উচ্চারণও হয় না, আর মানেও থাকে না, তার কিছুই থাকে না। সে আর এক রকম ভাষা বোলে বোধ হয়।

কেদার। এই যে বিবাহটী হবে, এর বর কত বড়, আর কোণেরি বা বয়েস কত?

তারক। বরের বয়েস বচর চব্বিশ আর কোণের বয়েস চোদ্দ পোনেরর নিচে নয়।

কেদার। তবে এত খাসা বিয়ে!

তারক। আমার বোধ হয়; যে কএকটী ব্রাহ্ম বিবাহ হয়েছে, তাতে স্বামী আর স্ত্রী এমন সুখ লাভ করেছে, যা বিবাহতে ভারতবর্ষে অনেক দিন বাঙ্গালীর কপালে হয়নি।

কেদার। সে কথা মিথ্যা নয়। হিঁন্দু ধর্ম্মের মতে বিবাহতে আমাদের দেশ অল্প দিনের মধ্যেই ছার খার হয়ে যাবে। এখন স্ত্রীলোকের বয়েস বার তেরো হতে না হতেই, সে ছেলে পিলে হয়ে একেবারে বুড়িয়ে যায়।

মন। ও কথা মশাই বল্‌বেন না। আমার একটী ভগ্নী,

তার বয়েস তেরোর অধিক নয়, কিন্তু ইরি মধ্যে সে দুই ছেলের মা হয়েছে, আর তার শরীর এম্নি হয়েছে যে তাকে দেখ্‌লে দুঃখু হয়।

বিন্দু। ও হে! বিবাহতে যদি যেতে হয়, তবে আর দেরি করা উচিত হয় না।

তারক। যাবার সময় হয়েছে বটে।

মন। হ্যাঁ চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ॥

হরিহর বাবুর বাটী কামিনীর গৃহ।

(কামিনী আসীন)

কামিনী। (কপোল দেশে হস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক স্বগত) যে বিরহ-যাতনা সহ্য করেনি, সে পৃথিবীর দুঃখুই সহ্য করেনি। মনের দুঃখু কারুকে বল্‌বার যো নেই; মনের দুঃখু মনেই রাখ্‌তে হয়। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার কাছে কি এত ভয়ানক অপরাধ করেছি যে তুমি এত যাতনায় আমাকে নিমগ্ন কর্‌লে। উঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আর যার জন্যেই আমার এত দুঃখু, তাকেই বা কেমন কোরে

মনের ভাব প্রকাশ করি? সে কখনই হতে পারে না। রোজ্ যখন তিনি স্কুলে যান্, তখন আমি এই জানালা দিয়ে দেখি। তাঁকে যতক্ষণ না দেখি, ততক্ষণ এক লহমাকে আমার এক যুগ বলে বোধ হয়। আমি চিরকাল কেমন কোরে এম্নি কোরে কাটাই? পৃথিবীতে যে এত ব্যায়রাম আছে, আকাশে যে এত বাজ্ আছে, তবে কেন আমি এ বিষম যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ না পাই? হে পরমেশ্বর! কত লোকে তোমার কাছে কত কামনা করে, কিন্তু আমি তোমার কাছে এই কামনা কচ্চি যে, যে কালসাপ আমাকে সমস্ত দিন রাত কাম্ড়াচ্চে, তার হাত থেকে তুমি আমাকে মুক্ত কর। আমার এ ছার জীবনে তবে কাজ নেই, আমাকে তুমি সকল যাতনা থেকে একেবারে উদ্ধার কর। (ক্রন্দন) আচ্ছা এতেই বা দোষ কি? ঈশ্বর আমাদের মন দিয়েছেন, সেই মোনে আমাদের যাকে ইচ্ছে হয়, তাকেই ভাল বাস্ব। আমি সুবোধকে ছেলে বেলা থেকে ভাল বাসি, আর কোন পুরুষ্কে কখনও ভাল বাসি নি, বাস্বোও না, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েচে, তার কথা মনে পড়্লে আমার গা কাঁপে; তবে কেন আমি সুবোধকে আমার মনের ভাব প্রকাশ কোর্ব্বো না? আমি কি ভাব্চি! আমি পাগোল হয়েছি নাকি? আমার পক্ষে এমন কাজ করা উচিত নয়!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। দিদি কি কর্চ?

কামিনী। ঝি নাকি!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, একবার দেখ্তে এলেম।

কামিনী। তোর্ত আর আসা নেই। এখন আমাকে সকলে ত্যাগ করেছে!

লক্ষ্মী। ওমা! এ তোমার কেমন কথা ভাই? আমিত প্রায় আসি। তবে কি জান, সকল কাজ কর্ম্ম আমার কত্তে হয় কিনা, তাই সময় পাইনে। আর ভাত খেলেই গা যেন মাটি মাটি করে, একটু গড়াতে ইচ্ছে হয়। বুড় হয়েচি কিনা দিদি?

কামিনী। নে ঝি, তুই আর ঠাট্টা করিসনে। তোর আবার কিসের বয়েস।

লক্ষ্মী। সে কি কামিনি! আমার কি বয়েসের গাছ পাথর আছে? আর দিদি তুমিও যেমন, আর বাঁচতে ইচ্ছেনেই। এখন তোমাদের রেখে যেতে পাল্লেই বাঁচি!

কামিনী। মা কি কচ্চেন ঝি?

লক্ষ্মী। তোমার মা শুয়ে আছেন, আর নলিনী তাঁকে রামায়ণ পড়ে শোনাচ্চে।

কামিনী। ঝি, নলিনীর সম্বন্ধর কি হলো?

লক্ষ্মী। কেন তুমিত পর্ সুদিন বাড়ী গিয়েছিলে কিছু শোননি?

কামিনী। সে দিন খাওয়া দাওয়ার হুলো হুলিতেকি কথা কবার সাবকাশ পেয়ে ছিলেম? মুকুয্যেদের বাড়ীতে কি, সম্বন্ধ স্থির হয়েছে?

লক্ষ্মী। সেখানে কোথাগো? আমাদের সুবোধের সঙ্গে যে নলিনীর সম্বন্ধ হচ্চে?

কামিনী। (সচকিতে) বলিস কি ঝি! না না তুই ঠাট্টা কচ্চিস।

লক্ষ্মী। না ঠাট্টা না, সত্যি সত্যি।

কামিনী। সুবোধ কি বিয়ে কর্ব্বে? ঝি ঠীক করে বল, সুবোধ কি বিয়ে কত্তে চেয়েছে?

লক্ষ্মী। কেন চাবেনা? সুন্দর বৌ হলে সকলেই বিয়ে কত্তে চায়?

কামিনী। সুবোধ কি বলেছে বল। ঝি তোর পায়ে পড়ি,

তুই আমার মাথা খা, সুবোধ কি বলেছে বল।

লক্ষ্মী। বালাই সেটের বাচা ষষ্টীর দাস। তোর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি কামিনি? ও কথা কি বল্‌তে আছে?

কামিনী। তুই আমাকে যথার্থ করে বল, সুবোধ নলিনীকে বিয়ে কত্তে চেয়েছে কি না। আমি শুনেছিলাম সুবোধ আদতে বিয়ে কত্তে চা'য় না।

লক্ষ্মী। আমি কেমন করে জান্‌ব বল? আমিও শুনেছিলাম সুবোধ আদতে বিয়ে কর্ব্বে না। কিন্তু এখন্‌ত আবার শুন্‌চি তার সঙ্গে আর নলিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্চে। আচ্ছা এর জন্যে তোমার এত ভাব্‌বার কারণ কি?

কামিনী। ঝি তোকে আর বল্‌ব কি? আমার চেয়েও দুঃখিনী আর পৃথিবীতে নেই।

লক্ষ্মী। একি বাছা তোমার কথা! হাতে নোয়া খয় যাক, পাকা মাথায় সিঁদুর পর, জন্ম এইস্তিরি হয়ে থাক, শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে থাক্, তোমার আবার দুঃখু কিসের? ওকথা কি বল্‌তে আছে।

কামিনী। আমার আর কিচ্ছু ইচ্ছে করে না, আমি য্যান এক্ষুণি মরি।

লক্ষ্মী। বালাই! আমার মাথায় যত চুল তত তোমার প্রমাই হোক। কামিনি, তোমার কি দুঃখু আমায় ভেঙে চুরে বল দিকি শুনি?

কামিনী। ঝি তোকে আর কি বল্‌ব? (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। আয় দিদি আমার কাছে আয় (কামিনীকে কোলে লইয়া) কাঁদিস্ নে মা, কাঁদিস্ নে। তোমার কান্না আমি দেখ্‌তে পারিনে। আমার পেটের মেয়ে ছেলে কিছুই নেই। তোকে আর সুবোধকে মানুষ করেছি। তোদের

আমি ঠিক্ পেটের ছেলের মত দেখি। তোর কি মনের দুঃখু আমাকে বল, তোর যাতে ভাল হয় তা আমি কর্ব্বো ; এতে আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার।

কামিনী। (লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাইয়া) ঝি তুই কি এখনও জান্তে পারিস নি ?

লক্ষ্মী। তবে কি তোরা দু জনেই পাগোল হয়েচিস্ ?

কামিনী। সে আবার কি ?

লক্ষ্মী। আজ আমাকে কে জেদ করে পাঠিয়ে দিয়েছে, জানিস ?

কামিনী। কে ?

লক্ষ্মী। সুবোধ।

কামিনী। তা তুই আমাকে এতক্ষণ বলিস্ নি কেন ?

লক্ষ্মী! তুইও তার মত খেপেছিস্ কি না দেখ্ছিলেম।

কামিনী। ছি ঝি! আমাকে এতক্ষণ কেন বলিস নি ? সুবোধ তোকে কেন পাঠিয়েছে ? কি বলেচে ? সুবোধ কেমন আছে ?

লক্ষ্মী। গোড়া থেকে বলি শোন। আজ রাস্তায় কি ভীড় বাবু। মনে হলো বুঝি গাড়ী চাপা পড়ি।

কামিনী। সুবোধ তোকে কি বল্‌তে বলেছে ?

লক্ষ্মী। বলি, একটা কাল দাড়ি ওয়ালা মিন্‌ষে কি না আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেল! আমি—

কামিনী। ঝি, আমি সে সকল কথা এর পরে শুন্‌ব। এখন তুই কি বল্‌তে এসেছিস বল্, শীগ্‌গির শীগ্‌গর বল্।

লক্ষ্মী। বটে গো বটে! আমি বুড় মানুষ অথর্ব্ব হয়ে পড়েছি, আমি যে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে মরি, সে ত তোমাদের ভালই লাগ্‌বেনা! তোমরা আপনাদের কাজই বেশ বোঝো॥

কামিনী । ঝি, আর তোকে রাস্তায় হাঁটতে হবে না। তুই এই বার অবধি পাল্কি কোরে আসিস, আমি পাল্কি ভাড়া দেবো। এখন তোর দুটী (পদ স্পর্শ করিয়া) পায়ে পড়ি সুবোধ তোকে কি বলেছে বল। বল ঝি বল, তোর পায়ে পড়ি বল।

লক্ষ্মী। (কামিনীকে চুম্বন করিয়া) ছি! দিদি আমার। আমি তোমার ঝি, তোমার চাক্‌রাণী; আমার পায়ে হাত দিতে আছে!

কামিনী। ঝি, আমি ত তোকে দাসীর মত দেখিনে, তোকে মার মত দেখি।

লক্ষ্মী। বেঁচে থাক মা! মা কালি তোমার ভাল করুণ। হ্যাঁ কামিনি! এক দিন কালি ঘাটে মাকে দর্শন কত্তে যাবি?

কামিনী। ঝি আবার কেন দেরি কচ্চিস?

লক্ষ্মী। আঃ! তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে (কামিনীর দিগে এক খানি লিপি নিক্ষেপ করতঃ) এই নে, বাছা নে।

কামিনী। ঝি একি! এ কার চিটি? কে লিখেছে?

লক্ষ্মী। তোমার জন্যে একজন খেপে উন্মাদ হয়েছে, সেই লিখেছে, আবার কে লিখ্‌বে?

কামিনী। কার চিটি ঝি? (পত্রের দিগে অবলোকন)

লক্ষ্মী। পড়ে দেখনা? আমার মাতা খেয়ে লেখা পড়াত কম্ শেখনি? উতিইত সর্ব্বনাশ হয়।

কামিনী। আমাকে সুবোধ কোন চিটি লিখেচে? না বাছা, পড়্‌তে আমি চাইনে।

লক্ষ্মী। না পড়্‌তে চাওত তবে এতক্ষণ "ঝি বল কি বলেছে, ঝি বল কি বলেছে" বলে আমার মাতার ওপর টিক্ টিক্ কচ্ছিলে কেস? না পড়ত চিটি খানা আমাকে দাও। আমি

তাকে বলিগে তোমার চিটি পড়্‌লে না, টান্ মেরে ফেলে দিলে; আর বল্লে আমি তার চিটি পড়্‌তে চাইনে।

(গমনোদ্যত)

কামিনী। বাঃ! আমি বুঝি তোকে ঐ কথা বল্লেম? ছি ঝি দাঁড়া দাঁড়া। একটা কথা বলি শোন।

(লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ)

লক্ষ্মী। না! আমার ঢের কাজ আছে, আমি চল্লেম।

কামিনী। আঃ! বোস না ঝি, রাগ করিস্ কেন? আমার ওপর রাগ কর্ব্বি? দেখ ঝি, আমাকে আজ পর্য্যন্ত কেউ কখন চিটি লেখেনি তাই চিটি খানা পাবা মাত্র আমার গা কেঁপেএল, তাই আমি বলেছিলেম আমি পড়বনা, কিন্তু সত্যি সত্যি আমি সুবোধকে যত ভাল বাসি সুবোধ আমাকে তত বাসে না। ঝি এখন চিটি খানা দে।

লক্ষ্মী। চিটি ফেলে দিয়েছি।

কামিনী। কোথায় ফেলে দিয়েছিস্? ও ঝি কি করেছিস্!

(ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। না না! আছে আছে! এই নাও। কামিনি, বুড়ির কথায় রাগ করিস্‌নে ভাই! আমি সব বুঝি, কেবল একটু রঙ্গ কচ্ছিলেম।

কামিনী। এ বিষয়ে তোর ঠাট্টা করা উচিৎ হয় নি। আমার যত কষ্ট হয় তার অৰ্দ্ধেকও যদি তুই টের পেতিস্, তাহলে তুই আমার বদলে সমস্ত দিন কাঁদ্দিস (অশ্রুপতন)

লক্ষ্মী। দিদি আমাকে মাপ কর। আর আমি এমন কখন কর্ব্বো না। দেখ, আমরা ছোট লোক, অত জানি নে। সে যা হোক এখন তুমি চিটি খানা পড়ে জবাব্ দাও।

কামিনী। তোকে সুবোধ আগে কি বল্লে বল?

লক্ষ্মী। বল্‌বে কি? মধ্যে মধ্যে আমার কাছে আস্‌তো, আর কাঁদতো, আর তোমাকে বল্‌তে বল্‌ত যে, সে তোমাকে বড় ভাল বাসে। কিন্তু আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে এত দিন রেখেছিলেম। কিন্তু আজ সকালে আমার বাসাতে গিয়ে খুনো খুনি হবার যো করে ছিলো। আর তাকে বুঝোনো যায় না, সে এবার সত্যি সত্যি পাগলের মত হয়েছে। তাই কি করি কাজে কাজেই ঐ চিটি খানা নিয়ে এলেম। কিন্তু যখন দেখ্‌লেম, তোমারও তার প্রতি মোন আছে, তবে তোমাকে চিটি দিয়েছি।

কামিনী। (পত্র পাঠ করিয়া চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে) সুবোধ যে আমাকে এত ভাল বাসে, তা আমি জান্তেম না। ঝি তুই জানিস্‌নে আম্‌রা কত কষ্ট পাচ্চি।

লক্ষ্মী। আমাকে তা বল্‌তে হবে না, আমি খুব্‌ জানি। কামিনি! আমিও এক সময়ে ঐ পোড়ান্‌তে পুড়ি।

কামিনী। আমি ত মনে করি আমাদের মত দুর্ভাগা ভারতে নেই।

লক্ষ্মী। তবে শোন বলি। আমি যখন চাকরাণী হয় নি, তখন আমি এক গেরোস্ত ঘরের বৌ ছিলেম। আমার যার সঙ্গে বিয়ে হয়, তারা পাঁচ ভাই ছিল। যে সকলের ছোট তার সঙ্গে আমার প্রথমে সম্বন্ধ হয়। যে মাসে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল, তার দু মাস আগে তার বড় ভায়ের স্ত্রী মরে যায়। সেই জন্যে ছোটর সঙ্গে আমার বিয়ে না হয়ে বড়োর সঙ্গে হলো। সেটা বুড়ো, তার আবার কাশ রোগ ছিল। বচর ফিরে আস্‌তে না আস্‌তেই, সেটা গেল মরে। আমার শাশুড়ি মাগি ভারি বৌ কাঁট্‌কী ছিল। ছুতয় নাতায় আমার সঙ্গে ঝক্‌ড়া

কোরে আমাকে বক্‌ত, আর মারত। যার সঙ্গে আমার প্রথম সম্বন্ধ হয়, সে আমাকে বড় ভাল বাসতো। আর লুকিয়ে ছাপিয়ে আমাকে অনেক জিনিস দিতো। ক্রমে ক্রমে আমারও মোন তার ওপর পোড়্‌লো। শাশুড়ী মাগি আমাদের সন্দেহ কোর্‌তো আর আমাকে যন্ত্রনা দিতো। এক দিন বোঁটি দিয়ে আমায় কাট্‌তে এসেছিল তার পর আম্‌রা দু জনে পরামর্শ কোরে, কোলকাতায় পালিয়ে আসি। এখানে এসে, তার ওলাউঠো হলো। আমি পথ ঘাট কিছুই চিন্তাম না। চিকিচ্ছেও হলো না তিন দিনের মধ্যেই সে-(ক্রন্দন) সেই অবধি আমি তোমাদের বাড়ী আছি।

কামিনী। (লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ক্রন্দন করতঃ) ঝি, পাছে আমাদের ঐ রকম হয়!

লক্ষ্মী। শেঠের বাছা ষষ্টির দাস! অমন কথা বল্‌তে আছে! কামিনি আমার পোড়া কপাল, তাই আমার অমন ঘটেছিল তোদের অমন কেন হবে? আর জন্মে যে কত পাপ করেছিলেম, কত গরু মানুষ হত্যা করেছিলেম; তাই বিধি এখন আমাকে এত জ্বালান জ্বালাচ্চে তা না হোলে, তোরা পরের মেয়ে পরের ছেলে তোদের জন্যেই বা আমার এত কষ্ট হবে কেন? (অশ্রুপাতন)

কামিনী। ঝি তোর পায়ে পড়ি, কি করি বল? আর আমি কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারিনে। তোর কামিনি আর বাঁচে না।

লক্ষ্মী। ছি দিদি অমন অস্থির হলে কি কোন কাজ হয়ে থাকে? এ সব তো আর মুখের কথা নয় যে মনে কল্লেই হবে। এতে কত চালাকি, কত বুদ্ধি দরকার করে। এ তাড়া তাড়ির কাজ নয়।

কামিনী। তুই আমার সুবোধকে এনে দে। আমি আজকেই তাকে একবার দেখ্‌ব। কাল সমস্ত দিন আমি তাকে দেখিনি, সে বোধহয় কাল ইস্কুলে যায় নি।

লক্ষ্মী। ওমা! তুই খেপেছিস না কি। আজকে একে এই রাত্তির প্রায় হলো, তাতে আবার উয্যুগ্‌ সুয্যুগ চাই সে কেমন করে আসে বল দেখি। আর কোথাদিয়েই বা আসে!

কামিনী। ঝি তবে কি হবে?

লক্ষ্মী। রোন্‌ ভাবি। দুষ্টুমী বুদ্ধি না হোলে এ সব কাজ হয় না।

কামিনী। ঝি আমি কখন দুষ্টুমী বুদ্ধি জানিনে। সুবোধ ছাড়া কখন কোন পুরুষ মানুষকে ভাবিনি। বয়েস প্রায় শোল শতের হতে চল্লো কখন মন্দ ইচ্ছে আমার মনে হয় নি। আর যদিও এই ভয়ানক কর্ম্ম কত্তে সাহোস কচ্চি বটে; কিন্তু লোকে যা বলুক আমিত একে কখন পাপ বল্‌বো না। ঝি আমি কিছু জানিনে, তুই আমার হয়ে সব কর। তুই আমাকে কি কত্তে হবে বল। আমার শরীর য্যান সব অবশ হয়ে পড়েছে। আমার হাত পা বেরুচ্চে না:

লক্ষ্মী। কামিনি! তোমার কত কষ্ট হচ্চে, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। তোমাকে সন্তুষ্ট কত্তে আমি সাদ্ধিমত চেষ্টা কর্ব্বো। তুমি আর কারুকে কিছু বলোনা। খুব হেঁসে খেলে বেড়িও। যে দিন সুবোধ আস্‌তে চাবে, আমি তোমাকে বলে যাবো তুমি একটু সাবধানে থেকো।

কামিনী। সুবোধ কি করে আস্‌বে, তাতো তুই কিছু বল্লিনে? যদি ওপর দিয়ে আসে তা হলে যে সকলে টের পাবে?

লক্ষ্মী। তাইত! তবেত মুস্‌কিল্‌!

কামিনী। ঝি, তবে কি হবে! সুবোধকে কি তবে আমি দেখ্‌তে পাবনা? (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। কেঁদোনা মা, দেখ্‌চি। (ভাবিয়া) হয়েছে!

কামিনী। বল! বল কি হয়েছে!

লক্ষ্মী। একটা দড়ির সিঁড়ি আমি কাল তোমাকে দিয়ে যাবো। যখন সুবোধ আস্‌বে, তুমি জানালা দিয়ে ঐ সিঁড়িটা ঝুলিয়ে দেবে। সুবোধ তাই বেয়ে উঠে তোমার ঘরে আস্‌বে।

কামিনী। আমি কেমন করে টের পাব যে, সুবোধ আসবে?

লক্ষ্মী। সুবোধ এসে তোমার জানালার নিচে থেকে বাঁশি বাজালে কি শিশ্‌ দিলে, তুমি টের পাবে।

কামিনী। আমি তোকে কি দেবো ঝি? আমার এমন বুদ্ধি কখন যোগাত না। ঝি তোর কাছে আমি আজ পর্যন্ত চির কালের জন্যে বাধিত হয়ে রইলাম। তুই আমার মার চেয়ে আমার উপকার কর্‌লি। মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন বটে, কিন্তু জীবন ধারণের কোন উপায় করে দেন নি। ঝি, তুই আমাকে আজ প্রাণ দান দিলি, তোর কামিনী আজ পর্য্যন্ত তোর মেয়ে হলো। আজ অবধি তোকে আমি মা বলে ডাকবো (অশ্রুপতন)

লক্ষ্মী। (কামিনীকে কোলে লইয়া চুম্বন করতঃ) মা তুমি বেঁচে থাক, সুখে থাক এই আমার ইচ্ছে। তুমি আমাকে মা বল, আর নাই বল, আমি তোমাকে আমার পেটের মেয়ের চেয়েও ভাল বাসি। আমি আর কদিনই বা বাঁচ্‌বো। তোমরা দুজনে সুখে থাক এই দেখে য্যান আমি মরি। যখন আমি মরে যাবো, আর যখন তোম্‌রা দুজনে সুখে থাক্‌বে, তখন এক এক বার তোমাদের এই বুড়োঝিকে মনে করো।

কামিনী। ঝি অমন কথা বলিস্‌নে; তোর আগে যেন আমি

মরি। তুই মরে গেলে আমার দশা কি হবে! (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। না মা এখনও আমি মচ্চিনে। বিধাতা যে কত দুঃখু আমার কপালে লিখেচে, কে বল্‌তে পারে? তবে এখন আমি যাই, তা না হোলে তোমার মা আমাকে বোক্‌বে। বিছানা পাতা হয় নি, দুদ্‌ জাল দেওয়া হয়নি, সর্ব্ব কর্ম্ম এখনও বাকী আছে।

কামিনী। ঝি তুই আমার এই দুছড়া তাবিজ নিয়ে যা ভেঙ্গে দানা গড়াস্‌।

লক্ষ্মী। ছি কামিনি! অমন কথা বলোনা, হাত থেকে গয়না খুল্‌তে নেই। দেখ দেখি তোমার হাতে কেমন দেখাচ্চে; আমি কি এমন সুন্দর হাত থেকে তাবিজ খুলে নিতে পারি?

কামিনী। (বাক্সর নিকট গমন করিয়া) তবে তুই এই টাকা কটা নিয়ে যা।

লক্ষ্মী। না মা, আমি টাকা নিয়ে কি কর্‌বো! আমার কেউ নেই যে বাড়ী পাঠিয়ে দেব। তোমার খরচের টাকা তুমি খরচ করো।

কামিনী। তোর নিতেই হবে (লক্ষ্মীর হস্তে টাকা অর্পণ) এই চিঠির জবাব আমি আজ রাত্রে লিখে রাখ্‌বো, তুই কাল এসে নিয়ে যাস। আর অম্‌নি দড়ির সিঁড়ি আনিস।

লক্ষ্মী। সে আর তোমাকে বোল্‌তে হবে না। (গমনোদ্যত)

কামিনী। আর দেখ্‌ ঝি! আজ্‌কে সুবোধের সঙ্গে দেখা করিস, আর সব্‌ বলিস্‌।

লক্ষ্মী। বল্‌বো বল্‌বো!

কামিনী। ঝি শোন্‌ শোন্‌! কি বলবি বল দেখি?

লক্ষ্মী। বলবো যে, কামিনী তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে অস্থির হয়েচে, আর কাল তোমাকে অনিশ্যি অনিশ্যি কোরে যেতে

বলেচে। (গমনোদ্যত)

কামিনী। তা বলিস্ নে, তা বলিস্ নে! বলিস্ যে তোমার চিঠির জবাব কাল দেবে।

লক্ষ্মী। আর নাচ্‌তে বসে ঘোম্‌টা দেবার দরকার কি?

(গমন)

কামিনী। ঝি! ও ঝি! ওলো শুনে যা শুনে যা!

(ঝির প্রত্যাগমন)

লক্ষ্মী। যা বল্‌বি বাছা একেবারে বল্, আমার রাত্রি হয়ে গেল।

কামিনী। দেখ সুবোধকে বুঝিয়ে বলিস্, সে য্যান মনে দুঃখু না করে; আর সে যে বলেচে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবে, তা য্যান না যায়। (লক্ষ্মী গমনোদ্যত) দেখ তুই য্যান বলিস্ নে, আমি তোকে বোলে দিয়েচি। তুই এম্‌নি কোরে বোল্‌বি যেন তুই তাকে বারণ কচ্চিস্, বুঝেচিস? আচ্ছা ঝি তুই এখন যা, কিন্তু কাল্‌কে আস্‌তে ভুলিসনে।

লক্ষ্মী। না না— (প্রস্থান)

কামিনী। স্বগত) কালকে সিঁড়ি আস্‌বে। সুবোধ যদি কাল্‌কে না আস্‌তে পারে, পোরশু তো আস্‌বেই। সে এলে আমার এত যাতনা, সব্ দূর হবে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) তবু আমার মনে এত কষ্ট হচ্চে কেন? সে যা হোক্, আমি আর ভাব্‌বো না। এখন আমি কাপড় কাচ্‌তে যাই। আজ কাল দু দিন চোক কান বুজে থাকি। পোরশু দিন মনস্কামনা পূর্ণ হবে (কপোল দেশে হস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তা) যা হবার তাই হবে, এখন আমি যাই। (প্রস্থান)

(যবনিকা পতন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বৈটক খানা।

হরিশ বাবু এবং সুবোধ আসীন।

হরিশ। হরিহর বাবুর কন্যার সঙ্গে।

সুবোধ। আমি তা জানতেম্না।

হরিশ। সে কি! প্রায় পোনের দিন হলো যে হরিহরর ভায়ার সঙ্গে এই বিষয়ের কথা স্থির হয়ে গেছে।

সুবোধ। আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমন হয়েচে।

হরিশ। তুমি যে দেখ্‌চি আকাশ থেকে পোড়্‌লে? বাড়ীর ভিতর এ কথা তোমাকে কেও বলে নি?

সুবোধ। আমি ত বাড়ীর ভিতর প্রায় যাই নে। কেবল যদি নলিনী পোড়্‌তে আসে, তা হলে বৌকে আর নলিনীকে পড়া বোলে দিতে যাই।

হরিশ। তোমরা বয়ে গিয়েছ যাও, বৌ ঝি গুলোকে কেন আর বইয়ে দ্যাও। মেয়ে মানুষের আবার পড়া কি? সে যা হোক বোধ হয় এখন তোমার বিবাহ কর্‌তে কোন আপত্তি নেই?

সুবোধ। আগে আমার বিয়ে কোর্‌তে যত অনিচ্ছা ছিল এখন তার চতুর্গুণ বেশি হয়েছে।

হরিশ। এখন ত আর বল্লে চলবে না। কথা ধার্য্য হয়ে গিয়েছে।

সুবোধ। তবে আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কোর্‌চেন?

হরিশ। দেখ্‌ছিলেম তোমার এই সম্বন্ধে মন আছে কি না?

সুবোধ। আমার মন নেই।

হরিশ। বাবা একটা কথা বলি শোন। আমি বুড়ো হয়েচি, কবে মরে যাব; আমাকে আর কেন জ্বালাস্, তোর বিবাহ হলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সুবোধ। বাবা! আমি আজ পর্য্যন্ত কখন আপনার কথা অবহেলা করিনি। আপনি যাতে বিরক্ত হন, এমন কাজও কখন করিনি। ছেলেবেলা থেকে যা কোর্‌তে বলেছেন, তাই কোরে এসেচি। কিন্তু তবে কেন এত বড় হয়ে, বুদ্ধি হয়ে, জ্ঞান হয়ে, আপনার কথার প্রতিবাদী হচ্চি? বাবা তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার এই অনুরোধ রাখ্‌তে হবে! বিয়ে কোর্‌লে বড় কষ্ট পাবো, কখন সুখী হতে পার্ব্বো না আর চিরকালটা কষ্টে যাবে।

হরিশ। সুবোধ তুমি কি পাগোল হয়েচ? বিবাহ কোরে কেউ কখন চিরকালের জন্যে অসুখী হয়? ওসকল পাগ্‌লামী ছেড়ে দাও। বিয়ে কর, কাজ কর্ম্ম কর, মানুষের মত হও। ছি বাবা! অমন্ কি কর্ত্তে আছে? আমি তোমার বাপ্ হয়ে এত অনুরোধ কর্চ্চি, আমার কথা কি রাখ্‌তে নেই?

সুবোধ। আমি বিবাহ কোর্ত্তে পার্ব্বো না!

হরিশ। তবে তুই আমার সুমুক্ থেকে এখনি বেরো, আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই নে (সুবোধ দণ্ডায়মান) এমন অবাধ্য সন্তান! এত কোরে বল্লেম, তবু কথা গ্রাহ্য হলো না?

সুবোধ। আমি বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বো না।

হরিশ। তবে বেরো? এখনি বেরো! বেরো! (সুবোধের অগ্রে অগ্রে গমন, হরিশের অনুগমন এবং উভয়ের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

—— ০ঃ✳ঃ০ ——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাটী সুবোধ বাবুর বৈটক খানা

সুবোধ বাবু আসীন।

সুবোধ। (স্বগত) তা না হয় আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন, তা বলে আমি নলিনীকে কেন চিরকালের জন্যে দুঃখিনী করি? তাকে আমি বোনের মতন্ ভাল বাসি, স্ত্রীর মতন কখনো ভাল বাস্‌তে পার্ব্বো না। এক জনকে প্রাণের চেয়েও ভাল বাসি, অন্য স্ত্রীলোককে কেমন কোরে আমি বিবাহ কর্ব্বো? তাহলে কামিনী আমাকে কি বল্‌বে? আমিই বা এত বড ভয়ানক নিষ্ঠুর পাপ্ কেমন কোরে কর্ত্তে পারি? এতে যদি বাবার কথা অবহেলা কর্ত্তে হয়, তাহলে চারা নেই। এতে উনি রাগই করুণ, আর যাই করুণ। আমি ত এক বছর পর্য্যন্ত ওঁয়াকে বল্‌চি যে, আমি বিবাহ কর্ব্বো না, তবে কেন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে সম্বন্ধের ঠিক কোরেচেন? সে যা হোক্ আজকে ত আমাকে কামিনীর কাছে যেতে হোচ্চিই; যদি দেখি এখানে থাক্‌লে নিতান্তই বিয়ে কর্ত্তে হয়, তাহলে ত নিশ্চয়ই আমি বাড়ী থেকে পালাচ্চি। তাহলে আবার কত দিন পরে যে কামিনীর সঙ্গে দেখা হবে, তাত্ত বলা যায় না। যদি আমি বাড়ী থেকে যাই, তাহলে ঝির নামে চিঠি দিলেই ঝি সেই চিঠি কামিনীকে দেবে, তাহলে কামিনী সব টের্ পাবে। যত দিন নলিনীর বিবাহ না হচ্চে, তত দিন আমি বাড়ী ফিরে আস্‌চি নে। কেমন কোরে এত দিন কামিনীকে না দেখে থাক্‌বো? এক উপায় আছে। আমি যদি বিদেশে

গিয়ে থাকি, তাহলে মধ্যে মধ্যে কোল্‌কাতায় আস্‌বো। আর যে দিনে আস্‌বো, তা ঝির চিঠিতে লিখে দেব। তাহলেই কামিনী জান্‌তে পার্ব্বে, আর কোন গোল থাক্‌বে না। আজ্‌কে আমি কামিনীকে আমার একখানা চেহারা দেব (বাক্স হইতে চেহারা বাহির করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করতঃ) আহাঃ কি চেহারা মরে যাই আর কি! কামিনী যে কেন আমাকে পছন্দ কোরেচে, তাত বল্‌তে পারি নে। আজকে এই জামাটা পরি। একটু ল্যাবেণ্ডার মাখা যাক্‌। এই ধুতি হলেই হবে। হাপ্‌ ষ্টকিং জোড়াটা পরা যাক্‌। (যদিও শুনিচি বাবা হাফ ষ্টকিংনের উপর ভারি চটা)। চুল্‌টা বড় উস্ক খাস্ক হয়ে রয়েচে, একটু আঁচড়ান যাক্‌; আর দেরি কর্ব্বো না। হয়ত কামিনী আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌চে (প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

—০:*:০—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাটী কালি বাবুর বৈটক খানা।

কালি আসীন।

কালি। (এক খানা পত্র পাঠ করিতে করিতে স্বগতঃ) হুঁ ভায়া বড় চালাক্‌ হয়েচেন। ভারি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্‌ ছেলে, বাঃ? (পত্র পাঠ) "আমি আজ কলিকাতায় গমন পূর্ব্বক

এক বন্ধুর বাটীতে থাকিব, রাত্রি দুই প্রহর, বা একটার সময় তোমার গৃহে গমন করিব। তুমি উক্ত সময়ে প্রস্তুত থাকিবে। দেখ! আমাকে নৈরাশ করোনা।"

তোমার সুবোধ"।

হ্যাঁ, তার জন্যে তোমার বড় ভাব্‌তে হবে না; উত্তম লোকের হাতেই পড়েচ, যাতে আজ তুমি কামিনীর কাছে গিয়ে মজা কর্ত্তে পার, তার জন্যে আমি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা কর্ব্বো এখন। বাবা আমাকে তেজ্য পুত্র করেছেন, আর এই সুবোধ সুশীল ছেলেকে সমুদায় বিষয় দেবেন! বুড়োর তিন কাল গিয়েছে এক কালে ঠেকেচে, এখনও মানুষ চিন্তে পারেন্‌ না! আচ্ছা তিনি যেমন আমাকে বরাবর তাচ্ছল্য করে সুবোধকে আমার চেয়েও ভাল বেসেচেন, আমিও তেম্নি তাঁকে জব্দ কর্ব্বো। দোয়ারি এই চিঠি দেখ্‌লেই, আমার ভায়ার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে। এখন দোয়ারিকে কেমন কোরে খবর দেওয়া যায়। কিন্তু দোয়ারি এলে, একথা একেবারে বলা হবে না; তাহলে হয়ত আমাকেই সে মেরে বস্‌বে। সে যে গোঁয়ার! (দোয়ারির প্রবেশ) এই যে নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই এসেচিস্‌। তুই ভাই অনেক দিন বাঁচ্‌বি।

দোয়ারি। কেন! আমার জন্যে তোমার এত ভাব্‌বার কারণ কি?

কালি। বাবা! তোর নাম করে না, এমন লোক কি পৃথিবীতে আছে?

দোয়ারি। কেদার কোথায়? তুই যে একলা ঘরে চুপ্‌ করে বোসে আছিস্‌?

কালি। তুই জানিসনে? কেদার যে ব্রহ্ম জ্ঞানী হয়েচে!

দোয়ারি। বলিস্ কিরে!

কালি। হ্যাঁ! তার গৌরাঙ্গের ভাব উদয় হয়েচে। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীদের সঙ্গে মিশেচেন, মদ ছেড়ে দিয়েছেন, আবার সমাজে গিয়ে চোক বুজে ধ্যান করা হয়। দেখচিস্ কি? কেবল তুই আর আমি নরকে যাবো; আর সকলেই সোনার সিঁড়ী বয়ে স্বর্গে চলে যাবে, আম্‌রা কেবল জুল্ জুল্ করে চেয়ে থাক্‌ব।

দোয়ারি। ফের কেদার যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার না ফেরে, তা হোলে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নই। কত শালা মদ ছেড়ে দিয়ে দুদিনের জন্যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়। আবার তেমন পাল্লায় পড়্‌লে যে কে সেই।

কালি। একটু মদ খাবি?

দোয়ারি। দোষ কি।

(কালি আলমারি হইতে মদের বোতল এবং
গেলাস বাহির করিয়া উভয়েরমদ্যপান)

দোয়ারি। ওরে আজ্‌কাল আমি কেমন 'গুড্‌বয়' হয়িচি, তা জানিস্‌নে বুঝি?

কালি। কি রকম!

দোয়ারি। যহর ত ভাই একখানা জড়োয়াগহনার জন্যে ভারি পেড়া পিড়ি কর্‌চে। আমার হাতে ত এক পয়সাও নেই। কাজে কাজেই বাড়ীথেকে ফাঁকি দিয়ে নিতে হবে। তাই এখন বাড়ীতে রাত্রিতে শুতে আরম্ভ করিচি। এক আদ বোতলের বেশি খাইনে। গুলিটা নাকি না খেলে চলেনা, তাই কাজে কাজেই খেতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকে গাঁজা গুলির ওপর অতো চটা নয়, যত

মদের ওপর। তাই এখন বাড়ীতে সকলের এক রকম বিশ্বাস হয়েচে যে, আমি শুধ্‌রে উঠিচি, আর ভয় নেই।

কালি। আর একটু খা। আচ্ছা তুই এখন তোর স্ত্রীর কাছে রাত্রে শুস্‌তো ?

দোঁয়ারি। কি জানিস ভাই, এক দিন আমি বাড়ীর ভিতর খেতে যাচ্ছিলেম, অমনি আমার স্ত্রীকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেম। দেখ্‌লেম মন্দ নয়, তাই এক দিন রাত্রে বাড়ীর ভিতর শুতে গিয়েছিলেম। শালি আমার কাছে শুতে আস্‌তে হবে বলে, এম্‌নি চিৎকার করে কাঁদতে লাগ্‌লো, যে বাবা পর্য্যন্ত টের পেলেন্। আর বাবা বারণ কল্লেন্ বোলে, কাজে কাজেই আমাকে বাইরে গিয়ে শুতে হলো। আচ্ছা বাবা, সে কেমন মেয়ে আমি দেখ্‌ব। আমি বাঘ না ভাল্লুক ; যে আমার কাছে শুতে চায় না। সে বেটী হস্চে আমার স্ত্রী, আমি তাকে যা বল্‌বো, তা তার শুন্‌তেই হবে। আচ্ছা আগে আমি টাকা গুণো হাত করি ; তার পর তাকে নাকের জলে চকের জলে কর্‌বো। তিনি জানেন না, তাঁর কেমন লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে !

কালি। তুই নাকি বিয়ে পর্য্যন্ত আদতে তার কাছে শুস্‌নি, তাই তোকে দেখে তার ভয় হয়েছিল। প্রথমে অমন হয়।

দোয়ারি। কেন হবে! আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন আমি তার কাছে শোব। এর প্রথম আর শেষ কি ?

কালি। হয়ত তোর স্ত্রীর আর কারুর উপর মন পড়েচে।

দোয়ারি। তা টের পেলেত হয়! তা হলে শালিকে একবার ঘুগ্‌রো বাণ দেখিয়ে দিই!

কালি। আমি যা বল্‌চি তা হতেও পারে। কেন না লোকে বলে, পুরুষমানুষের চেয়েও মেয়ে মানুষের রিপু অনেক

গুণে বেশি। তাতে মনে কর্, তোর স্ত্রীর বয়েস প্রায় পোনের শোল হতে চল্লো।

দোয়ারি। ও সকল কথায় কাজ নেই।

কালি। ভাই! আমার ওপর রাগ করিস্ নে, আমি যা তোকে বল্ ছি, তা কেবল তোর ভালর জন্যে। আমি যদি তোর "বুজুম ফ্রেণ্ড" না হতেম, তা হলে কোন্ শালা তোকে এ সকল কথা বল্ তো? আর একটু মদ খা। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

দোয়ারি। (মদ্য পান করিয়া) কি কথা?

কালি। আচ্ছা এই চিঠি খানা পড় দিকি। (লিপি প্রদান)

দোয়ারি। (পত্র পাঠ করিয়া) তুই এ চিঠি কোথায় পেলি?

কালি। হরিহর বাবুর বাড়ীতে এক ঝি আছে তার নাম লক্ষ্মী। সে কামিনীকে আর সুবোধকে মানুষ করেছিল। সেই ঝির নাম, আমাদের এক নতূন ঝির নামে এক; সুবোধ হয়তো তা জান্ত না। কামিনীর ঝির হাতে এই চিঠি না পোড়ে আমাদের ঝির হাতে পড়ে। সে ত পড়্ তে জানে না, তাই আমাকে পড়ে দিতে বলেছিল। চিঠি পড়ে ভায়ার বিদ্যে সমুদয় জান্তে পাল্লেম। দেখ দেখি ছোঁড়ার কতো দুষ্টুমী বুদ্ধি! আমরা বেশ্যালয়ে গিয়ে থাকি, এ ছোঁড়া আবার ভদ্র লোকের ঝি বৌ বের কত্তে আরম্ভ করেছে!

দোয়ারি। এই চিঠি পড়ে, আমার তোর পর্য্যন্ত হাড় ভাঙ্ তে ইচ্ছে হচ্চে।

কালি। আমি ভাই তোমার কি করিছি? সুবোধ আমার ভাই, তার দোষ আমার ঢাকা উচিত; কিন্তু আমি তোমার এম্নি বন্ধু, যে এই ঘটনা টের পেয়েই, তোমার কাছে সমুদয় ব্যক্ত কল্লেম।

দোয়ারি। কিন্তু আমার মনে যা আছে তাই আমি কর্ব্বো।

কালি। সচ্ছন্দে! তোর মনে যা আছে তাই তুই করিস্!
আগুণ খায় যে, আঙরা হাগবে সে, তা আমাদের কি?

দোয়ারি। আজ রাত ছুকুর একটার সময় যাবে, না?

কালি। তাই ত লিখেছে।

(উভয়ের মদ্যপান)

দোয়ারি। আচ্ছা কোথা দিয়ে ঢোকে, বলতে পারিস?

কালি। বোধ হয় তোদের চাকোর চাকরাণিদের হাত কোরেছে।

দোয়ারি। তা যেখান দিয়ে যাগ, আজ তো যাবেই; তা হলেই হলো।

কালি। তোর স্ত্রী কোন ঘরে শোয় জানিস তো?

দোয়ারি। সেই রাস্তার ধারের ঘরটা। আর একটু ঢাল খেয়ে যাওয়া যাগ্।

(মদ্য পান করিয়া প্রস্থান)

কালি। (স্বগত) বোধ হয় ছোঁড়া আমার মাগের সঙ্গেও নষ্ট! শুনেছি রোজ তাকে পড়াতে যায়। যা হোক, যেমন বাবা তাকে ভাল্ বাসে, আর সকলে ত রে ভাল বলে জানে, তেমনি আজকে সকলে তার গুণ টের পাবে। দোয়ারি যেমন গোঁয়ার, তাকে কিছু দক্ষিণে না দিয়ে ছেড়ে দেবে না। সকলেই বলে "আহাঃ! সুবোধের মত ছেলে দেখিনি" কিন্তু উদিকে যে সুবোধের পিঁপুল পেকেছে, তাতো কেউ জানে না। সে আবার আমার চেয়েও এক কাটী সরেশ্। তাই বোলি, ছোঁড়া বিয়ে কত্তে চায় না কেন? ভেবেছিলেন বুঝি বিয়ে করা পাপ, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেয়া দোষ,তাই বুঝি ভায়া ঘর বাড়ী ছেড়ে পালালেন। উদিকে ভায়া শোড়োঙ্গো কেটে বোসে আছেন, তা কে

জানে বলো? যা হোক্ ছোঁড়া বেঁচে থাক; কাজের লোক বটে। আমরা এতদিন টাকা খরোচ কোরে বদ্‌নাম কিনে, হরো বই যুট্‌লোনা। ও একেবারে নির্ব্বিঘ্নে এক বড়ো মানুষের বাড়ীর অন্দর মহলে গিয়ে উপস্থিত। বেঁচে থাক বাবা! “লঙ লিভ্ দি হ্যাপি পেয়ার” (মদ্য পান করিয়া) যাই হরোর কাছে যাই, আমার কামিনীও নেই, কিছুই নেই। যদিও এক কুসুম আছেন বটে, আগে আগে কাছে গেলে একটু একটু গন্ধ পাওয়া যেতো; কিন্তু এখন একেবারে শুকিয়ে গিয়েছেন (টলিতে টলিতে প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

—:০:

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাম নারায়ণ বাবুর বাটীর সম্মুখস্থিত রাস্তা)

দোয়ারি। (রাস্তায় গমন করিতে করিতে স্বগত) আমার যে ঘরে একখানা আছে, তাতেই হবে। একটু পরিস্কার করে নিলিই হবে। এখনও তার আসরের দেরি আছে, আর বাড়ীর কেউ কেউ জেগে আছে। (চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌ। সেলাম্ বাবু সাব্! হাম্ লোগ্‌কো বক্সিস্ বহুত রোজ্‌সে নেহি মিলা।

দোয়ারি। আচ্ছা বক্‌সিস্ মিল্‌যাগা। সবেরে হাম্‌কো পাস্ আও, সব ঠিক্ হো যাঙ্গে। আচ্ছা তোম হাম্ কো এক বাত্ বল্‌নে সেক্‌তা?

চৌ। কোন্ বাত্ মহারাজ?

দোয়ারি। কই বাবু রাত্কো হাম্ লোগ্গোঁ বাড়ীপর আও-
তেঁ হেঁ?

চৌ। হাঁম্নে কুছ্ নেহি জান্তে হেঁ মহারাজ!

দোয়ারি। আচ্ছা! (বাটীর ভিতর প্রবেশ)

চৌ। (স্বগত) কৈ সুরৎসে এ বাবুকোতো সব মালুম হুয়া।
আচ্ছা! ল্যাকেন হাম্ আজ্ সুবোধ বাবুকো উপর্ মে নেহি
যানে দেঙ্গে। (প্রস্থান)

(সুবোধের প্রবেশ।)

সুবোধ। (স্বগত) ঝি বোধ হয় কামিনীকে চিটি দেখিয়েছে।
আমি চিটিতে লিখেছিলেম, একটার সময় যাবো। এখন
তো ডুকুর বেজেছে। দেখি দিকি কামিনী জেগে আছে
কি না? (বংশীধ্বনি)

নেপথ্যে। গীত—

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

হোল রজণী অবসান প্রাণকান্ত এলোনা।
সহেনা যাতনা আর বিরহ-যাতনা॥
কি জানি এ অধিনীরে, নয়নেতে নাহি ধরে,
বুঝি সখা ঘৃণা করে, করিল তাই প্রবঞ্চনা॥

(সুবোধের বংশীধ্বনি)

ঐ ঐ বুঝি সখা, অবশেষে দিল দেখা,
নতুবা ওকার ডাকা, কার বাঁশীর স্বর॥
হায়রে ব্যাকুল মন, বৃথা করো আকিঞ্চন,
সুবোধ প্রাণের ধন, কৈ বলো এলোনা॥

(সুবোধের বংশীধ্বনি এবং উপর হইতে দড়ির সিঁড়ি পতন)।

(চৌকিদারের পুনঃ প্রবেশ)

চৌ। বাবু সাব্ আজ আপ্ জানে নেই সেকোগে।

সুবোধ। কায় নেই? সো রোজতো তোম্‌কো হাম্ রোপেয়া দেয়াথা, আওর তোম্ বোলা যে হাম্‌কো কুছ্ নেই বোলেঙ্গে?

চৌ। সো ঠিক্! ল্যাকেন্ আজ এই বাড়ীকা এক বাবু হাম্‌কো পাস্ আপ্‌কো বাৎ বোল্‌তাথা। আওর উস্‌কো কৈ গমসে সব্ মালুম্ হুয়া।

সুবোধ। তোম এই দো রোপেয়া লেও, আওর মত্ গুল্ করো (দড়ির সিঁড়ি দিয়া কামিনীর গৃহে গমন)

চৌ। (স্বগত) আজ্ হাম্‌কো মালুম হোতা যে কুছ গুল হোগা। কেয়া করে রোপেয়াতো মিল গেয়া, আওর কেয়া? (উচ্চৈঃস্বরে) হৈঃ। (প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

— ০ঃ✱ঃ০ —

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ॥

রামনারায়ণ বাবুর বাটী—কামিনীর গৃহ।

(কামিনী এবং সুবোধ আসীন ॥)

সুবোধ। (কামিনীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করতঃ) ভাই! আমি যে কি কষ্টে ছিলাম, তা আমি বোলে জানাতে পারিনে। এখন আমি হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেম।

কামিনী। মিথ্যা কথা কও কেন ভাই বল না? কেন আমাকে পচন্দ হয় না বোলে কি কোল্‌কাতা ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছ?

সুবোধ। তুমি বুঝি জান না বর্দ্ধমানে গিয়েছি?

কামিনী। আমি ভাই কেমন কোরে জান্‌ব?

সুবোধ। এত দিন যদি বাড়ী থাকতেম, তা হলে আমার বিবাহ হয়ে যেত। (কামিনীর চিবুক ধরিয়া) তা আমার কামিনি! তোমার সুবোধ কি এমন চাঁদের মত মুখ ছেড়ে আর কারুকে বিয়ে কর্ত্তে পারে? কি আশ্চর্য্য! আমাদের কি মনে ছিল এমন সুখ হবে! ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না। এই এখন এত সুখে আছি, হয়ত এখুনি ভয়ানক বিপদও হতে পারে।

কামিনী। তোমার ভাই দুটী পায়ে পড়ি, তুমি দুঃখের ভাবনা ভেবোনা। যখন দুঃখু হবে, তখন হবেই। তাই বলে যখন সুখ হচ্চে, তখন দুঃখের ভাবনা ভেবে সুখ নষ্ট কর কেন?

সুবোধ। (কামিনীকে চুম্বন করিয়া) তুমি ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু আমার নাকি দুঃখের ভাবনা ভেবে মনে কালি পড়েছে, তাই যখন আমার সুখ, সূর্য্যের আলোর মত এসে চারি দিক আহ্লাদে পরিপূর্ণ করে, তখনও কোথা থেকে এক২ বার কালো মেঘ এসে, এই সূর্য্যকে ঢেকে ফেলে, আর অন্ধকারে আমার মন আচ্ছন্ন হয়।

কামিনী। আমি কি কখন দুঃখু সহ্য করিনি? তোমার জন্যে কি আমাকে সমস্ত রাত কাঁদ্দে হয় নি? সমস্ত দিন তোমার মুখ মনে করে যাতনাতে শরীর মন পুড়ে যায় নি? সুবোধ! তোমার জন্যে আমাকেও অনেক সহ্য কর্‌তে হয়েছে। কিন্তু যখন তুমি আমার পাশে বসে আছ, তখন আমার কি দুঃখু? আর আমাকে চাতক পাখীর মত জল জল কর্‌ভেই বা হবে কেন? চাতক মনের মত জল পেয়েছে।

সুবোধ। কামিনি! আমি যদি একশটা প্রাণ পেতাম, তা হলে তোমার পায়ের তলায় বিসর্জ্জন কত্তেম।

কামিনী। ছি ওকি ভাই! (মৌনাবলম্বন)

সুবোধ। না না আমার ঘাট্ হয়েছে, আমি আর ও রকম কথা বলবো না। তুমি যে গান্‌টী গাচ্ছিলে, সেটী কি তোমার তৈয়েরি?

কামিনী। কেন?

সুবোধ। বলোনা? আমি অমন মিষ্টি গলা, আর ভাল গান কখন শুনিনি।

কামিনী। তোমার রাত্তিরে এখানে আস্‌বের কথা থাক্, আর নাই থাক্, আমি রোজ রাত্তিরে এই জানালার কাছে বসে থাকি। যখন কিছু নড়ে, কি বাঁশীর শব্দ শুনি; তখন মনে হয়, বঝি তুমি এলে। কিন্তু তুমি অনেক সময়

এসো না। এক রাত্তিরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি এলেনা দেখে মনে ভারি কষ্ট হলো, তাই ঐ গানটী তয়ের করেছিলেম।

সুবোধ। (কামিনীকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই কামিনি! দেখচো ত আমি স্বাধীন নয়। তা যদি হতেম তা হলে সমস্ত দিন তোমার ঐ সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেম। এই সময় বৈ আর আসবের উপায় নেই; আর রোজও আসতে পারিনে। আর পাছে সকলে টের পায় বলে, সাবধান হয়ে চলতে হয়।

কামিনী। আমি জানি তোমার কোন দোষ নেই। তুমি কি কর্ব্বে? সকলি আমার কপালের দোষ। আর মধ্যে একটা ঘটনা হয়ে গিয়েছিল, সেও বড় সাধারণ নয়!

সুবোধ। (সচকিতে) কি রকম?

কামিনী। তুমিত জান আমার সঙ্গে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে কখন বাড়ীতে থাকে না। মধ্যে সে বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করেছে।

সুবোধ। বল কি! বল কি!

কামিনী তোমার ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই, কেন না প্রাণ থাকতে সে কখন আমার কাছে এগুতে পার্ব্বেনা। যাহোক একদিন সে আমার ঘরে আসবার জন্যে পেড়াপিড়ি। আমি এমনি চীৎকার করেছিলেম, যে শ্বশুর র্য্যন্তপ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার পরে সেটাকে বাইরে যেতে বল্লেন। সেই পর্য্যন্ত সে বাইরে শোয়। কিন্তু গতিক বড় ভাল নয়।

সুবোধ। কামিনি! তুমি আমার ওপর রাগ কোরোনা; কিন্তু তুমি আমাকে সত্যি করে বল দিকি, দোয়ারি কখন তোমার কাছে শুয়েছে কি না?

কামিনী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) সুবোধ! তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস কর? আমি তা হলে কি তোমাকে বলতেমনা? তা তুমি আমাকে সন্দেহ কর্‌তে পারো বটে; কেন না আমার সোয়ামী থাকতে আমি এমন কাজ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছি।

সুবোধ। (কামিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) কামিনি! আমার মাথা খাও চুপ কর। কামিনি! আমার ঘাট হয়েছে। আমি আর কখন তোমাকে সন্দেহ কর্ব্বো না। আমার দিকে একবার তাকাও।

কামিনী। তা বলেছ বলেছ, তাই বলে কি আমি তোমার ওপর রাগ কর্ব্বো? কিন্তু ভাই তুমি জেনো, যদি তোমার জন্যে নিতান্ত পাগোলের মত না হতেম, তা হলে পৃথিবীর কোন পুরুষই আমার গায় হাত দিতে পার্ত্তো না।

সুবোধ। সে যাহোক, এখন যখন দোয়ারি বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করেছে, আর যখন তোমার ঘরে আস্‌তে উৎপাৎ করেছে; তখন আমার মতে তোমার এখানে থাকা উচিত নয়।

কামিনী। তা আমি জানি। কিন্তু কোথায় যে যাই, তাত এখন ও ভেবে ঠিক কত্তে পারিনি।

সুবোধ। দেখ ভাই, বর্দ্ধমান আমি এক ইস্কুলের মাষ্টারি কর্‌চি। চল আমরা বর্দ্ধমান বেরিয়ে যাই, ঝি আমাদের সঙ্গে যাবে। সেখানে কারুকে ভয় কত্তে হবেনা, চির কাল সুখে থাকা যাবে। তুমি এতে কি বল?

কামিনী। যখন আমি এমন কর্ম্ম কত্তে নিযুক্ত হয়েছি, তখন কখনো না কখনো কলঙ্ক হবে। তা বাড়ী বসে থেকে লোকের গঞ্জনা না শুনে, যদি বেরিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ভাল বৈ মন্দ হয়না। কিন্তু সুবোধ, আমার কপালে কি এই ছিল!

(ক্রন্দন)

সুবোধ। কেঁদোনা ভাই কেঁদোনা। কি কর্ব্বে বল? যদি আ-
আর সঙ্গে তোমার বিবাহ হোত, তাহলে আমি যেখানে
যেতেম, তুমিত আমার সঙ্গে যেতে?

কামিনী। সুবোধ! সে কথা মিথ্যা নয়। বিয়ে হোলে তো-
মার সঙ্গে যেখানে যেতাম্; এখনও সেখানে যাব। কিন্তু
বিয়ে হয়ে হাজার দূর দেশে সোয়ামীর সঙ্গে থাক্লেও ইচ্ছে
হলে কখনও না কখন, মা বনের সঙ্গে দেখা হোত। এখন
যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহলে সকলের কাছ্থেকে একে-
বারে জনমের মত বিদায় নিতে হবে।

সুবোধ। কামিনি! তুমি যাতে সুখে থাক্বে তাই কর। তুমি
যাতে সুখে থাকবে, নিশ্চয় জেনো আমিও তাতে সুখে থা-
ক্বো। যদি তুমি বোঝ বিদেশে গেলেপরে তোমার মনে
কষ্ট হতে পারে, তবে আমি তোমাকে কখন বাড়ীছেড়ে
আর কোথাও যেতে বলিনে।

কামিনী। সুবোধ! দেখ যদি তোমার সঙ্গে যাই, তবে কার কার
জন্যে আমার দুঃখ হবে বটে; কিন্তু তোমাকে দেখ্তে পেলে
আমার সকল দুঃখু দূর হবে। দেখ, এখানেত আমি আর
থাকতে পারিনে। সে দিন ব্যান ওর বাপ, ওকে মুখ কল্লে
বলে চলে গেল; যদি আর এক দিন জোর করে আমার
করে ঢুক্লে, তাহলে আমি কি কর্ব্বো! আমি মেয়ে মানুষ,
ওর জোরেত পার্ব্বোনা!

সুবোধ। তোমার যা ভাল বোধ হয়, তাই তুমি কর্ব্বে।

কামিনী। তোমার কি ভাল বোধ হয়?

সুবোধ। আমার বোধ হয় এখানে থাকা আর উচিত নয়। কে
ননা বিদেশে থেকে লুকিয়ে কোলকাতায় এসে তোমার সঙ্গে
দেখা করা খুব সম্ভাবনা। যদি এবিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ে,

তাকে এক খোরা পান্তা ভাত দেয়। তখন যদিও চাষার স্ত্রী আর ছেলে তাকে দেখে সুখী হয় বটে, কিন্তু তামাক খেয়েই হোক, পান্তা ভাত খেয়েই হোক, আর সমস্ত দিনের পর স্ত্রী আর ছেলের মুখ দেখেই হোক, চাষা যে তখন সকলের চেয়েও সুখী হয়, এ স্বীকার করতেই হবে। তেম্‌নি যদিও তুমি আমাকে দেখে সুখী হয়েছ বটে; কিন্তু আমি কত দূর থেকে এসে, কত কষ্ট পেয়ে, কত বিপদ থেকে এড়িয়ে এখন তোমার কাছে এসে সুখ হলো। তোমার কোমল হাত ছুঁয়ে আমার শ্রান্তি দূর হলো, (চুম্বন করিয়া) তোমার মুখে চুম খেয়ে আমি গায়ে জোর পেলেম, আর তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে, আমি চোক কান বুজে সুখে ডুব দিলাম।

কামিনী। সুবোধ! আমি তোমার মত অত বক্‌তে পারিনে, আমার কষ্ট হয়, কিন্তু (সুবোধকে চুম্বন করিয়া) এ কর্ত্তে আমার কষ্ট হয় না।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

সুবোধ। (সচকিতে) কেও!

কামিনী। চুপ্ কর্ চুপ্ কর! আমি দেখ্‌চি।

সুবোধ। কে ঠেল্‌চে জেনে, তবে দরজা খুলে দিও?

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।)

কামিনী। সুবোধ! তুমি খাটের নিচে লুকোও! আমি দরজা টা খুলে দিই।

সুবোধ। (মৃদুস্বরে) কে দরজা ঠেল্‌চে, কিছু টের পেলে?

কামিনী। (মৃদুস্বরে) বোধ হয় ঝি, কি ঠাকুর ঝি।

সুবোধ। আমি কোথায় লুকোব?

কামিনী। খাটের নিচে। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।

ওখানে থাক্‌তে পার্ব্বে, কষ্ট হবে না?

সুবোধ। না।

কামিনী। কপাট খুলি?

সুবোধ। খোল!

(কামিনীর দ্বার উদ্ঘাটন এবং দোয়ারির তরবারি হস্তে প্রবেশ)

দোয়ারি। [কামিনীর কেশ ধারণ পূর্ব্বক] তবে রে শালি! (তরোয়াল দ্বারা আঘাত)

কামিনী। মা গো! —সু সুবোধ!— (পতন)

সুবোধ। (নিভৃত স্থান হইতে বাহির হইয়া) শালা পাজি! কি কর্‌লি! (দোয়ারির হস্ত হইতে তরোয়াল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা এবং উভয়ের পতন। পরে দোয়ারির হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া দোয়ারিকে আঘাত)

দোয়ারি। মেরে ফেল্লে রে! গে লা—(মৃত্যু)

সুবোধ। (কামিনীর নিকট গমন পূর্ব্বক) কামিনি! ও কামিনি! ভাই আমার! এক বার কথা কও! তোমার সুবোধ ডাক্‌চে?

কামিনী। ভাই আমি মরি! আমাকে য্যান মনে থাকে! আমাকে এক বার চুম খাও! (সুবোধের চুম্বন) আর আমি উঠ্‌তে পারি নে! বড় কষ্ট হচ্চে! সুবোধ! তোমার কামিনীকে এক এক বার মনে করো! আমি যাই! (মৃত্যু)

সুবোধ। (কামিনীকে কোলে লইয়া) কামিনি! আমাকে ফেলে যেতে পার্ব্বে না! কামিনি! (মূর্চ্ছা)—(পরে চেতন পাইয়া) এ কি! কামিনী কোথায়! এই যে কামিনী! তোমার বেশি কথা কইতে হবে না। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার কষ্ট হচ্চে। ভাই একবার তাকাও! তোমার সুবোধের আর কেউ নেই! কামিনি! আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে! তুমি বল, ভাল হলে বর্দ্ধমানে যাবে? একি!

কামিনীর চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? কামিনি! তুমি খালি বল, এখনও বেঁচে আছ! নতুবা এই আমিও তোমার সঙ্গে চল্লেম। (বুকে তরোবারি দ্বারা আঘাত এবং মূর্চ্ছা। কিঞ্চিৎ কাল পরে চেতন পাইয়া) হাঃ! দেশের প্রথা! হাঃ নিষ্ঠুর পিতা মাতা! হাঃ দেশের নিষ্ঠুর লোক! হা! হতভাগ্য বঙ্গ ভূমি! তুমি কত কাল আর কুসংস্কারে আবৃত থাকবে! কত দিনে তোমার সন্তানগণ ন্যায়ানুগত ব্যবহার কর্ত্তে শিখবে! কত দিনে যথার্থ বিবাহ প্রণালী জেনে আত্মীয়গণকে সুখসাগরে ভাসমান্ কর্‌বে! কত দিনে এই কুৎসিৎ দেশাচার এখান হোতে অন্তর্হিত হোয়ে যাবে! কত দিনে ভ্রমান্ধ জনগণের অন্তরে জ্ঞান ভানু বিরাজিত হোয়ে অজ্ঞানান্ধতা বিলুপ্ত কর্ব্বে! হায়! এমন দিন কবে হবে, যে দিনে, বঙ্গবাসীরা যাথার্থ সুখসাধনে আত্মারে কৃতার্থ কর্ত্তে সমর্থ হবে! যে দেশের লোকদের দয়া মায়া নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই, মান অপমানের প্রতি কটাক্ষ নেই, আপন সন্তান গণের উপর যথার্থ স্নেহ মমতা নেই; সে দেশে যেন মনুষ্য মাত্রেই জন্ম গ্রহণ না করে! রে বিবাহের রীতি প্রণালী! এই তোদের কাজ! তোর এই প্রথার জন্যে আমার মত কত শত লোকে প্রাণত্যাগ কচ্চে কেউ ভ্রূক্ষেপও কচ্চে না! আহা! তারা যদি আমাদের কষ্ট একটুও বুঝতে পারে; তা হলে এই কুৎসিত বিবাহের প্রথা একেবারে উঠে যায়। উঃ! কি যাতনা! ঈশ্বর করুণ য্যান বঙ্গবাসীগণের মন আরো দয়ালু হয়। আর আমার মত য্যান, আর কেউ না মরে। আর আমার দেরি নেই; মা! তোমার সুবোধকে একবার এই সময়ে দেখ্‌তে পেলে না, কি কর্ব্বো? বাবা তোমার কথা অবহেলা করে, তোমার মনে

কত কষ্ট দিয়েছি; একবার দেখা হলে মাপ্ চাইতাম। দিদি! তুমি আমাকে কত ভাল বাস্‌তে, মরণের সময় একবার শেষ দেখা হলো না। ভাই প্রসন্ন! তোমার মত ... পরে কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে? যদি এই পৃথিবীর পর আর কোন পৃথিবী থাকে, তাহলে আবার দেখা হবে। মা! তোমাকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্চে। আমি ছোট ছেলে বলে কত ভাল বাসতে। মা! যখন শুনবে তোমার সুবোধ মরে গিয়েছে, যখন এই রক্ত মাখা মরা শরীর তোমার সম্মুখে নিয়ে যাবে, তখন তোমার কত কষ্ট হবে। কিন্তু মা। তুমি কি কর্বে? আমাদের দেশের ইচ্ছে এই!!! (নেপথ্যে পদের শব্দ) ঐ সকলে এই ঘরে আস্‌চে আর আমি দেরি কর্বো না। কামিনি! আর একবার তোমার মুখখান দেখে নেই, তাহলেই আমার হলো। (মুখ চুম্বন করিয়া পুনর্বার আপন বক্ষঃস্থলে অস্ত্রাঘাত) কামিনি! আমাকে নাও! এই যে কামিনী। (মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতন এবং মৃত্যু)

সম্পূর্ণ।